সূরা ৬ ঃ আন'আম, মাক্কী
٦– سورة الأنعام مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১৬৫, রুকূ' ঃ ২০) (اٰيَاتُهَا : ١٦٥ رُكُوْعَاتُهَا : ٢٠)

সূরা আন'আম এর ফাযীলাত এবং নাযিল হওয়ার কারণ

আল আউফী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সূরা আন'আম মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৩/২৪৩) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরা আন'আম মাক্কায় এক রাতের মধ্যেই সম্পূর্ণটা একই সাথে অবতীর্ণ হয়। সত্তর হাজার মালাইকা এই সূরাটি নিয়ে হাযির হন এবং তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। (তাবারানী ১২/২১৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার; এ সত্ত্বেও যারা কাফির হয়েছে তারা অপর কিছুকে তাদের রবের সমকক্ষ নিরূপণ করেছে।	١. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
২। অথচ তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, এছাড়া আরও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু এরপরেও তোমরা সন্দেহ করে থাক।	٢. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ

৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে ঐ এক আল্লাহই রয়েছেন, তোমাদের অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই তিনি জানেন, আর তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন।	٣. وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ ۖ وَفِى ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত ক্ষমতার মালিক এবং সমস্ত প্রশংসার দাবীদার

এখানে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র সত্তার প্রশংসা করছেন যে, তিনিই তাঁর বান্দাদের বসবাসের জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনের আলোককে এবং রাতের অন্ধকারকে তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী বস্তু হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এখানে نُوْرٌ শব্দটিকে এক বচন এবং ظُلُمَاتٌ শব্দটিকে বহুবচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা উৎকৃষ্ট জিনিসকে একবচন রূপেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি রয়েছে ঃ

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ

(যার ছায়া) ডানে ও বামে (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮) এবং

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ

আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ॥

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ যদিও আল্লাহর কতক বান্দা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে তাঁর শরীক স্থাপন করেছে এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক), তথাপি তিনি এ সবকিছু হতে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ তিনি সেই প্রভু যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা

হয়েছিল এবং মাটিই তাঁর গোশত ও চামড়ার আকার ধারণ করেছিল। অতঃপর তাঁরই মাধ্যমে মানবকে সৃষ্টি করে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, প্রথম **اَجَل** দ্বারা দুনিয়ার সময়কাল এবং **اَجَلٍ مُّسَمًّى** দ্বারা মানুষের জীবন হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/২৫৭) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), আতিয়্যিয়া (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/২৫৬-২৫৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **ثُمَّ قَضَى أَجَلاً** এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর জীবনকাল এবং **وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ** এর অর্থ হচ্ছে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময় কাল। (তাবারী ১১/২৫৬) এটা যেন আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তি হতেই গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى

'আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম করে থাক তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; *অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন।'* (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬০) অর্থাৎ তোমরা সে সময় নিদ্রিত অবস্থায় থাক এবং সেটা হচ্ছে আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার রূপ। তারপর তোমরা জেগে ওঠ, তখন যেন তোমরা তোমাদের সঙ্গী সাথীদের কাছে ফিরে আস। আর তাঁর **عِنْدَهُ** এই উক্তির অর্থ এই যে, ঐ সময়টা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেহ জানেনা। যেমন তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ

এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ কথা বুঝেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا. فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে? এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪২-৪৪)

এর পরের আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, **وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ** আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আল্লাহ তিনিই, তিনি তোমাদের প্রকাশ্য কথা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন এবং গোপন কথা সম্পর্কেও তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, আর তোমরা যা কিছু করছ সেটাও তিনি সম্যক অবগত। আসমান ও যমীনে একমাত্র আল্লাহকেই মান্য করা হয় এবং তাঁরই ইবাদাত করা হয়। আকাশে যেসব মালাক রয়েছে ও যমীনে যেসব মানুষ রয়েছে সবাই তাঁকে মা'বূদ বলে স্বীকার করছে। তাঁকে তারা 'আল্লাহ' বলে ডাকছে। কিন্তু জিন ও মানুষের মধ্যে যারা কাফির তারা তাঁকে ভয় করেনা। আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ

তিনিই মা'বূদ নভোমন্ডলের, তিনিই মা'বূদ ভূতলের। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৪) এই উক্তিরও ভাবার্থ এটাই যে, আসমানে এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুরই তিনি মালিক ও আরাধ্য/আল্লাহ। এর উপর ভিত্তি করেই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের গোপন কথাও জানেন এবং প্রকাশ্য কথাও জানেন।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তোমাদের সমস্ত কথা জানেন এবং তোমরা যা কিছু কর সেই সংবাদ তিনি রাখেন।

৪। আর তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের নিকট তাদের রবের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোন নিদর্শনই আসুক না কেন, তা হতেই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٤. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ
৫। সুতরাং তাদের নিকট যখন সত্য বাণী এসেছে, ওটাও তারা মিথ্যা জেনেছে।	٥. فَقَدْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا

অতএব অতি সত্বরই তাদের নিকট সেই বিষয়ের সংবাদ এসে পৌঁছবে, যে ব্যাপারে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।	جَآءَهُمۡ فَسَوۡفَ يَأۡتِيهِمۡ أَنۢبَٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ
৬। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু দল ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদেরকে দুনিয়ায় এমন শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দিইনি, আর আমি তাদের প্রতি আকাশ হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তাদের নিম্নভূমি হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি, কিন্তু আমার নি'আমাতের শোকর না করার পাপের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি, এবং তাদের পর অন্য নতুন নতুন জাতি ও সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্টি করেছি।	٦. أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٖ مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَا لَمۡ نُمَكِّن لَّكُمۡ وَأَرۡسَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡهِم مِّدۡرَارٗا وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَنۡهَٰرَ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمۡ فَأَهۡلَكۡنَٰهُم بِذُنُوبِهِمۡ وَأَنشَأۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا ءَاخَرِينَ

মূর্তিপূজকদের ঔদ্ধত্যতার জন্য হুশিয়ারী

মুশরিক ও কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ যখনই তাদের কাছে আল্লাহর কোন আয়াত আসে অর্থাৎ কোন মু'জিযা বা আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদের উপর কোন স্পষ্ট দলীল অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার কোন নিদর্শন এসে পড়ে তখন তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওটাকে মোটেই গ্রাহ্য করেনা। আর যখন তাদের কাছে সত্য কথা এসে যায় তখন তারা তা অস্বীকার করতে শুরু করে। এর পরিণাম তারা সত্বরই জানতে পারবে। এটা তাদের জন্য কঠিন হুমকি স্বরূপ। কেননা

তারা সত্যকে মিথ্যা জেনেছে। সুতরাং এখন এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম তাদেরকে অবশ্যই ভূগতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যে, أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, যারা তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল এবং শাসন ক্ষমতাও লাভ করেছিল, আর সংখ্যার দিক দিয়েও তারা অধিক ছিল, তাদেরকেও তিনি শাস্তি থেকে রেহাই দেননি। এটা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, ঐরূপ শাস্তি তাদের উপরও আসতে পারে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু কাওমকে ধ্বংস করেছি? অথচ তারা দুনিয়ায় বিরাট শক্তির অধিকারী ছিল! তাদের মত ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি এবং শান-শওকত তোমরা লাভ করতে পারনি। আমি তাদের উপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করতাম। তাদেরকে আমি বাগ-বাগিচা, ঝরণা এবং নদ-নদী প্রদান করেছিলাম। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখা। অতঃপর তাদের পাপের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ তাদের স্থলে অন্য কাওমকে এনে বসিয়েছি। পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের কর্মফলের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়! তাদের পরবর্তী লোকেরাও কিন্তু তাদের মতই আমল করে, ফলে তাদের মত তারাও হালাক হয়ে যায়। অতএব, হে লোকসকল! তোমরাও ভয় কর, নতুবা তোমাদের পরিণতিও তাদের মতই হবে। তোমাদেরকে ধ্বংস করা তাদের তুলনায় আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন কাজ নয়। তোমরা যে রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ তিনিতো তাদের রাসূল অপেক্ষা বেশি মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য স্বীকার না কর তাহলে তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

৭। যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা নিজেদের হাত দ্বারা স্পর্শও করত; তবুও কাফির ও অবিশ্বাসী	٧. وَلَوۡ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ كِتَٰبٗا فِي قِرۡطَاسٖ فَلَمَسُوهُ بِأَيۡدِيهِمۡ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ

লোকেরা বলত ঃ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।	إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ
৮। আর তারা বলে থাকে, তাদের কাছে কোন মালাক কেন পাঠানো হয়না? আমি যদি প্রকৃতই কোন মালাক অবতীর্ণ করতাম তাহলে যাবতীয় বিষয়েরই চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যেত, অতঃপর তাদেরকে কিছুমাত্রই অবকাশ দেয়া হতনা।	٨. وَقَالُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ
৯। আর যদি কোন মালাককেও (ফেরেশতাকেও) রাসূল করে পাঠাতাম তাহলে তাকে মানুষ রূপেই পাঠাতাম; এতেও তারা ঐ সন্দেহই করত, যে সন্দেহ ও প্রশ্ন এখন তারা করছে।	٩. وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ
১০। তোমার পূর্বে যে সব নাবী রাসূল এসেছিল, তাদের সাথেও ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছে, ফলতঃ এই সব ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পরিণাম ফল বিদ্রুপকারী-দেরকেই পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল।	١٠. وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
১১। তুমি বল ঃ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠ পরিভ্রমণ কর, অতঃপর সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে তা গভীর অভিনিবেশ	١١. قُلْ سِيرُوا فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ

সহকারে লক্ষ্য কর।	ٱلْمُكَذِّبِينَ

দীনকে অস্বীকার করার ব্যাপারে কাফিরদের স্বরূপ উন্মোচন

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিরোধিতা, অহংকার এবং তর্ক-বিতর্কের সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ যদি তোমাদের উপর আমি কাগজে লিখিত কোন কিতাবও অবতীর্ণ করতাম, আর তোমরা তা হাত দ্বারা স্পর্শও করতে এবং আকাশ হতে অবতীর্ণ হতেও দেখতে পেতে তাহলে তখনও তোমরা এ কথাই বলতে যে, এটা সরাসরি যাদু। তাদের তর্কপ্রিয় স্বভাবের চাহিদা এটাই যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪-১৫) কিংবা যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ

তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলেও বলবে ঃ এটাতো এক পুঞ্জীভুত মেঘ। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৪)

وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ অতঃপর তাদের 'আমাদের কাছে কোন মালাক/ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয়না কেন?' এই উক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ঐরূপ হলেতো কাজের ফাইসালা হয়েই যেত। কেননা وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ মালাককে দেখার পরেও তারা যাদুর কথাই বলত। কিন্তু তখন আর তাদেরকে সঠিক পথে আসার জন্য অবকাশই দেয়া হতনা,

বরং তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহর আযাবে পতিত হত। সুতরাং ওটা তাদের জন্য মোটেই সুসংবাদ নয়। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا۟ إِذًا مُّنظَرِينَ

আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৮)

يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ

যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ যদি আমি মানব রাসূলের সাথে কোন মালাককে প্রেরণও করতাম তাহলে সেও তাদের কাছে মানুষ রূপেই আসত যাতে তারা তার সাথে আলাপ করতে পারে বা তার থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে। আর যদি এরূপ হত তাহলে ব্যাপারটা তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেত, যেমন তারা মানব রাসূলের ব্যাপারে সন্দেহ করছে। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل لَّوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَـٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا

বল ঃ মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাইকাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৫) এটা আল্লাহর রাহমাত যে, যখন তিনি মাখলূকের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করে থাকেন, যাতে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারে এবং সেই রাসূল থেকে উপকার লাভ করা ঐ লোকদের জন্য সহজ হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) যাহহাক (রহঃ) বলেন

যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত (৬ ঃ ৯) সম্পর্কে বলেছেন ঃ তাদের প্রতি যদি মালাইকাও পাঠানো হত তাহলে তাকেও মানুষের আকৃতিতেই পাঠানো হত। কারণ মালাইকার নূরের দীপ্তির প্রখরতার কারণে দুনিয়ার মানুষের পক্ষে তাদেরকে অবলোকন করা সম্ভব হতনা। নতুবা (মালাক পাঠালে) মালাকের ঔজ্জ্বল্যের কারণে তার দিকে তারা তাকাতেও পারতনা এবং এর ফলে ব্যাপারটা তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেত। (তাবারী ১১/২৬৮) আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ আর হে নাবী! তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেওতো এইরূপ উপহাসমূলক ব্যবহার করা হয়েছিল। তারা তাদেরকে বিদ্রূপ ও উপহাস করেছিল বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলা হচ্ছে, যদি কেহ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমি মোটেই গ্রাহ্য করনা। অতঃপর মু'মিনদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে ভাল পরিণামের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। পরিশেষে তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে দেখ যে, অতীতে যারা তাদের নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের বাসভূমি কিভাবে ধ্বংস হয়েছে! আজ তাদের বাড়ী ঘরের চিহ্নটুকু শুধু বাকী রয়েছে। এটা তাদের পার্থিব শাস্তি। অতঃপর পরকালে তাদের জন্য পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তারা ঐরূপ শাস্তির কবলে পতিত হবে বটে, কিন্তু রাসূল ও মু'মিনদেরকে ঐ শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে।

১২। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও ধরাধামে অবস্থিত যা কিছু রয়েছে তার মালিক কে? তুমি বল ঃ তা সবই আল্লাহর মালিকানায়, অনুগ্রহ করা তিনি তাঁর নীতি বলে গ্রহণ করেছেন, তিনি তোমাদের সকলকে কিয়ামাত দিবসে অবশ্যই সমবেত	١٢. قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ

করবেন যে দিন সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই; যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ফেলেছে তারাই বিশ্বাস করেনা।	ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
১৩। রাতের অন্ধকারে এবং দিনের আলোয় যা কিছু বসবাস করে ও বর্তমান রয়েছে তা সব কিছুই আল্লাহর। তিনি সব কিছুই শোনেন ও জানেন।	١٣. وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
১৪। বল ঃ আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কেহকেও আমার অভিভাবক রূপে গ্রহণ করব, যিনি হলেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি রিয্ক দান করেন, কিন্তু কারও রিয্ক গ্রহণ করেননা। তুমি বল ঃ আমাকে এই আদেশই করা হয়েছে যে, আমি সকলের আগেই ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সামনে মাথা নত করে দিব। আর তুমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়োনা।	١٤. قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১৫। তুমি বল ঃ আমি আমার রবের অবাধ্য হলে, আমি মহাবিচারের দিনের শাস্তির ভয় করছি।	١٥. قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

১৬। সেদিন যার উপর হতে শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য মহাসাফল্য।	١٦. مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ

আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সবার আহারদাতা

জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুর মালিক এবং তিনি নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহকে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা মাখলূককে সৃষ্টি করার পর লাউহে মাহফূযে লিখে দেন 'আমার রাহমাত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত থাকবে।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২১০৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ অবশ্যই তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। তিনি নির্ধারিত দিনে তাঁর সকল বান্দাকে একত্রিত করবেন। মু'মিনদের মনেতো এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু কাফিরদের এতে সন্দেহ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইয্যাতের শপথ করে বলেন যে, তিনি তাঁর বান্দা-বান্দীদেরকে এক জায়গায় সমবেত করবেন কিয়ামাত দিবসে।

إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

আমি তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছি (নির্ধারিত দিন)। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৫০) তাঁর মু'মিন বান্দাদের মনে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা এটা অস্বীকার করে কিংবা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তারা রয়েছে বিভ্রান্তিতে। বলা হচ্ছে ঃ

الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ফেলেছে, তারাই ঈমান আনেনা এবং পরকাল সম্পর্কে ভয় রাখেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাতে এবং দিবাভাগে যা কিছু বসবাস করে সব কিছুই আল্লাহর ব্যবস্থাপনায়, তাঁর ক্ষমতাধীন এবং ইচ্ছাধীন রয়েছে। তিনি বান্দাদের সমস্ত কথাই শোনেন এবং তাদের সম্পর্কে সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি তাদের অন্তরের কথা সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

অতঃপর তাঁর যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান একাত্মবাদ এবং সুদৃঢ় শারীয়াত প্রদান করা হয়েছে তাঁকে তিনি সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ তুমি লোকদেরকে সিরাতে মুসতাকীমের দিকে আহ্বান কর এবং তাদেরকে বলে দাও ঃ আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কেহকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু রূপে গ্রহণ করব? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّيٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَٰهِلُونَ

বল ঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করতে বলছ? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৪) ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি বিনা নমুনায় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং আমি এইরূপ মা'বূদকে বাদ দিয়ে অন্য কারও কিরূপে ইবাদাত করতে পারি? তিনি সকলকে খাওয়ান, তিনি নিজে খাননা, তিনি বান্দার মুখাপেক্ষী নন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৬) কেহ কেহ *'লা-য়্যুৎআমু'* শব্দটিকে *'লা-য়্যাৎআমু'* পড়েছেন, অর্থাৎ তিনি সবাইকে খাদ্য প্রদান করেন, কিন্তু তিনি নিজে কিছুই খাননা। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কুবা এলাকার একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দা'ওয়াত করেন। তাঁর সাথে আমরাও গমন করি। খাওয়া শেষে তিনি বললেন ঃ

সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি খাওয়ান অথচ নিজে খাননা, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আমাদেরকে পথ নির্দেশ করেন, আমাদেরকে খাওয়ান, পান করান এবং আমাদের নগ্ন দেহে কাপড় পরান এবং সব ধরনের সুবিধা প্রদান করেন। সুতরাং আমরা সেই আল্লাহকে ছাড়তে পারিনা, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারিনা এবং আমরা তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষীও

থাকতে পারিনা। তিনি আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়েছেন, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর করেছেন এবং সমস্ত মাখলূকের উপর আমাদের মর্যাদা দান করেছেন।' (নাসাঈ ৬/৮২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ হে নাবী! তুমি বল, আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন সর্ব প্রথম মুসলিম হই এবং শির্ক না করি। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে ভীষণ দিনের কঠিন শাস্তির আমার ভয় রয়েছে। কিয়ামাতের দিন যার উপর থেকে আল্লাহর শাস্তি সরিয়ে দেয়া হবে, তার প্রতি ওটা তাঁর অনুগ্রহই বটে, আর ওটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৫) আর সফলতা হচ্ছে উপকার লাভ করা এবং ক্ষতি হতে বেঁচে থাকা।

১৭। আল্লাহ যদি কারও ক্ষতি সাধন করেন তাহলে তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেহ নেই, আর যদি তিনি কারও কল্যাণ করেন, তাহলে আল্লাহ সেটাও করতে পারেন, (কেননা) তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।	١٧. وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
১৮। তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।	١٨. وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ
১৯। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি গণ্য? তুমি বলে দাও ঃ আমার ও	١٩. قُلْ أَىُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ

তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী, আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। বাস্তবিকই তোমরা কি এই সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ রয়েছে? তুমি বল ঃ আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারিনা। তুমি ঘোষণা কর ঃ তিনিই একমাত্র ইলাহ, আর তোমরা যে শির্‌কে লিপ্ত রয়েছ, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই।	شَهَٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
২০। যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা রাসূলকে এমনভাবে জানে ও চিনে, যেরূপ তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে জানে ও চিনে, কিন্তু যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছে তারা ঈমান আনবেনা।	٢٠. ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۘ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
২১। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে?	٢١. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ

এরূপ যালিম লোক কক্ষণই সাফল্য লাভ করতে পারবেনা।	ٱلظَّٰلِمُونَ

আল্লাহকে বাধা দেয়ার কেহ নেই, তিনিই লাভ ক্ষতির মালিক

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি লাভ ও ক্ষতির মালিক। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থাপনা চালিয়ে থাকেন। তাঁর নির্দেশকে না কেহ পিছনে সরাতে পারে, না তাঁর মীমাংসাকে কেহ বাধা প্রদান করতে পারে। وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ যদি তিনি অকল্যাণ ও অমঙ্গলকে থামিয়ে দেন তাহলে সেটা কেহ চালু করতে পারেনা। পক্ষান্তরে যদি তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলকে চালু করেন তাহলে তা'ও কেহ থামাতে পারেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেহ ওটা নিবারন করতে পারেনা এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে অতঃপর কেহ ওর উম্মুক্তকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা কেহ রোধ করার নেই, আর তুমি যা দিতে না চাও তা কেহ দিতে পারেনা এবং কারও ধন-সম্পদ কিংবা মর্যাদা তাকে তোমার কাছ থেকে বাঁচাতে পারেনা। (ফাতহুল বারী ২/৩৭৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ তিনি সেই আল্লাহ যাঁর জন্য মানুষের মাথা নুয়ে পড়েছে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর জয়যুক্ত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার

সামনে সব কিছুই নতি স্বীকার করেছে। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। তিনি বস্তুসমূহের অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে মূল্যহীন, তারা তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা, ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার কোন শক্তি রাখেনা। তিনি কিছু প্রদান করলে ওর প্রাপককেই প্রদান করে থাকেন এবং কিছু বন্ধ রাখলে যে প্রাপক নয় তার থেকেই তা বন্ধ রাখেন। তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য?

قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে উত্তরে বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি এবং তাকেও ভয় দেখাই যার নিকট এই কুরআনের বাণী পৌঁছবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, ইসলামের দা'ওয়াত সে এমনভাবে দিবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন এবং এমনভাবে ভয় প্রদর্শন করবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ 'ওহে মুশরিকরা! তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য মা'বূদ রয়েছে? তুমি বলে দাও, এরূপ সাক্ষ্য আমি দিতে পারিনা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ

তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ হে নাবী! তুমি ঘোষণা করে দাও যে, তিনিই একমাত্র মা'বূদ, আর তোমরা যে শির্‌কে লিপ্ত রয়েছ, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই।

আহলে কিতাবরা রাসূলকে (সাঃ) তেমনভাবে চিনে যেমনভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা এই কুরআনকে এমন উত্তম রূপে জানে যেমন উত্তম রূপে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে জানে। কেননা তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নাবীগণের সংবাদ রয়েছে। তাঁরা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্ব লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর গুণাবলী, তাঁর দেশ, তাঁর হিজরাত, তাঁর উম্মাতের গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়ে গেছেন। এ জন্যই এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তারা ঈমান আনবেনা।' অথচ ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার যে, নাবীগণ তাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন এবং প্রাচীন যুগ থেকে তাঁর নাবুওয়াত ও আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। বলা হচ্ছে ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? অর্থাৎ তার চেয়ে বড় যালিম আর কেহই হতে পারেনা। এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ এরূপ আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপকারী এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবেনা।

২২। সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য যেদিন আমি সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা আমার সাথে শির্‌ক করেছে তাদেরকে আমি বলব ঃ যাদেরকে তোমরা মা'বূদ বলে ধারণা করতে তারা এখন কোথায়?	٢٢. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

২৩। তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা।	٢٣. ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ
২৪। লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা মা'বূদ মনোনীত করেছিল তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।	٢٤. ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ
২৫। তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে তোমার কথা শুনে থাকে, অথচ গ্রহণ করেনা। তোমার কথা যাতে তারা ভাল রূপে বুঝতে না পারে সেজন্য আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি এবং তাদের কর্ণে কঠিন ভার (বধিরতা) অর্পন করেছি। তারা যদি সমস্ত নিদর্শনও অবলোকন করে তবুও তারা ঈমান আনবেনা, এমনকি যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তোমার সাথে অর্থহীন বির্তক জুড়ে দেয়, আর তাদের কাফির লোকেরা (সব কথা শোনার পর) বলে ঃ এটা প্রাচীন	٢٥. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا۟ بِهَا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

কালের লোকদের কিস্‌সা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।	
২৬। তারা নিজেরাতো তা থেকে বিরত থাকে, অধিকন্ত লোকদেরকেও তারা তা থেকে বিরত রাখতে চায়; বস্তুতঃ তারা ধ্বংস করছে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই অথচ তারা অনুভব করছেনা।	٢٦. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

কাফিরদেরকে তাদের শির্‌ক করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا আমি যখন কিয়ামাতের দিন তাদেরকে একত্র করব তখন তাদেরকে ঐসব মূর্তি/প্রতিমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করব আল্লাহকে ছেড়ে তারা যেগুলোর উপাসনা করত। তিনি বলবেন ঃ

أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমরা যেসব মূর্তিকে শরীক করতে সেগুলো আজ কোথায়? অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

আর সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ তাদের ওযর-আপত্তি ও দলীল শুধুমাত্র এতটুকুই হবে যে, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (তাবারী ১১/২৯৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ লোকদের সম্পর্কে বলছেন ঃ

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা মা'বূদ মনোনীত করেছিল, তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। একই ধরণের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় আর একটি আয়াতে ঃ

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ. مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَٰفِرِينَ

এরপর তাদেরকে বলা হবে ঃ কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে ঃ তারাতো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে, বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ কাফিরদের বিভ্রান্ত করেন। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৭৩-৭৪)

হতভাগারাই শুধু কুরআন থেকে উপকার লাভ করেনা

ইরশাদ হচ্ছে, وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে তোমার (মুহাম্মাদ সঃ) কথা (কুরআন তিলাওয়াত) শোনে থাকে। তাদের দুষ্কর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا তারা যদি সমস্ত আয়াত ও প্রমাণাদীও অবলোকন করে তথাপি তারা ঈমান আনবেনা। তারা অহী শোনানোর জন্য এসে থাকে, কিন্তু এই শোনায় তাদের কোনই উপকার হয়না। কারণ তাদের উপলব্ধি করার ও বিচার-বুদ্ধির কোন ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অপর এক

জায়গায় বলেন, তাদের দৃষ্টান্ত সেই চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় যে তার রাখালের শব্দ ও ডাক শোনে বটে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝেনা। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা দলীল প্রমাণাদী অবলোকন করে থাকে বটে, কিন্তু তাদের না আছে কোন বিবেক বুদ্ধি এবং না তারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করে থাকে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে কিরূপে? এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) আর যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যায় এবং বাতিল ও অযৌক্তিক কথা পেশ করে সত্যকে লোপ করে দেয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে ঃ

يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ হে মুহাম্মাদ! যেসব কথা আপনি অহীর নাম দিয়ে পেশ করছেন ওগুলিতো পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা জনগণকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা'ওয়াতকে কবূল না করতে, তাঁকে বিশ্বাস না করতে বলে এবং কুরআনের আদেশ মেনে চলতে অন্যকে বাধা প্রদান করে এবং তারা নিজেরাও দূরে সরে থাকে।

এভাবে তারা যেন দু'টি খারাপ কাজ করে থাকে। তা হল এই যে, তারা না নিজেরা উপকৃত হয়, না অন্যদেরকে উপকার লাভ করতে দেয়। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে ঃ তারা লোকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে বাধা দিত। (তাবারী ১১/৩১১) মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হানাফিইয়া (রহঃ) বলেন ঃ কুরাইশদের কাফির নেতারা লোকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসা প্রতিহত করত এবং নিরুৎসাহিত করত। (তাবারী ১১/৩১১) কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/৩১২) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ তারা নির্বুদ্ধিতা বশতঃ নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা এ কথাটা মোটেই বুঝেনা যে, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে আনছে।

২৭। তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম!	٢٧. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
২৮। যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর একান্তই যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।	٢٨. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ
২৯। তারা বলে ঃ এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবেনা।	٢٩. وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
৩০। হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দন্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা (কিয়ামাত) কি সত্য নয়? তখন তারা উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ,	٣٠. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ

আমরা আমাদের রবের (আল্লাহর) শপথ করে বলছি! এটা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাহলে তোমরা এটাকে অস্বীকার ও অমান্য করার ফল স্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।	قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

কিয়ামাত দিবসে কারও কামনা-বাসনা কোন কাজে আসবেনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, কিয়ামাতের দিন তাদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে, তারা ওতে লোহার আংটা ও শিকল দেখতে পাবে এবং ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করবে। তখন আফসোস করে বলবে ঃ

يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ হায়! পুনরায় যদি আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমরা ভাল কাজ করতাম এবং আমাদের রবের আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করতামনা। বরং ঐগুলির উপর ঈমান আনতাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ না, না, বরং কথা এই যে, কুফ্‌র, অবিশ্বাস ও বিরোধিতার যে ব্যাপারগুলো তারা অন্তরে গোপন রেখেছিল সেগুলো আজ প্রকাশ হয়ে গেল। যদিও দুনিয়া বা আখিরাতে তারা তা অস্বীকার করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ তাদের যুক্তি শুধুমাত্র এটাই যে, তারা বলে, আমরা মুশরিক ছিলামনা। লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়েছে। এর অর্থ এও হতে পারে যে, দুনিয়ায় তারা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা জানা সত্ত্বেও তাঁর উপর ঈমান আনেনি সেটা কিয়ামাতের দিন তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তখন তারা আফসোস করতে থাকবে। দুনিয়ায় কিন্তু সেটা প্রকাশ পায়নি। যেমন মূসা (আঃ) ফির'আউনকে বলেছিলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ

তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০২) আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও ফির'আউন ও তার কাওম সম্পর্কে বলেন ঃ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ তারা যা গোপন করত এখন তা প্রকাশ পেয়েছে' এর ভাবার্থ এই যে, তারা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাচ্ছে তা যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে তা নয়। বরং কিয়ামাতের দিনের শাস্তি দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েই তারা এ কথা বলছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলে সাময়িকভাবে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ।

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ আর যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোও হয় তাহলে আবারও তারা কুফরী করতেই থাকবে। তারা যে বলছে, 'আমরা আর অবিশ্বাস করবনা, বরং ঈমানদার হয়ে যাব' এ সব মিথ্যা কথা। তারা বলে ঃ এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিতও করা হবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা (অর্থাৎ কিয়ামাত) কি সত্য নয়? তারা উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ, আপনার শপথ! এটা সত্য। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে– তাহলে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, এটা কি যাদু? তোমাদেরকে কি অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়নি?

৩১। ঐ সব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা ভেবেছে। যখন সেই নির্দিষ্ট সময়টি হঠাৎ তাদের কাছে এসে পড়বে	٣١. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ

তখন তারা বলবে ঃ হায়! পিছনে আমরা কতই না দোষ ত্রুটি করেছি! তারা নিজেরাই নিজেদের বোঝা পিঠে বহন করবে। শুনে রেখ! তারা যা কিছু বহন করেছে তা কতই না নিকৃষ্টতর বোঝা!	السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ
৩২। এই পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, পরকালের জীবনই হবে তাদের জন্য উৎকৃষ্টতর। তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবেনা?	٣٢. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

এখানে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে যারা অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল না হওয়া ও তাদের নৈরাশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ

حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا

যখন কিয়ামাত হঠাৎ এসে পড়বে তখন তারা তাদের খারাপ আমলের জন্য কতই না লজ্জিত হবে! তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি সত্যের বিরোধিতা না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত! আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ তারা তাদের পাপের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে এবং যে বোঝা তারা বহন করবে সেটা কতই না জঘন্য বোঝা!

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখনই কোন পাপী ব্যক্তিকে কাবরে প্রবেশ করানো হয় তখনই এক অত্যন্ত জঘন্য প্রতিকৃতি তার কাছে এসে থাকে। ঐ প্রতিকৃতি অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণের এবং ওর পরনের কাপড় খুবই ময়লাযুক্ত। তার থেকে জঘন্য দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। সে ঐ ব্যক্তির কাবরে অবস্থান করতে থাকে। সে তাকে

দেখে বলে, 'তোমার চেহারা কতই না জঘন্য।' সে তখন বলে, 'আমি তোমার জঘন্য কাজেরই প্রতিকৃতি। সে তখন বলবে, তোমার থেকে কি বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে! বলা হবে ঃ তোমার কাজগুলো ছিল এ রকমই দুর্গন্ধময়।' পাপী কাফির বলবে, তোমার পোশাক কি বিশ্রী নোংরা। তখন সে বলবে, তোমার (দুনিয়ার) আমলতো ছিল আরও নোংরা। সে বলবে ঃ 'তুমি কে?' সেই প্রতিকৃতি উত্তরে বলবে ঃ 'আমি তোমারই আমল।' অতঃপর সে কিয়ামাত পর্যন্ত তার সাথে তার কাবরেই অবস্থান করবে। কিয়ামাতের দিন সে তাকে বলবে ঃ 'দুনিয়ায় আমি তোমাকে কাম ও উপভোগের আকারে বহন করে এসেছি। আজ তুমিই আমাকে বহন করবে।' অতঃপর তার আমলের প্রতিকৃতি তার পিঠের উপর সাওয়ার হয়ে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। (তাবারী ১১/৩২৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালই হচ্ছে মঙ্গলময়।

৩৩। তাদের কথাবার্তায় তোমার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি, তারা শুধুমাত্র তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেনা, বরং এই পাপিষ্ঠ যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকেও অস্বীকার ও অমান্য করছে।	٣٣. قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ
৩৪। তোমার পূর্বে বহু নাবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর আদেশকে	٣٤. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ

পরিবর্তন করার কেহ নেই। তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন নাবীর কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনীতো পৌঁছে গেছে।	وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟ ٱلْمُرْسَلِينَ
৩৫। আর যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা সহ্য করা তোমার কাছে কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে ক্ষমতা থাকলে মাটির কোন সুড়ঙ্গ পথ অনুসন্ধান কর অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে দাও; অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর সমবেত করতেন। সুতরাং তুমি অবুঝদের মত হয়োনা।	٣٥. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ
৩৬। যারা শুনে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তারা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।	٣٦. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

কাফিরেরা নাবীর (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করায় আল্লাহর সান্ত্বনা প্রদান

লোকেরা যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগেছে সে জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বলেন ঃ

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ হে নাবী! তাদের তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এর ফলে তোমার দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৩) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৬) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ নিশ্চয়ই তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেনা, বরং এই যালিমরা আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তারা তোমার উপর মিথ্যা বলার অপবাদ দিচ্ছেনা, বরং প্রকৃতপক্ষে এই অত্যাচারী লোকেরা সত্যের বিরোধিতা করে আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আবূ জাহল, আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব এবং আখনাস ইব্ন সুরাইখ রাতে গোপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাত শোনার জন্য আগমন করে। কিন্তু তারা একে অপরের খবর জানতনা। তিনজনই সকাল পর্যন্ত কুরআন শুনতে থাকে। সকালের আলো প্রকাশিত হয়ে উঠলে তারা বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পথে তিনজনেরই সাক্ষাৎ ঘটে। তারা তখন একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঃ 'কি উদ্দেশে এসেছিলে?' তারা প্রত্যেকেই তাদের আগমনের উদ্দেশের কথা বলে দেয়। অতঃপর তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর তারা এ কাজে আসবেনা। কেননা হতে পারে যে, তাদের দেখাদেখি কুরাইশদের যুবকরাও আসতে শুরু করবে এবং তারা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাবে। দ্বিতীয় রাতে প্রত্যেকেই ধারণা করে যে, ওরা দু'জনতো আসবেনা। সুতরাং কুরআন কারীম

শুনতে যাওয়া যাক। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সবাই এসে যায় এবং ফিরার পথে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে একে অপরকে তিরস্কার করে এবং পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করে। তৃতীয় রাতেও তারা তিনজনই আসে এবং সকালে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। এবার তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর কখনও কুরআন শুনতে আসবেনা। দিনের বেলা আখনাস ইব্ন শুরাইক আবূ সুফইয়ান সাখর ইব্ন হারবের কাছে গমন করে এবং বলে ঃ 'হে আবূ হানযালা! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যে কুরআন শুনেছ সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি?' উত্তরে আবূ সুফইয়ান বললেন ঃ 'হে আবূ সা'লাবা! আল্লাহর শপথ! আমি এমন কিছু শুনেছি যা আমার নিকট খুবই পরিচিত এবং ওর ভাবার্থও আমি ভালভাবে বুঝেছি। আবার এমন কিছুও শুনেছি যা আমি জানিওনা এবং ওর ভাবার্থও বুঝতে পারিনি।' তখন আখনাস বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমার অবস্থাও তদ্রূপ।' এরপর আখনাস সেখান থেকে ফিরে এসে আবূ জাহলের নিকট গমন করে এবং তাকে বলে, হে আবুল হাকাম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যা কিছু শুনেছ সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তখন আবূ জাহল বলল, 'গৌরব লাভের ব্যাপারে আমরা আবদে মানাফের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রয়েছি। তারা দা'ওয়াত করলে আমরাও দা'ওয়াত করি। তারা দান খাইরাত করলে আমরাও করি। যখন তাদের সাথে আমরা হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছি, এমন সময় তারা দাবী করেছে যে, তাদের কাছে আল্লাহর নাবী রয়েছেন এবং তাঁর কাছে আকাশ থেকে অহী আসে, আমরাতো এ কথার উত্তরে নতুন কিছু বলতে পারছিনা। সুতরাং আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও ওর উপর ঈমান আনবনা এবং তাঁর নাবুওয়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করবনা।' আখনাস এ কথা শুনে সেখান থেকে চলে যায়। (ইব্ন হিশাম ১/৩৩৭) ইব্ন হিশাম (রহঃ) বলেন যে, বর্ণনার ক্রমধারা থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ বর্ণনাটি সঠিক নয়।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ ... أَتَاهُمْ نَصْرُنَا এই আয়াতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়েছে যেমনভাবে তাঁর পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও সাহায্য করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কাওমের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও তাদের কষ্ট পৌঁছানোর পরে তাঁদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, পরিণাম তাঁদেরই ভাল হবে। এমন কি দুনিয়ায়ও তাঁদের উপর আল্লাহর সাহায্য নেমে এসেছিল। আর পরকালের সাহায্যতো অবধারিত রয়েছেই। এই জন্যই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন

নেই এবং সাহায্যের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই পূরা করা হবে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৭১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ হে নাবী! অবশ্যই তোমার কাছে রাসূলদের খবর এসেছে। তাদেরকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের উপর রাসূলদেরকে জয়যুক্ত করা হয়েছিল, আর তাদের জীবনীতে তোমার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ তাদেরকে এড়িয়ে চলা যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে তুমি এর কোন প্রতিকার করতে পারবে কি? ভূপৃষ্ঠে সুড়ঙ্গ তৈরি কর এবং সেখান থেকে তাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশাবলী বের করে নিয়ে এসো অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে উঠে যাও এবং সেখানে কোন নিদর্শন অনুসন্ধান কর, আর তা তাদের কাছে পেশ কর। (তাবারী ১১/৩৩৮)

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ এরূপ করলেও তারা ঈমান আনবেনা। চাইলে আল্লাহ তাদের সকলকে ঈমানের উপর একত্রিত করতেন। সুতরাং হে নাবী! কথা বুঝার চেষ্টা কর। অযথা দুঃখ করনা এবং মূর্খদের মত হয়োনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯) এই আয়াত (৬ ঃ ৩৪) সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত লোকই যেন ঈমান আনে এবং হিদায়াতের

অনুসারী হয়ে যায় এই চেষ্টাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, যার ভাগ্যে পূর্বেই ঈমান লিপিবদ্ধ রয়েছে একমাত্র সেই ঈমান আনবে। (তাবারী ১১/৩৪০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ যারা মনোযোগ দিয়ে শোনে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দিবে এবং সত্য অনুধাবন করবে।

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭০)

وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। مَوْتَى দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে, কেননা তাদের অন্তর মৃত। এ জন্য জীবিতাবস্থায়ই তাদেরকে মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দেহের মরে যাওয়ার সাথে সাদৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা।

৩৭। তারা বলে ঃ রবের পক্ষ হতে তার প্রতি কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হলনা? তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শন অবতীর্ণ করায় আল্লাহ নিঃসন্দেহে পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জ্ঞাত নয়।	٣٧. وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৩৮। ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে	٣٨. وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ

কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।	أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
৩৯। আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত মূক ও বধির, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের সরল সহজ পথের সন্ধান দেন।	٣٩. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

কাফিরদের মু'জিযা চাওয়া

মুশরিকদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে, তারা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! আমাদের চাহিদা অনুযায়ী কোন নিদর্শন বা অলৌকিক জিনিস আল্লাহ আপনার উপর অবতীর্ণ করেননা কেন? যেমন যমীনে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। তারা আরও বলত ঃ

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯০) তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ হে মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও যে, আল্লাহতো এই কাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু এর বিলম্বে দূরদর্শিতা রয়েছে। তা এই যে, যদি তাদের চাহিদা অনুযায়ী মহান আল্লাহ কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করেন এবং এর পরেও তারা ঈমান না আনে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের উপর তাঁর শাস্তি নেমে আসবে, মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে অবসর দেয়া হবেনা। যেমন পূর্ববর্তী উম্মাতদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করা হয়েছিল।

আহলে ছামূদের দৃষ্টান্ততো তোমাদের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে নিদর্শনও দেখাতে পারি। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্ম করেছিল; আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৪)

'উমাম' أُمَمٌ শব্দের অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم অর্থাৎ হে মুশরিকের দল! ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী জীব-জন্তু এবং আকাশে উড্ডীয়মান পাখিও তোমাদের মতই বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এইসব জীব-জন্তু ও পাখির কতগুলি প্রকার রয়েছে যেগুলির নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। (তাবারী ১১/৩৪৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, পাখিও একটি উম্মাত এবং মানব-দানবও এক একটি উম্মাত। এইসব উম্মাতও তোমাদের মতই আল্লাহর সৃষ্টজীব। (তাবারী ১১/৩৪৫)

... مَا فَرَّطْنَا সমস্ত জীবেরই আল্লাহ খবর রাখেন। কেহকেও আহার্য দান করতে তিনি ভুলে যাননা। তা পানিতেই চলাচল করুক অথবা স্থলে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) অর্থাৎ তিনি ঐ সব প্রাণীর নাম, সংখ্যা,

বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। এমন কি ওগুলির অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

এমন কতক জীব জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখেনা; আল্লাহই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২৯ ঃ ৬০)

ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রভুর নিকট সমবেত করা হবে। অর্থাৎ এই সমুদয় উম্মাতেরই মৃত্যু সংঘটিত হবে। ইব্ন আববাস (রাঃ) বলেন যে, চতুস্পদ জন্তুর মৃত্যুই ওদের হাশর হওয়া। এই সম্পর্কে অন্য একটি উক্তি এও রয়েছে যে, এই চতুস্পদ জন্তুগুলোকেও কিয়ামাতের দিন পুনরায় উঠানো হবে। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ

এবং যখন বন্য পশুগুলি একত্রীকৃত হবে। (সূরা তাকউইর, ৮১ ঃ ৫)

إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ চতুস্পদ জন্তু, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণী এবং পাখীসমূহকেও উপস্থিত করবেন। প্রত্যেকেই অপর হতে নিজ নিজ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওগুলিকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা সব ধূলা-বালি হয়ে যাও! সেই সময় কাফিরেরাও আফসোস করে বলবে ঃ

يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًا

হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৪০) (তাবারী ১১/৩৪৭)

কিয়ামাতের মাইদানে অবিশ্বাসীরা থাকবে মূক ও বধির

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে বধির ও মূকদের মত, আর তারা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা এবং শুনতেও পাচ্ছেনা। এমতাবস্থায় এই লোকগুলি সঠিক ও সোজা রাস্তার উপর কিভাবে চলতে পারে?

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল, অতঃপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হল, তখন আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না। তারা বধির, মূক, অন্ধ। অতএব তারা প্রত্যাবৃত্ত হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭-১৮)

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতি নেই। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সোজা সরল পথের উপর পরিচালিত করেন।'

৪০। তুমি তাদেরকে বল ঃ তোমরা যদি নিজেদের আদর্শে সত্যবাদী হও তাহলে চিন্তা করে দেখ, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামাত দিবস এসে উপস্থিত হয় তখনও কি তোমরা আল্লাহ	٤٠. قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

ব্যতীত অন্য কেহকে ডাকবে?	
৪১। বরং তাঁকেই তোমরা ডাকতে থাকবে। অতএব যে বিপদের জন্য তোমরা তাঁকে ডাকছ, ইচ্ছা করলে তিনি তা তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন, আর যাদেরকে তোমরা অংশী করেছিলে তাদের কথা ভুলে যাবে।	٤١. بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ
৪২। আর আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি, আমি তাদের প্রতি ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও রোগ ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা নম্রতা প্রকাশ করে আমার সামনে নতি স্বীকার করে।	٤٢. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
৪৩। সুতরাং তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি এসে পৌঁছল তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করলনা? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে পড়ল, আর শাইতান তাদের কাজকে তাদের চোখের সামনে সুশোভিত করে দেখাল।	٤٣. فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
৪৪। অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির	٤٤. فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ

জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল।	شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ
৪৫। অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে ফেলা হল, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই জন্য।	٤٥. فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

কাফিরেরাও তাদের বিপদের সময় শুধু আল্লাহকেই ডাকে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে সর্ব প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম। না কেহ তাঁর কোন হুকুম পরিবর্তন করতে পারে, না তাঁর নির্দেশকে পিছনে ফেলতে পারে। তিনি এমন যার কোন শরীক নেই। যদি তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হয় তাহলে ইচ্ছা করলে তিনি তা কবূল করেন। তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তোমরা বল তো, যদি হঠাৎ করে কিয়ামাত এসে পড়ে কিংবা আকস্মিকভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে যায় তাহলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ডাকবে কি? কেননা তোমরা জান যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহ এই শাস্তি সরাতে পারেনা। যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকেও মা'বূদ বলে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে চিন্তা করে দেখ, তখনতো তোমরা আল্লাহকেই ডাকতে থাকবে। অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলে ঐ শাস্তি সরিয়ে দিবেন। ঐ সময় তোমরা ঐসব অংশীদার ও মূর্তি/প্রতিমাকে ভুলে যাবে।

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের নিকটেও আমি নাবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম। যখন তারা নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তখন আমি তাদেরকে ক্ষুধা ও সংকীর্ণতার শাস্তি তে জড়িয়ে ফেলি এবং ব্যাধি ও রোগ যন্ত্রণা দিতে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেন একমাত্র আমাকেই ডাকতে থাকে এবং আমার কাছে বিনয় ও হীনতা প্রকাশ করে। আমি যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি তখন তারা আমার নিকট বিনয়ী হয়না কেন? কথা এই যে, তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। তাই কোন কিছুই তাতে ক্রিয়াশীল হয়না। শাইতান তাদের শির্ক ও বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপকে তাদের চোখে শোভনীয় করে তুলেছে। সুতরাং তারা যখন আমার সতর্কবাণীকে ভুলে গেছে এবং ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে, আমি তখন তাদের জীবিকার দরজাকে পূর্ণভাবে খুলে দিয়েছি, যেন তাদের রশি আরও ঢিল হয়ে যায়। তারা যখন আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে পার্থিব সুখ-শান্তিতে মেতে উঠেছে এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে পড়ে আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে, এমতাবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি নেমে এসেছে কিংবা তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'যার জীবিকা প্রশস্ত হয়ে যায় সে এ কথা চিন্তাই করেনা যে, এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটা পরীক্ষামূলক নীতি, পক্ষান্তরে যার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায় সেও এটা চিন্তা করেনা যে, তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং অবকাশ দেয়া হচ্ছে। কা'বার প্রভুর শপথ! যখন আল্লাহ তা'আলা পাপীকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করেন তখন তাকে তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিতে ডুবিয়ে দেন।' (দুররুল মানসুর ৩/২৭০, ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১২৯১)

৪৬। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে	٤٦. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ

নেন এবং তোমাদের মনের কপাটে তালা লাগিয়ে মোহর এটে দেন তাহলে এই শক্তি তোমাদেরকে আবার দান করতে পারে এমন কোন সত্তা আল্লাহ ব্যতীত আছে কি? লক্ষ্য করতো! আমি আমার নিদর্শনসমূহ ও দলীল প্রমাণাদী কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করছি। এর পরেও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়!	سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ
৪৭। তুমি আরও জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহর শাস্তি যদি হঠাৎ করে অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর এসে পড়ে তাহলে কি অত্যাচারীরা ছাড়া আর কেহ ধ্বংস হবে?	٤٧. قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
৪৮। আমি রাসূলদেরকে শুধু এ উদ্দেশে পাঠিয়ে থাকি যে, তারা (সৎ লোকদেরকে) সুসংবাদ দিবে এবং (অসৎ লোকদেরকে) ভয় দেখাবে। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্য কোন ভয়-ভীতি থাকবেনা এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।	٤٨. وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

৪৯। আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা তাদের নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে।	٤٩. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ হে মুহাম্মাদ! এই সব মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও বিরোধিতাকারীকে বলে দাও, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তাহলে কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে তা প্রদান করতে পারে? যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৩) আবার এর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তাদের চক্ষু ও কর্ণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শারঈ উপকার লাভ করা থেকে যদি তাদেরকে আল্লাহ বঞ্চিত করেন তাহলে সত্য কথার উপকারিতা থেকে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। আর ... وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم এরও ভাবার্থ এটাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ

অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩১) এবং অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ

আর জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৪) অর্থাৎ যদি তিনি তোমাদের অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দেন তাহলে কে এমন আছে, যে ঐ মোহরকে ভেঙ্গে দিতে পারে? এ জন্যই তিনি বলেন ঃ তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ যে, আমি কিভাবে তোমাদের কাছে নিজের কথাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً তোমরা কি জান যে, যদি আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে কিংবা তোমাদের চোখের সামনে শাস্তি এসে পড়ে তাহলে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া আর কেহ ধ্বংস হবেনা! তবে ঐ লোকেরা মুক্তি পেয়ে যাবে যারা এক আল্লাহরই ইবাদাত করে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্‌মের সাথে (শির্‌কের সাথে) মিশ্রিত করেনি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮২)

ইরশাদ হচ্ছে, আমি নাবীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। তারা মু'মিন ও সৎ লোকদেরকে শুভ সংবাদ দেয় এবং কাফির ও পাপী লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যারা খাঁটি অন্তরে ঈমান এনেছে এবং নাবীগণের অনুসরণ করেছে তাদের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভয় নেই এবং অতীতের জন্যও তাদের কোন দুঃখ ও আফসোস নেই। কেননা তারা দুনিয়ায় যেসব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে যাবে তাদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদেরকে তাদের কুফর ও পাপের কারণে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কেননা তারা মহান আল্লাহর আদেশসমূহ অমান্য করেছে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর তারা তাঁর সীমা অতিক্রম করেছে।

৫০। তুমি বল ঃ আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভান্ডার রয়েছে, আর আমি	٥٠. قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ

অদৃশ্য জগতেরও কোন জ্ঞান রাখিনা, এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলিনা যে, আমি একজন মালাক (ফেরেশতা)। আমার কাছে যা কিছু অহী রূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর ঃ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে? সুতরাং তোমরা কেন চিন্তা ভাবনা করনা?	ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ
৫১। তুমি এর (কুরআন) সাহায্যে ঐ সব লোককে ভীতি প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যেখানে তিনি ছাড়া তাদের না কোন সাহায্যকারী থাকবে, আর না থাকবে কোন সুপারিশকারী, হয়ত তারা সাবধান হবে।	٥١. وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
৫২। আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবেনা, তাদের হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্ব তোমার উপর নয় এবং তোমার হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্বও তাদের	٥٢. وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا

উপর নয়। এর পরও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তাহলে তুমি যালিমদের মধ্যে শামিল হবে।	مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ
৫৩। এমনিভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন?	٥٣. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ
৫৪। আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে বল ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের রাব্ব নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর সে যদি তাওবাহ করে এবং নিজেকে সংশোধন করে তাহলে জানবে যে, তিনি হচ্ছেন ক্ষমা পরায়ণ, করুণাময়।	٥٤. وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

রাসূলের (সাঃ) কাছে কোন ধন-ভান্ডারের চাবি ছিলনা কিংবা তিনি গাইবের খবরও জানতেননা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি কখনও এ দাবী করিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার রয়েছে? আর আমি এই দাবীও করিনা যে, আমি ভবিষ্যতের বিষয় অবগত রয়েছি। ভবিষ্যতের জ্ঞানতো একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনি আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন আমি শুধু ঐটুকুই জানি। আমি এ কথাও বলিনা যে, আমি একজন মালাক/ফেরেশ্‌তা। আমি একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নই। আমার বৈশিষ্ট্য শুধু এটুকুই যে, আমার কাছে আল্লাহর অহী বা প্রত্যাদেশ আসে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এরই মর্যাদা দান করেছেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ সত্যের অনুসরণকারী এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তি কি কখনও সমান হয়? তোমরা কি এটা চিন্তা করে দেখনা? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৯) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ হে মুহাম্মাদ! এই কুরআনের মাধ্যমে তুমি ঐ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন কর যাদের এই ভয় রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে এবং এই বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই, আর কোন সুপারিশকারী দ্বারাও কিছুই উপকার হবেনা। যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এবং হিসাবের দিনের ভয় রাখে, আর এই ভয় রাখে যে, তাদেরকে

আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, সেই দিন তাদের জন্য না কোন বন্ধু থাকবে এবং না কোন সুপারিশকারী থাকবে, যে সুপারিশ করে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে; তাদেরকে সেই দিনের ভয় প্রদর্শন কর যেই দিন আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুমত চলবেনা। এর ফলে হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় করবে এবং দুনিয়ায় এমন আমল করবে যা তাদেরকে কিয়ামাতের দিনের শাস্তি হতে মুক্তি দিবে এবং প্রতিদান পেলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ

যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৭)

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ

ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২১)

দুর্বল শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে না দেয়া এবং প্রভাবশালীদেরকে প্রাধান্য না দেয়ার জন্য রাসূলের (সাঃ) প্রতি নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (হে মুহাম্মাদ!) যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সেই সময় তাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্মল থাকে, তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিওনা, বরং তাদেরকে তোমার সাহচর্য লাভের সুযোগ দান কর। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ

নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল-সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَدْعُونَ رَبَّهُم এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা তাঁর ইবাদাত করে এবং তাঁর নিকট যাঞ্চা করে। بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এই উক্তি সম্পর্কে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ),

মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 'ফার্‌য সালাত' বুঝানো হয়েছে।

এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমাদের রাব্ব বললেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৬০)

يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ

তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৮) অর্থাৎ এই আমলের মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর এই আমল তারা করে আন্তরিকতার সাথে।

ইরশাদ হচ্ছে, مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْ হে মুহাম্মাদ! না তাদের হিসাব তোমার কাছ থেকে নেয়া হবে, আর না তোমার হিসাব তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে। যেমন যারা নূহকে (আঃ) বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১১) তাদের এ কথার উত্তরে নূহ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۖ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ

তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার? তাদের হিসাব গ্রহণতো আমার রবেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১২-১১৩) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে সরিয়ে দাও তাহলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ তাদের মধ্যে কে কেমন তা আমি পরীক্ষা করে নিয়েছি। এই পরীক্ষার ফলাফল এই ছিল যে, কাফির

কুরাইশরা বলত ঃ এরাই কি ঐ সব লোক যে, আমাদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন? ব্যাপারটা ছিল এই যে, প্রথম যুগে বেশীর ভাগ ঐসব লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যাঁরা ছিলেন দুর্বল ও নিম্ন মর্যাদার লোক। আমীর ও নেতৃস্থানীয়দের খুব কম লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। যেমন নূহের (আঃ) কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে বলেছিল ঃ

وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ

আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর, কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৭) অনুরূপভাবে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'কাওমের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর (মুহাম্মাদ সঃ) অনুসরণ করছে, নাকি দরিদ্র লোকেরা?' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'বেশীর ভাগ দুর্বল ও গরীব লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে।' তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'এরূপ লোকেরাই রাসূলদের অনুসরণ করে থাকে।' কাফির কুরাইশরা ঐ দুর্বল মু'মিনদেরকে বিদ্রূপ করত এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করলে তাদেরকে কষ্ট দিত। তাদের কথা এই যে, আল্লাহ কি আমাদেরকে রেখে তাদেরকেই সুপথ প্রদর্শন করলেন? অর্থাৎ যে পথে তারা পা রেখেছে সেটা যদি ভালই হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকেই গ্রহণ করতেন। তারা আরও বলত ঃ

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ

এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১১) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا

তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হলে কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ দু' দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেয়তর ও মাজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৩) এর জবাবে আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا

তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৪) আর যারা বলেছিল ঃ

أَهَـــؤُلاءِ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

আমাদের উপর এদেরকে আল্লাহ কেন প্রাধান্য দিয়েছেন? তাদের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা কি কৃতজ্ঞ, ভাল অন্তরের অধিকারী ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে জানেননা? মহান আল্লাহ এ ধরনের লোকদেরকেই ভাল কাজের তাওফীক দিয়ে থাকেন। কেননা তিনি সৎকর্মশীল লোকদের সাথেই রয়েছেন।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

যারা আমার উদ্দেশে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। (২৯ ঃ ৬৯) সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও রংয়ের দিকে দেখেননা, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকেই দেখে থাকেন।' (মুসলিম ৪/১৯৮৭) তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ যখন আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা তোমার নিকট আগমন করে তখন তাদেরকে বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে মহান আল্লাহর ব্যাপক রাহমাতের সুসংবাদ প্রদান কর। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ আল্লাহ নিজের উপর রাহমাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর সে যদি তাওবাহ করে নিজেকে সংশোধন করে নেয় তাহলে জানবে যে, তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলূকের উপর তাকদীর স্থাপন করেন তখন তিনি স্বীয় কিতাব লাউহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের উপর রয়েছে ঃ 'আমার ক্রোধের উপর আমার রাহমাত জয়যুক্ত থাকবে।' (আহমাদ ২/৩১৩, ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২১০৭)

৫৫। এমনিভাবে আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করে থাকি যেন, অপরাধী লোকদের পথটি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।	٥٥. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ
৫৬। তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যার ইবাদাত কর, আমাকে তার ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। বল ঃ আমি তোমাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবনা, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং আমি আর পথ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল থাকবনা।	٥٦. قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ
৫৭। তুমি বল ঃ আমি আমার রবের প্রদত্ত একটি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা সেই দলীলকে মিথ্যারোপ করছ। যে বিষয়টি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তার এখতিয়ার আমার হাতে নেই। হুকুমের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নয়, তিনি সত্য ও বাস্তবানুগ কথা বর্ণনা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী।	٥٧. قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ

৫৮। তুমি বল ঃ তোমরা যে বস্তুটি তাড়াতাড়ি পেতে চাও তা যদি আমার এখতিয়ারভুক্ত থাকত তাহলেতো আমার ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাইসালা অনেক আগেই হয়ে যেত, যালিমদেরকে আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন।	٥٨. قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّٰلِمِينَ
৫৯। অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।	٥٩. وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

রাসূল (সাঃ) জানতেন, যাবতীয় শাস্তি দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ ইরশাদ হচ্ছে, আমি যেমন পূর্ববর্তী বর্ণনায় দলীল প্রমাণাদীর মাধ্যমে সত্যবাদিতা, হিদায়াত ইত্যাদিকে প্রকাশ করেছি, তেমনই যে আয়াতগুলির সম্বোধিত ব্যক্তি প্রকাশ্য বর্ণনার মুখাপেক্ষী তার কাছে আমি ঐ আয়াতগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। এর কারণ এটাও যে, অপরাধীদের পথ

যেন সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ হে মুহাম্মাদ! তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তা'আলা যে অহী আমার নিকট পাঠিয়েছেন আমি তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। পক্ষান্তরে তোমরা সত্যকে মিথ্যা জেনেছ। তোমরা যে শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছ তা আমার হাতে নেই। হুকুমের মালিকতো একমাত্র আল্লাহ। যদি তিনি সত্বর তোমাদের উপর শাস্তি আনয়নের ইচ্ছা করেন তাহলে সেই শাস্তি সত্বরই তোমাদের উপর এসে পড়বে। আর যদি তিনি কোন মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দেন তাহলে ওটারও তাঁর অধিকার রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তিনি সত্যপন্থা অবলম্বন করে থাকেন এবং তিনি কোন নির্দেশ জারী ও বান্দাদের মধ্যে কোন হুকুম চালুর ব্যাপারে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল ঃ যদি তোমাদের উপর সত্বর শাস্তি আনয়ন আমার অধিকারভুক্ত হত তাহলে তোমরা যে শাস্তির যোগ্য তা আমি সত্বরই তোমাদের উপর অবতীর্ণ করতাম। আর আল্লাহতো অত্যাচারীদেরকে ভালরূপেই জানেন।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই আয়াত এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস পরস্পর বিরোধী, তাহলে উভয়ের মধ্যে আনুকূল্য আনয়নের উপায় কি? হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উহুদের দিন অপেক্ষা কঠিনতর কোন দিন কি আপনার জীবনে এসেছিল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ

'হে আয়িশা (রাঃ)! তোমার কাওমের পক্ষ থেকে যে ভীষণতম কষ্ট আমার উপর পৌঁছেছিল তা হচ্ছে আকাবা দিনের কষ্ট। যখন আমি ইব্‌ন আবদি ইয়ালীল ইব্‌ন আবদি কিলালের উপর নিজেকে পেশ করি তখন সে আমার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। আমি তখন অত্যন্ত দুঃখিত মনে সেখান থেকে ফিরে যাই। 'কারূন 'আস-সাআ'লিব' নামক স্থানে পৌঁছে আমার স্বস্তি ফিরে এলে আমি মাথা উঠিয়ে দেখি যে, আমার উপরে এক খণ্ড মেঘ ছেয়ে আছে। আমি ওর মধ্যে জিবরাঈলকে (আঃ) দেখতে পাই। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ!

আপনার কাওমের লোকদের কাছে আপনি কি বলেছেন এবং তারা আপনাকে যা বলছে তা আল্লাহ শুনেছেন! তিনি আপনার সাহায্যার্থে পাহাড়ের মালাককে পাঠিয়েছেন যাতে আপনি যা চান তাকে তাই নির্দেশ দেন! পাহাড়ের মালাকও সাড়া দিলেন এবং তারা আমাকে সালাম জানালেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আপনার লোকেরা যা বলেছে আল্লাহ তা শুনেছেন এবং আল্লাহ আমাকে আপনার সাহায্যার্থে পাঠিয়েছেন। সুতরাং যদি আপনি আমাকে হুকুম করেন তাহলে আমি এই 'আল-আখশাবাইন' (মাক্কার উত্তর ও দক্ষিণের দু'টি পাহাড়) পাহাড় দু'টি আপনার কাওমের উপর পতিত করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আশা রাখছি যে, আল্লাহ এই কাফিরদের বংশ হতে এমন লোকও সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং আল্লাহর সাথে আর কেহকেও শরীক করবেনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬০, মুসলিম ৩/১৪২০)

এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে, আল্লাহর উল্লিখিত উক্তি এবং এই হাদীসের মধ্যে আনুকূল্যের উপায় কি? পূর্ববর্তী উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা যে শাস্তি চাচ্ছ তা যদি আমার অধিকারে থাকত তাহলেতো এখনই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা হয়েই যেত এবং এখনই আমি তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতাম। আর এখানে শাস্তি প্রদানের অধিকার লাভ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করছেননা! এর সমাধান এভাবে হতে পারে ঃ পবিত্র আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে শাস্তি তারা চাচ্ছে তা তাদের চাওয়ার কারণেই তাদের উপর পতিত হত। আর উক্ত হাদীসে এটা উল্লেখ নেই যে, তারা শাস্তি চেয়েছিল। বরং মালাক তাদের উপর শাস্তি পেশ করতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি চান তাহলে আমি এই 'আখশাবাইন' পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর নিক্ষেপ করে দেই, যে পাহাড় দু'টি মাক্কায় অবস্থিত এবং মাক্কাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নমনীয়তা প্রদর্শন করে বিলম্বের সাথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আল্লাহ ছাড়া আর কেহ গাইবের খবর জানেনা

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ অদৃশ্যের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গাইবের বিষয় হচ্ছে পাঁচটি। যেমন কুরআন থেকে জানা যাচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪) (ফাতহুল বারী ৮/১৪১) আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ এর ভাবার্থ এই যে, পানিতে ও স্থলভাগে যত কিছু অজৈব বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জ্ঞান সেই সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর থেকে গোপন নেই।

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, তিনি যখন অজৈব বস্তুর গতিরও খবর রাখেন তখন তিনি প্রাণীসমূহ, বিশেষ করে দানব ও মানবের গতি ও আমলের খবর কেন রাখবেননা? কেননা তাদের উপরতো ইবাদাত বন্দেগীর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে! যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৯)

٦٠. وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا جَرَحۡتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبۡعَثُكُمۡ فِيهِ	৬০। আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল

পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।	لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৬১। আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা।	٦١. وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ
৬২। তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী।	٦٢. ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ

মৃত্যুর আগে এবং পরে, আল্লাহর বান্দারা তাঁরই অধীন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে রাতে নিদ্রারূপ মৃত্যু ঘটান এবং এটা হচ্ছে وَفَاتِ اَصْغَرْ বা ছোট মৃত্যু। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ

যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব এবং তোমাকে উত্তোলন করব। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৫) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪২)

এই আয়াতে দু'টি মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে مَوْتِ كُبْرَى বড় মৃত্যু এবং অপরটি হচ্ছে مَوْتِ صُغْرَى ছোট মৃত্যু। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ তিনি রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন। তখন তোমরা কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাক। কিন্তু দিনের বেলায় তোমরা নিজ নিজ কাজে লিপ্ত থাক। আর তিনি তোমাদের দিনের ঐসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। (তাবারী ৫/২১২) এটি একটি নতুন ও পৃথক বাক্য যা এটাই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান তাঁর সমস্ত মাখলূকের উপর পরিবেষ্টিত রয়েছে। রাতে যখন নীরবতা বিরাজ করে তখনও এবং দিনের বেলা যখন সারা বিশ্ব কর্মমুখরিত থাকে তখনও। যেমন তিনি বলেন ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ

তিনিই তাঁর রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا

রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের জন্য (উপযোগী)। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১০-১১) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ... তিনি রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন এবং দিবাভাগে তোমরা যা কিছু আমল করেছ বা যা কিছু উপার্জন করেছ তা তিনি সম্যক অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদের এই বাহ্যিক মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে দিনে পূর্ণ জীবন দান করেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তার প্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। সে যে আমল করেছিল তা তিনি তাকে জানিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাকে বিনিময় প্রদান করেন। ভাল হলে ভাল বিনিময় এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময়।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ তিনি তাঁর বান্দাদের উপর প্রতাপশালী। অর্থাৎ তিনি সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সমস্ত কিছুই তাঁর সামনে অবনত। তিনি মানুষের উপর মালাইকা নিযুক্ত করে রেখেছেন, যিনি সর্বক্ষণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ

মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ। (সূরা ইনফিতার, ৮২ ঃ ১০) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

স্মরণ রেখ, দুই মালাইকা তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৭-১৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ যখন তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যায় তখন আমার মালাইকা তার রূহ্ কবয করে নেয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মালাকুল-মাউত বা মৃত্যুর মালাকের কয়েকজন সাহায্যকারী মালাইকা রয়েছেন যাঁরা দেহ থেকে রূহকে টানতে থাকেন। যখন সেই রূহ গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন মৃত্যুর মালাক তা কবয করে নেয়। (তাবারী ১১/৪১০) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (১৪ ঃ ২৭) এই আয়াতের তাফসীরের সময় এর বর্ণনা আসছে।

وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ঐ মালাইকা সেই ওফাতপ্রাপ্ত রূহের রক্ষণাবেক্ষণে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননা। অতঃপর তাঁরা ওকে ঐ স্থানে পৌঁছে দেন যেখানে পৌঁছানোর আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যদি তা সৎ হয় তাহলে ওকে ইল্লীয়্যিন নামক স্থানে জায়গা দেয়া হয়। আর যদি ওটা অসৎ হয় তাহলে ওকে সিজ্জীনে রাখা হয়। সিজ্জীন থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

এখানে আমরা একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যা ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার মৃত্যু আসন্ন তার কাছে মৃত্যুর মালাইকা এসে উপস্থিত হন। ঐ ব্যক্তি যদি মু'মিন হন তাহলে মালাইকা তাকে বলেন ঃ হে পবিত্র ব্যক্তির পবিত্র আত্মা! সম্মানের সাথে বের হয়ে আসুন এবং সুসংবাদ গ্রহণ করুন ঐ সত্তা হতে যিনি আপনার প্রতি রাগান্বিত নন। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ থেকে রূহ বের হয়ে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকা ঐ কথা বলতে থাকেন। অতঃপর তারা ঐ রূহকে নিয়ে উর্ধ্বাকাশে চলে যান এবং সেখানে ঐ রূহের জন্য দরজা খুলে দিতে বলা হয়। তখন প্রশ্ন করা হয়, এটি কার রূহ? উত্তরে বলা হয়, অমুকের রূহ। এর

প্রতিউত্তরে বলা হয়, যে পবিত্র দেহে এই পবিত্র আত্মা ছিল তাকে অভিবাদন, সম্মানের সাথে প্রবেশ করুন, শান্তি ও সন্তুষ্টির সুখবর গ্রহণ করুন, ঐ মহান রবের পক্ষ থেকে যিনি আপনার প্রতি রাগান্বিত নন। এই বাক্য বলা হতেই থাকবে, যতক্ষণ না রূহ ঐ পর্যন্ত পৌঁছে যার উপরে আল্লাহ তা'আলা অবস্থান করছেন। মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তি যদি পাপী হয় তাহলে মালাইকা বলেন ঃ হে অপবিত্র দেহের অপবিত্র আত্মা! লাঞ্ছিত হয়ে বের হয়ে এসো, ফুটন্ত ও গলিত রক্ত ও পূঁজ, তমসাচ্ছন্ন ও ঘণ অন্ধকার, তীব্র ঠান্ডা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপী দুরাত্মা দেহ থেকে বের হয়ে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকা এ কথা বলতেই থাকেন। অতঃপর ঐ আত্মাকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দরজা খুলে দেয়ার অনুরোধ করা হয়। তখন প্রশ্ন করা হয়, এটি কে? উত্তরে বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, পাপী দেহের এই দুরাত্মার জন্য কোন অভিনন্দন নেই। লাঞ্ছিত অবস্থায় একে নিয়ে যাও, ওর জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবেনা। সুতরাং আকাশ থেকেই ওকে ওর কাবরে ছুঁড়ে মারা হবে। (আহমাদ ২/৩৬৪)

ثُمَّ رُدُّوْا সমস্ত মাখলূককে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মহান আল্লাহ ইনসাফ ভিত্তিক তাদের উপর নির্দেশ জারী করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪৯-৫০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ তারপর সকলকেই তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহর

কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

৬৩। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ স্থলভাগ ও পানিস্থিত অন্ধকার (বিপদ) থেকে তোমাদেরকে কে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন, যখন কাতর কণ্ঠে বিনীতভাবে এবং চুপে চুপে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, আর বলতে থাক ঃ তিনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।	٦٣. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَىٰنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ
৬৪। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে ঐ বিপদ এবং অন্যান্য প্রতিটি বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন, কিন্তু এরপরও তোমরা শির্ক কর।	٦٤. قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ
৬৫। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ তোমাদের উর্ধ্বলোক হতে এবং তোমাদের পায়ের তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে যথেষ্ট ক্ষমতাবান, অথবা তোমাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে এক দলের দ্বারা অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। লক্ষ্য কর! আমি বার বার বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করছি - উদ্দেশ্য হল, যেন বিষয়টিকে	٦٥. قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ

তারা পূর্ণ রূপে জ্ঞানায়ত্ব ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে।	يَفْقَهُونَ

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর ক্ষমতা ও শাস্তি

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বান্দা যখন স্থলভাগ ও পানির অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ কঠিন বিপদাপদের মধ্যে পতিত হয় তখন আমি তাদেরকে কিভাবে মুক্তি দিয়ে থাকি। যখন বান্দা সমুদ্রের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এবং সেখানে বিচ্ছিন্ন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল তখন তারা প্রার্থনার জন্য এক আল্লাহকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। যেমন এক জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য এক স্থানে বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ

তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও পানি পথে পরিভ্রমন করান; যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলি লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে ঃ (হে আল্লাহ!) আপনি যদি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২২)

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

কে তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে বহু উর্ধ্বে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

স্থলভাগের ও নৌভাগের অন্ধকার থেকে কে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, যাঁকে তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে ডেকে ডেকে বল, আপনি যদি আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন তাহলে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাব? قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহই তোমাদেরকে এই সমুদয় বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দেন। অথচ তোমরা খুশি মনে মূর্তিগুলোকে তাঁর শরীক বানিয়ে নিচ্ছ! قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ বল ঃ আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন সূরা 'ইসরা'য় রয়েছে ঃ

رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا. أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِۦ تَبِيعًا

তোমাদের রাব্ব তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়;

অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৬-৬৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, **يَلْبِسَكُمْ** এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এই ধরনের শাস্তিতে জড়িত করতে পারেন। যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন **عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ** এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ **اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ** আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর **تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ** এর সময়ও বলেন ঃ **اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ** আমি আপনারই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আবার যখন তিনি **اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا** শোনেন তখন বলেন ঃ **هَذِه اَهْوَنُ اَوْ اَيْسَرُ** তুলনামূলকভাবে এটা অনেকটা সহজ। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৪১, ১৩/৪০০, নাসাঈ ৬/৩৪০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চলছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা বানী মু'আবিয়ার (রাঃ) মাসজিদে গমন করি। তিনি মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ

'আমি আমার রবের কাছে তিনটি জিনিসের আবেদন জানিয়েছিলাম। (১) আমার উম্মাত যেন পানিতে ডুবে যাওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি তা কবূল করেছেন। (২) আমার উম্মাত যেন দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি ওটাও কবূল করেছেন। (৩) তাদের পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি না হয়। তিনি ওটা না মঞ্জুর করেন।" (আহমাদ ১/১৭৫, মুসলিম ২৮৯০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) খাববাব ইব্‌ন আরাত (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন ঃ একদা আমি সারা রাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সালাতের সালাম ফিরালে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আজ এত দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করলেন যে, এর পূর্বে কোন দিন আমি আপনাকে এত লম্বা সময় ধরে সালাত আদায় করতে দেখিনি (এর কারণ কি?)! তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এটা ছিল রগবত ও ভীতির সালাত। এই সালাতে আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রভুর নিকট তিনটি জিনিসের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। দু'টি তিনি মঞ্জুর করেছেন এবং একটি মঞ্জুর করেননি। আমার মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে যে জিনিসে ধ্বংস করে দিয়েছিল তা যেন আমাদেরকে ধ্বংস না করে। এটা তিনি কবূল করেছেন। আমার সম্মানিত প্রভুর নিকট আমি আবেদন জানালাম যে, আমাদের উপর আমাদের শত্রুরা যেন জয়যুক্ত হতে না পারে। এটাও গৃহীত হয়েছে। আমার মহামর্যাদাবান রবের কাছে আমি দরখাস্ত করলাম যে, আমরা যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে না পড়ি। এটা তিনি কবূল করলেননা। (আহমাদ ৩/১০৮, নাসাঈ ৩/২১৭, ইব্‌ন হিব্বান ৯/১৭৯, তিরমিযী ৬/৩৯৭) ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً তিনি তোমাদের মাঝে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতা এনে দিবেন। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আশা/আকাংখা। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/৪২০) বিভিন্ন বর্ণনা ধারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত তেহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ফিরকা ছাড়া বাকী সবগুলোই জাহান্নামী হবে। (আবূ দাউদ ৫/৫, তিরমিযী ৭/৩৯৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩২২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শাস্তি ও হত্যার মাধ্যমে এক দলকে অন্য দলের উপর বিজয়ী করা হবে। (তাবারী ১১/৪২১)

انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ অর্থাৎ লক্ষ্য কর! আমি বার বার বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করছি, উদ্দেশ্য এই যে, যেন বিষয়টিকে তারা পূর্ণরূপে জ্ঞানায়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে।

৬৬। তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ ওটা প্রমানিত সত্য। তুমি বলে দাও ঃ আমি তোমাদের উকিল হয়ে আসিনি।	٦٦. وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوۡمُكَ وَهُوَ ٱلۡحَقُّۚ قُل لَّسۡتُ عَلَيۡكُم بِوَكِيلٖ
৬৭। প্রত্যেকটি সংবাদ প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জানতে পারবে।	٦٧. لِّكُلِّ نَبَإٖ مُّسۡتَقَرّٞۚ وَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
৬৮। যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়। শাইতান যদি তোমাকে এটা বিস্মৃত করে তাহলে স্মরণ হওয়ার পর আর ঐ যালিম লোকদের সাথে তুমি বসবেনা।	٦٨. وَإِذَا رَأَيۡتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
৬৯। ওদের যখন বিচার হবে তখন মুত্তাকীদের উপর এর কোন প্রভাব পরবেনা, কিন্তু ওদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য তাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে, হয়তো বা উপদেশের ফলে ওরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পারবে।	٦٩. وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنۡ حِسَابِهِم مِّن شَيۡءٖ وَلَٰكِن ذِكۡرَىٰ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ

ভয়-ভীতিহীনভাবে সত্যের দিকে আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ তোমার কাওম অর্থাৎ কুরাইশরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা ছাড়া সত্য আর কিছুই নেই। তুমি তাদেরকে বল ঃ

قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ আমি তোমাদের রক্ষক ও জিম্মাদার নই। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ

বল ঃ সত্য তোমাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৯) অর্থাৎ আমার দায়িত্বতো হচ্ছে শুধু প্রচার করা, আর তোমাদের কাজ হচ্ছে শ্রবণ করা ও মেনে নেয়া। যে আমার কথা মেনে চলবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে এবং যে বিরুদ্ধাচরণ করবে সে উভয় জায়গায়ই হতভাগ্য হবে। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ প্রত্যেক সংবাদের জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যদিও সেটা বিলম্বে হয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَتَعۡلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعۡدَ حِينِۭ

এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুকাল পরে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮৮)

তিনি আরও বলেন ঃ

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৮) এটা হচ্ছে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।

আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী কিংবা হাসি তামাশাকারীদের সাথে উঠা-বসা নিষেধ

বলা হয়েছে وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি কাফিরদেরকে দেখবে যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও বিদ্রূপের

সঙ্গে আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে সমালোচনা করছে, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে দূরে সরে যাবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। আর যদি শাইতান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই তুমি ঐ অত্যাচারীদের সাথে আর বসবেনা। ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের কোন লোকই যেন ঐ সব অবিশ্বাসী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর সাথে উঠা-বসা না করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে পরিবর্তন করে এবং ওগুলিকে সঠিক ও প্রকাশমান ভাবার্থের উপর কায়েম রাখেনা। এ জন্যই হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার উম্মাত ভুল বশতঃ বা বাধ্য হয়ে কোন কাজ করলে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।' (ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৫৯) কুরআনুল হাকীমে এ ধরণের আরও আয়াত রয়েছে ঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

তোমরা যখন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি উপহাস করা হচ্ছে শ্রবণ কর তখন তাদের সাথে (বৈঠকে) উপবেশন করনা, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ যালিম লোকদের হিসাব নিকাশের দায়-দায়িত্ব মুত্তাকী লোকদের উপর কিছুমাত্র অর্পিত নয়। অর্থাৎ মুত্তাকী লোকেরা যখন ঐ সব কাফির ও যালিমের সাথে উঠাবসা করবেনা, বরং তাদের নিকট থেকে উঠে যাবে তখন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করল। ফলে তারা তাদের সাথে পাপে জড়িত হবেনা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ এই উক্তির ভাবার্থ হবে নিম্নরূপ ঃ 'কিন্তু আমি তোমাদেরকে এরূপ অবস্থায় তাদের থেকে পরোম্মুখ থাকার নির্দেশ দিয়েছি, যাতে ওটা তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ হয়, হয়ত তারা এর ফলে সতর্ক হবে এবং ভবিষ্যতে আর এর পুনরাবৃত্তি করবেনা।

٧٠. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

৭০। যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে তুমি তাদেরকে বর্জন করে চলবে, পার্থিব জীবন যাদেরকে সম্মোহিত করে ধোঁকায় নিপতিত করেছে, কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, যাতে কোন ব্যক্তি স্বীয় কাজ-দোষে ধ্বংস হয়ে না যায়। আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবেনা, আর যেন এই অবস্থার সম্মুখীন না হয় যে, দুনিয়ার সমস্ত কিছুর বিনিময় দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা। তারা এমনই লোক যারা নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে; তাদের কুফরী করার কারণে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا যারা দীনকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। শীঘ্রই তারা ভয়াবহ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ তুমি কুরআনুল হাকীমের মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, আল্লাহর আযাব থেকে ভয় প্রদর্শন কর, যাতে তাদেরকে

তাদের দুষ্কার্যের কারণে ধ্বংস করে দেয়া না হয়। যাহহাক (রহঃ) تُبْسَلَ শব্দকে تُسْلَمَ অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যেন সঁপে দেয়া না হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যেন তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করা হয়। (তাবারী ১১/৪৪৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যেন তাকে আটকিয়ে দেয়া না হয়। (তাবারী ১১/৪৪৩) মুররা (রহঃ) ও ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ নিয়েছেন 'প্রতিফল দেয়া'। (তাবারী ১১/৪৪৪) এই সমুদয় উক্তির ভাবার্থ প্রায় একই। মোট কথা এই যে, ধ্বংসের জন্য ছেড়ে দেয়া, কল্যাণ থেকে বিমুখ করা, উদ্দেশ্য সফল না করা ইত্যাদির প্রায় একই অর্থ। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (৭৪ ঃ ৩৮-৩৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবেনা। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৪) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে যদি সে দুনিয়াপূর্ণ বিনিময় বস্তুও দিতে চায় তথাপি তা গ্রহণ করা হবেনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯১) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

তারা এমনই লোক যে, তারা নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে, তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٧١. قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَٰبٌ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ	৭১। তুমি বলে দাও ঃ আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করব, যারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা এবং আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবেনা? অধিকন্তু আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টা পথে ফিরে যাব? আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হব যাকে শাইতান মরুভূমির মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং যে দিশেহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরছে? তার সহচরেরা তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে বলছে - তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। তুমি বল ঃ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাকে সারা জাহানের রবের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
٧٢. وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ	৭২। আর তুমি নিয়মিতভাবে সালাত কায়েম কর এবং সেই

রাব্বকে ভয় করে চল যাঁর নিকট তোমাদের সকলকে সমবেত করা হবে।	وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
৭৩। সেই সত্তা আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন ঃ 'হাশর হও' সেদিন হাশর হয়ে যাবে। তাঁর কথা খুবই যথার্থ বাস্ত -বানুগ। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন একমাত্র তাঁরই হবে বাদশাহী ও রাজত্ব। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তাঁর জ্ঞানায়ত্বে। তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।	٧٣. وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

ঈমান আনার পর যারা কুফরীতে ফিরে যায় তাদের তুলনামূলক আলোচনা

মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা আমাদেরকে অনুসরণ কর এবং মুহাম্মাদের দীনকে পরিত্যাগ কর। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا

হে মুহাম্মাদ! তুমি মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে ঐ সব মূর্তির পূজা করব যারা আমাদের কোন উপকারও করতে পারবেনা এবং কোন ক্ষতি করারও শক্তি তাদের নেই? কুফরী অবলম্বন করে কি আমরা উল্টা পথে ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আলো দান করেছেন! তাহলেতো শাইতান যাকে পথভ্রষ্ট করেছে আমাদের দৃষ্টান্ত তার মতই হবে। অর্থাৎ ঈমান

আনার পর কুফরী অবলম্বন করা এরূপই যেমন একটি লোক সফররত অবস্থায় পথ ভুলে গেল এবং শাইতানরা তাকে পথভ্রষ্ট করল। আর তার সঙ্গী সরল পথে রইল এবং তাকে ডেকে বলল ঃ আমাদের কাছে এসো, আমরা সরল সোজা পথে রয়েছি। সে কিন্তু যেতে অস্বীকার করল। এটা ঐ ব্যক্তি যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালভাবে জানা সত্ত্বেও পথভ্রষ্টদের অনুসরণ করে কাফির হয়ে যাচ্ছে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সোজা পথে আসার জন্য ডাক দিচ্ছেন। এই পথ হচ্ছে ইসলামের পথ। (তাবারী ১১/৪৫২) আল্লাহ বলেন ঃ

كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর নিকট থেকে সরে গিয়ে মূর্তিপূজা করতে শুরু করে এবং ওর মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে বলে মনে করে। আর যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন লজ্জিত হতে হবে। এটা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী শাইতান যে তাকে তার বাপ-দাদার নাম নিয়ে এবং তার নাম নিয়ে ডাক দেয়। তখন সে তার অনুসরণ করতে শুরু করে এবং ওটাকেই কল্যাণকর বলে মনে করে। তখন শাইতান তাকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

حَيْرَانَ শব্দ দ্বারা হতবুদ্ধি লোককে বুঝানো হয়েছে। যেমন কোন লোক পথ ভুলে হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত কবূল না করে শাইতানের অনুসরণ ও পাপের কাজ করে। অথচ তার সাথী তাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন যে, সে শাইতান কর্তৃক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যার ওলী হচ্ছে মানুষ। আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে প্রকৃত হিদায়াত এবং পথভ্রষ্টতা হচ্ছে ওটাই যার দিকে শাইতান ডেকে থাকে। এটা ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ এটা حَال হওয়ার কারণে نَصَب এর স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার অবস্থায়, আর তার সঙ্গী সাথীরা ঐ পথেই চলছে এবং ঐ পথেই তাকে আসতে বলছে, যেটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সঠিক হিদায়াত। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ

এবং যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৭) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ

তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ আমাদেরকে সারা জাহানের রবের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَاتَّقُوهُ এর ভাবার্থ হচ্ছে, আমাদের প্রতি এই নির্দেশ রয়েছে যে, আমরা যেন আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদাত করি, সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করি, আল্লাহকে ভয় করি এবং সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করি। কিয়ামাতের দিন তাঁরই কাছে সকলকে সমবেত করা হবে। তিনিই আকাশ ও যমীনকে ভারসাম্য রক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এ দু'টির মালিক। কিয়ামাতের দিন তিনি শুধু 'হও' বলবেন, আর তখনি চোখের পলকে সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব পুনরায় এসে যাবে।

শিঙ্গাধ্বনি

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ يَوْمَ يَقُولُ كُن এটা يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ وَلَهُ الْمُلْكُ এর بَدَل হতে পারে। আবার এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, فَيَكُونُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ এর ওটা ظَرَف হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৬) যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৬)

صُوَرٌ এর অর্থ হচ্ছে সেই শিঙ্গা যার মধ্যে ইসরাফীল (আঃ) ফুঁ দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গা মুখে লাগিয়ে রয়েছেন। তিনি মাথা নীচু করে অপেক্ষমান রয়েছেন যে, কখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম হয়!' (তাবারী ৫/২৩৮) একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ صُوَرٌ কি জিনিস? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'এটা হচ্ছে শিঙ্গা, যাতে ফুৎকার দেয়া হবে।' (আহমাদ ২/১৬২, তিরমিযী ৭/১১৭)

٧٤. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ	৭৪। স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযারকে বলল ঃ আপনি মূর্তিগুলোকে মা'বূদ মনোনীত করেছেন? নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত দেখছি।
٧٥. وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ	৭৫। এমনিভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।
٧٦. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّى ۖ	৭৬। যখন রাতের অন্ধকার তাকে আবৃত করল তখন সে আকাশের একটি নক্ষত্র দেখতে পেল, আর বলল ঃ এটাই

আমার রাব্ব! কিন্তু যখন ওটা অস্তমিত হল তখন সে বলল ঃ আমি অস্ত-মিত বস্তুকে ভালবাসিনা।	فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ
৭৭। আর যখন সে আকাশে চাঁদকে উজ্জ্বল আভায় দেখতে পেল তখন বলল ঃ এটাই আমার রাব্ব! কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হল তখন বলল ঃ আমার রাব্ব যদি আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।	٧٧. فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ
৭৮। অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদ্ভাসিত দেখতে পেল তখন সে বলল ঃ এটিই আমার রাব্ব! এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন ওটা ডুবে গেল তখন বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত।	٧٨. فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّى هَٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
৭৯। আমার মুখমন্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।	٧٩. إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠

مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

ইবরাহীমের (আঃ) পিতার কাছে তাঁর উপদেশ

ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতাকে উপদেশ দেন। মূর্তিপূজায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার পিতা ফিরে এলেননা। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً আপনি কি মূর্তিগুলোকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছেন? আমিতো আপনার এবং আপনার অনুসারীদেরকে বড়ই বিভ্রান্তির মধ্যে পাচ্ছি। তাদেরকে মূর্খ ও বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা প্রত্যেক স্থিরবুদ্ধির অধিকারীর জন্য একটা স্পষ্ট দলীল। মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ কুরআন হাকীমে ইবরাহীমের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য কর। তিনি ছিলেন সত্যের সাধক ও নাবী। তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন ঃ

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا. يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا. يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا. يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا. قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا

বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নাবী। যখন সে তার পিতাকে বলল ঃ হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? হে আমার পিতা! আমার নিকটতো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং আমার

অনুসরণ কর, আমি তোমায় সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শাইতানের ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে আল্লাহর শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শাইতানের সাথী হয়ে পড়বে। পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম বলল ঃ তোমার নিকট হতে বিদায়; আমি আমার রবের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার রবের আহ্বান করি; আশা করি আমার রবের আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হবনা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪১-৪৮) তখন থেকে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। অতঃপর তাঁর পিতা যখন শির্কের উপরই মারা গেল এবং তিনি জানতে পারলেন যে, মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কোন কাজে আসেনা তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪) বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাথে মিলিত হবেন। তখন আযর তাকে বলবে ঃ 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আজ আমি তোমার অবাধ্যাচরণ করবনা।' তখন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট আরয করবেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে কিয়ামাতের দিন লজ্জিত করবেননা, এই ওয়াদা কি আপনি আমার সাথে করেননি? আজ আমার পিতা যে অবস্থায় আছে এর চেয়ে লজ্জাজনক অবস্থা আমার জন্য আর কি হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তখন ইবরাহীমকে (আঃ) বলবেন ঃ 'হে ইবরাহীম! তুমি তোমার পিছন দিকে ফিরে তাকাও।' তখন তিনি স্বীয় পিতাকে দেখার পরিবর্তে, চেহারা পরিবর্তন করার ফলে একটা হায়েনাকে দেখতে পাবেন, যার সারা দেহ

ময়লাযুক্ত হয়ে থাকবে। আর দেখা যাবে যে, তার পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫)

ইবরাহীমের (আঃ) তাওহীদী জ্ঞান

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি এবং তার দৃষ্টিতে এই দলীল কায়েম করেছি যে, কিভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহর একাত্মবাদের উপর যমীন ও আসমান সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপিত রয়েছে। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন রাব্ব নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَنظُرُوا۟ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন গভীর চিন্তা করেনা? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৫) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশ মন্ডলের পতন ঘটাব; আল্লাহর অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৯) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّى فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْءَافِلِينَ যখন অন্ধকার রাত এসে গেল এবং ইবরাহীম তারকা দেখতে

পেল তখন বলল, এটা আমার রাব্ব। কিন্তু ওটা যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তাকে আমি পছন্দ করিনা এবং যা অদৃশ্য হয়ে যায় সে রাব্ব হতে পারেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যিনি প্রভু হবেন তিনি যে ধ্বংস ও নষ্ট হতে পারেননা এটা ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন। (তাবারী ১১/৪৮০) আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـــذَا رَبِّي অতঃপর যখন ইবরাহীম চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখল তখন বলল, এটাই আমার রাব্ব। কিন্তু ওটাও যখন ডুবে গেল তখন সে বলল, এটাও আমার প্রভু নয়। যদি সত্য প্রভু আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـــذَا رَبِّي هَـــذَآ أَكْبَرُ তারপর ইবরাহীম যখন সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন বলল ঃ এটা উজ্জ্বল ও বৃহত্তম। সুতরাং এটাই আমার প্রভু। কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত। আমিতো আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে গেলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারিনা। আমি আমার ইবাদাত তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অথচ ও দু'টি সৃষ্টি করার সময় তাঁর সামনে কোন নমুনা ছিলনা। এভাবে আমি শির্ক থেকে তাওহীদের দিকে ফিরে আসছি।

নিজ গোত্রের লোকদের সাথে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক

এ আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কাওমের লোকদেরকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মালাইকা ও তাদের মূর্তি পূজা কত অসার ও ভ্রান্তপূর্ণ। প্রথমতঃ তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন যে, তারা নিজ হাতে তাদের কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি তৈরী করে আবার ওরই ইবাদাত করছে, উহা কতই না মারাত্মক ভুল; আর আশা করছে যে, তারা কিয়ামাত দিবসে মহান আল্লাহর কাছে ওদের জন্য সুপারিশ করবে। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করত যে, আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই এবং তা গ্রহণযোগ্যও হবেনা। এ জন্য তারা মালাইকার ইবাদাত করত। উদ্দেশ্য এই যে তাদের খাদ্য, বিজয় এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তারা সুপারিশ করবে। অতঃপর তিনি তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, তারা যে

সাতটি গ্রহের পূজা করছে যেমন, চাঁদ, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি, তা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল এবং দীন থেকে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সমস্ত গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম এবং সম্মানিত গ্রহ মনে করা হত সূর্যকে, অতঃপর চাঁদ এবং তারপর শুক্র গ্রহকে।

সমস্ত তারকার মধ্যে উজ্জ্বলতম হচ্ছে 'যুহরা' বা শুক্র। ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম এই 'যুহরা' তারকা থেকেই শুরু করলেন। তিনি তাঁর কাওমের লোকদেরকে বললেন যে, এই তারকাগুলির মধ্যে মা'বূদ হওয়ার যোগ্যতা নেই। এরাতো দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। তাদের গতি সীমিত। তাদের স্বেচ্ছায় ডানে-বামে যাবার কোন অধিকার নেই। এগুলি হচ্ছে আকাশের নক্ষত্র যেগুলিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আলো দানকারী রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তার বিশেষ নৈপুন্য নিহিত রয়েছে। এরা পূর্ব দিক থেকে বের হয় এবং পশ্চিমের দিকে পথ অতিক্রম করে চক্ষু হতে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরবর্তী রাতে পুনরায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই বস্তুগুলো হচ্ছে বাঁধা ধরা অভ্যাসের দাস। কাজেই এদের মা'বূদ হওয়া কিরূপে সম্ভব? এরপর তিনি 'কামার' এর দিকে এলেন এবং 'যুহরা' সম্পর্কে যা বলেছিলেন এর সম্পর্কেও সেই কথাই বললেন। তারপর তিনি 'শাম্স' এর বর্ণনা দিলেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এটাই প্রমাণ করলেন যে, এই উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলির মধ্যে মা'বূদ হওয়ার যোগ্যতা মোটেই নেই। অতঃপর তিনি কাওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ হে আমার কাওম! তোমরা যাদেরকে মা'বূদ রূপে কল্পনা করছ আমি এর থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যদি এরা মা'বূদ হয় তাহলে তোমরা এদেরকে সাহায্যকারী বানিয়ে নিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং আমার প্রতি মোটেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করনা।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ আমিতো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার একজন দাসে পরিণত হয়েছি। আমি তোমাদের মত শির্কের পাপে লিপ্ত হবনা। আমি এই বস্তুগুলোর সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করব যিনি এইগুলোর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারীও বটে। প্রত্যেক বস্তুর আনুগত্যের সম্পর্ক তাঁরই হাতে রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন - যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪)

এটা কিরূপে সম্ভব হতে পারে যে, এ ব্যাপারে ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা ভাবনা করবেননা এবং শির্কের কল্পনা তাঁর মনে বদ্ধমূল থাকবে? আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলে দিচ্ছেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ

আমিতো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ এই মূর্তিগুলি কি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৫১-৫২)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বীয় কাওমের সাথে তর্ক ও বচসা করছিলেন এবং যে শির্কে তারা জড়িত ছিল, তাদের সেই ধারণা ও কল্পনাকে দলীল প্রমাণের সাহায্যে দূর করে দিচ্ছিলেন।

৮০। আর তার জাতির লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করতে থাকলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন! তোমরা আল্লাহর	٨٠. وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ

সাথে যা কিছু শরীক করছ আমি ওদের ভয় করিনা, তবে যদি আমার রাব্ব কিছু চান। প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আমার রবের জ্ঞান খুবই ব্যাপক, এর পরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?	إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
৮১। তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে তা বলে দাও।	٨١. وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
৮২। প্রকৃত পক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্মের সাথে (শির্কের সাথে) মিশ্রিত করেনি।	٨٢. ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ
৮৩। আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা করি, সম্মান-	٨٣. وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ

মর্তবা ও মহত্ত্ব বাড়িয়ে দেই, নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞ।	دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলছেন, যখন তিনি একাত্মবাদ নিয়ে স্বীয় কাওমের সাথে তর্ক বিতর্ক করছিলেন এবং তাদেরকে বলছিলেন ঃ

أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কি তোমরা আমার সাথে ঝগড়া করছ? তিনিতো এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং তিনি যে এক ওর দলীল প্রমাণ আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি। এর পরেও কিভাবে আমি তোমাদের বাজে কথা এবং অহেতুক সন্দেহের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি? তোমাদের কথা যে বাজে ও ভিত্তিহীন এর দলীল আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। তোমাদের নিজেদের তৈরী এই মূর্তিগুলোরতো কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا আমি ওদেরকে ভয় করিনা এবং তিল পরিমাণও পরওয়া করিনা। যদি এই মূর্তিগুলো আমার কোন ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয় তাহলে ক্ষতি করুক দেখি? তবে হ্যাঁ, আমার মহান রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার ক্ষতি সাধন করতে পারেন। সমস্ত বস্তু সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। আমি যা কিছু বর্ণনা করছি তোমরা কি এর থেকে একটুও শিক্ষা এবং উপদেশ গ্রহণ করবেনা? উপদেশ গ্রহণ করলে অবশ্যই তোমরা এদের পূজা-অর্চনা করা থেকে বিরত থাকতে। তাদের সামনে এসব দলীল প্রমাণ পেশ করার ফল ঠিক হুদের (আঃ) কাওমের সামনে এসব দলীল পেশ করার ফলের মতই। এই 'আদ সম্প্রদায়ের ঘটনা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ

لَا تُنظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তারা বলল ঃ হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায়তো আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। আমাদের কথা এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, তোমরা ইবাদাতে যাকে তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক সাব্যস্ত করছ আমি তা থেকে মুক্ত। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৩-৫৬) পরবর্তী আয়াতে ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا আমি তোমাদের বাতিল মূর্তিগুলোকে ভয় করব কেন? অথচ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে নিজেদের মা'বূদ বানিয়ে নিতে ভয় করছনা এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। (তাবারী ১১/৪৯১) যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ২১) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ

এগুলির কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। (সূরা নাজ্ম, ৫৩ ঃ ২৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ তোমরাই বল তো যে, তোমাদের এবং আমার দলের মধ্যে কোন্ দলটি সত্যের উপর রয়েছে? সেই

মা'বূদ কি সত্যের উপর রয়েছেন যিনি সবকিছু করতে সক্ষম, নাকি ঐ মা'বূদগুলো সত্যের উপর রয়েছে যেগুলো লাভ ও ক্ষতি কোনটারই মালিক নয়? কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার জন্য এই দুই দলের মধ্যে কার অধিক দাবী থাকতে পারে? এরপর ঘোষিত হচ্ছে

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের উপর যুল্‌ম অর্থাৎ শির্‌ককে সংমিশ্রিত করেনি, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারীতো তারাই এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত। তাই দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরই শান্তি লাভের অধিকার রয়েছে।

শির্‌ক হল সবচেয়ে বড় যুল্‌ম

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, **وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ** এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কে এমন আছে যে নিজের নাফসের উপর যুল্‌ম করেনি?' তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্‌ক হচ্ছে চরম যুল্‌ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪) যখন উপরোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং লোকেরা ভুল বুঝে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন, তোমরা যা বুঝেছ তা নয়। সৎ বান্দা অর্থাৎ লুকমান হাকীম কি বলেছিলেন তা কি তোমরা শুননি? তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শির্‌ক হচ্ছে চরম যুল্‌ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) (আহমাদ ১/৪৪৪) এখানে যুল্‌ম দ্বারা শির্‌ককে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ *আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম।*

মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন, 'আমাদের প্রমাণ' বলতে বুঝানো হয়েছে **وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ** *তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন 'দলীল প্রমাণ' অবতীর্ণ করেননি, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে বলত?* (তাবারী ১১/৫০৫)। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) বক্তব্যকে সমর্থন করেন এবং নিরাপত্তা ও হিদায়াতের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন ঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ *প্রকৃত পক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্‌মের সাথে (শির্‌কের সাথে) সংমিশ্রণ করেনি।*

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ এটাই ছিল আমার যুক্তি-প্রমাণ যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তির মধ্যে যে যুক্তি-প্রমাণের কথা রয়েছে তা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোককে বলেছিলেন ঃ 'তোমরা যখন কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করতে ভয় করনা, তখন আমি তোমাদের এই সব শক্তিহীন মা'বূদকে ভয় করব কেন? এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নিবে যে, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা বেশি নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।' যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬) অর্থাৎ তিনি যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

৮৪। আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, আর তার পূর্বে নূহকেও সঠিক পথের হিদায়াত দিয়েছি; আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে এমনিভাবেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এভাবেই আমি সৎ ও পুণ্যশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।	٨٤. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
৮৫। আর যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস - তারা প্রত্যেকেই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	٨٥. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
৮৬। আর ইসমাঈল, ঈসা, ইউনুস ও লূত - এদের প্রত্যেককেই আমি নাবুওয়াত দান করে সমগ্র বিশ্বের উপর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।	٨٦. وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ

৮৭। আর এদের বাপ-দাদা, সন্তান, সন্ততি ও ভাইদের মধ্যে অনেককে আমি মনোনীত করে সঠিক ও সোজা পথে পরিচালিত করেছি।	٨٧. وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
৮৮। এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত।	٨٨. ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
৮৯। এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নাবুওয়াত দান করেছি। সুতরাং যদি এরা তোমার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতিকে নিয়োগ করব, যারা ওটা অস্বীকার করেনা।	٨٩. أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَٰفِرِينَ
৯০। এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চল। তুমি বলে দাও ঃ আমি কুরআন ও দীনের দা'ওয়াতের বিনিময়ে	٩٠. أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا

ذِكْرَىٰ لِلْعَٰلَمِينَ	তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা। এই কুরআন সমগ্র জগতবাসীর জন্য উপদেশের ভান্ডার ছাড়া কিছুই নয়।

ইবরাহীমকে (আঃ) ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ইবরাহীমকে (আঃ) আমি ইসহাকের ন্যায় সুসন্তান দান করেছি, অথচ বার্ধক্যের কারণে সে এবং তার স্ত্রী সন্তান থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। মালাক তাদের কাছে আসেন এবং তারা লূতের (আঃ) কাছেও যাচ্ছিলেন। মালাইকা স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই ইসহাকের (আঃ) জন্মের সুসংবাদ দেন। তখন স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে বলেন ঃ

قَالَتْ يَٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ قَالُوٓا۟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

সে বলল ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! তারা (মালাইকা/ফেরেশতা) বলল ঃ আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও বারাকাত; নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য, মহিমান্বিত। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭২-৭৩) মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে এ সংবাদ দেন যে, তাঁদের জীবদ্দশায়ই ইসহাকের (আঃ) ঔরষে ইয়াকূব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন।

وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নাবী, সৎ কর্মশীলদের অন্যতম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১১২) সুতরাং পুত্র ইসহাকের জন্মগ্রহণের ফলে যেমন তাঁদের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে, অনুরূপভাবে পৌত্র ইয়াকূবের (আঃ) জন্মগ্রহণের ফলেও তাঁদের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে। কেননা বংশ বৃদ্ধির কারণ হিসাবে পৌত্রের জন্মলাভ খুবই খুশির ব্যাপার। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন সন্তান থেকে

নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, তাঁদের সন্তান লাভ সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় পুত্র ইসহাকের (আঃ) জন্মলাভ এবং ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকূবের (আঃ) জন্মলাভ এটা কি কম খুশির কথা! এতে কে না খুশি হয়? এটা ছিল ইবরাহীমের নেক আমলেরই প্রতিদান, যিনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিজের দেশ ও জাতিকে ছেড়ে দূর দূরান্তের পথে পাড়ি জমালেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের চেয়ে উত্তম সন্তান দান করে তার মনঃকষ্ট দূর করেন, যারা উত্তম আমল করার মাধ্যমে তাঁর দীনের পথে চলেছেন। ফলে তিনি লাভ করেন চোখের ও অন্তরের শান্তি। আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

অতঃপর সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নাবী করলাম। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ আর তার পূর্বে এমনিভাবে নূহকেও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি। পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোকগুলিই ছিল নূহের সন্তান এবং সারা দুনিয়ার লোক হচ্ছে এদের সন্তান। আর ইবরাহীমের (আঃ) পরে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকেই আল্লাহ তা'আলা নাবী প্রেরণ করেন।

নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীমের (আঃ) গুণাবলীর বর্ণনা

নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন কতিপয় বিশেষ গুণের অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নূহের (আঃ) অনুসারী ছাড়া অন্যদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে নৌকায় তুলে জীবিত রাখেন। অতঃপর নূহের (আঃ) বংশধরকেই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করে আসছে তারা

সবাইই নূহের (আঃ) পরিবারের সন্তান। তাঁর বংশের লোক ছাড়া আর কোন বংশ/গোত্র থেকে আর কোন নাবী আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেননি। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (২৯ ঃ ২৭)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ

আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে এবং তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৬) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا

নাবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশদ্ভুত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশদ্ভুত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত; তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ত ক্রন্দন করতে করতে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৮)

এই আয়াতে **وَمِن ذُرِّيَّتِه** শব্দ রয়েছে। এর অর্থ হবে ঃ আমি তার সন্তানদেরকেও সুপথ দেখিয়েছি। অর্থাৎ দাঊদ ও সুলাইমানকেও হিদায়াত দান করেছি। কিন্তু যদি **ذُرِّيَّتِه** এর সর্বনামটিকে **نُوْح** এর দিকে ফিরানো হয়, কেননা ওটা **نُوْح** শব্দের নিকটতর, তাহলে এটাতো একেবারে পরিষ্কার কথা, এতে কোন জটিলতা নেই। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি সর্বনামটিকে **اِبْرَهِيْم** শব্দের দিকে ফিরানো হয়, কেননা বাকরীতি এরূপই বটে, তাহলেতো খুবই ভাল কথা। কিন্তু এতে একটু জটিলতা এই রয়েছে যে, ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় 'লূত' শব্দটিও এসে গেছে। অথচ লূত

(আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং তিনি হচ্ছেন তাঁর ভাই হারুণ ইব্ন আযরের ছেলে। তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের সংখ্যাধিক্যের কারণেই হয়তো লূতকেও (আঃ) তাঁর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর নিম্নের উক্তিতেও রয়েছে ঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ঃ আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল ঃ আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য - সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব, এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৩)

এখানে ইয়াকূবের (আঃ) পূর্বপুরুষদের ক্রমপরম্পরায় ইসমাঈলের (আঃ) নামও চলে এসেছে, অথচ ইসমাঈলতো (আঃ) তাঁর চাচা ছিলেন। এটাও আধিক্য হিসাবেই হয়েছে। অনুরূপভাবে নিম্নের আয়াতেও রয়েছে ঃ

فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّآ إِبْلِيسَ

মালাইকা সবাই একত্রে সাজদাহ করল। কিন্তু ইবলীস করলনা, সে সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৩০-৩১) এখানে ইবলীসকে মালাইকার মধ্যে শামিল করা হয়েছে। কেননা মালাইকার সাথে তার সাদৃশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে মালাক ছিলনা, বরং সে ছিল জিন, তার প্রকৃতি হচ্ছে আগুন এবং মালাইকার প্রকৃতি হচ্ছে আলো। তা ছাড়া এই কারণেও যে, ঈসাকে (আঃ) ইবরাহীম (আঃ) বা নূহের (আঃ) সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় আনা হয়েছে। তাকেও যেন ইবরাহীমেরই (আঃ) বংশধর বলা হয়েছে। এরূপ করা হয়েছে এই দলীলের উপর ভিত্তি করেই যে, কন্যার সন্তানদেরকেও তার পিতার বংশধর মনে করা হয়। এখন যদি ইবরাহীমের (আঃ) সঙ্গে ঈসার (আঃ) কোন সম্পর্ক থাকে তা শুধু এর উপর ভিত্তি করেই যে, তাঁর মা মারইয়াম (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর ছিলেন। নতুবা ঈসার (আঃ) তো পিতাই ছিলনা।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ হারব ইব্ন আবী আল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াসারকে (রাঃ) হাজ্জাজ এই বলে প্রেরণ করেন

ঃ 'আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি নাকি হাসান (রাঃ) ও হুসাইনকে (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলে থাকেন? অথচ তারাতো আলী (রাঃ) ও আবূ তালীবের বংশধর। আবার এও নাকি দাবী করেন যে, কুরআন কারীম দ্বারাই এটা প্রমাণিত? আমিতো কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি, কিন্তু কোন জায়গায়ইতো এটা পাইনি।' তখন ইব্ন ইয়াসার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ 'আপনি কি সূরা আন'আমের (وَمِن ذُرِّيَّتِهِ দَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ হতে وَيَحْيَى وَعِيسَى পর্যন্ত) এই আয়াতগুলি পাঠ করেননি?' হাজ্জাজ উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, পড়েছি।' তিনি তখন বলেন ঃ 'এখানে ঈসাকে (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে, অথচ তাঁরতো পিতাই ছিলনা। শুধুমাত্র কন্যার সম্পর্কের কারণেই তাঁকে সন্তান ধরা হয়েছে। তাহলে কন্যার সম্পর্কের কারণে হাসান (রাঃ) ও হুসাইনকে (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান বলা হবেনা কেন?' হাজ্জাজ তখন বলেন ঃ 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।' (দুররুল মানসুর ৩/৩১১)

এ কারণেই যখন কোন লোক স্বীয় মীরাস নিজের সন্তানের নামে অসিয়ত করে কিংবা ওয়াকফ বা হিবা করে, তখন ঐ সন্তানদের মধ্যে কন্যার সন্তানদেরও ধরে নেয়া হয়। কিন্তু যখন সে পুত্রদের নামে অসিয়ত বা ওয়াক্ফ করে তখন নির্দিষ্টভাবে ঔরষজাত পুত্র বা পুত্রের পুত্ররাই হকদার হয়ে থাকে। অন্যান্যরা বলে থাকেন যে, এতে কন্যার সন্তানেরাও শামিল থাকবে।

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির (৬ ঃ ৮৭) মধ্যে 'নসল' ও 'নসব' এই দু'টিরই উল্লেখ রয়েছে এবং হিদায়াত ও মনোনয়ন সবারই উপর প্রযোজ্য হয়েছে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছি।

শির্ক সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে, এমনকি নাবীদের (আঃ) আমলও

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন।

এরপর তিনি বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ যদি তারা শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই পণ্ড হয়ে যেত। এখানে এটা বলাই উদ্দেশ্য যে, শির্কটা কতইনা কঠিন ব্যাপার এবং এর পরিণাম কতই না জঘন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

তোমার প্রতি, তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে; তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিস্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৫) এই বাক্যটি শর্তের স্থানে রয়েছে, আর শর্তের জন্য এটা যরুরী নয় যে, ওটা সংঘটিত হবেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

বল ঃ দয়াময় 'রাহমানের' কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ

আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার নিকট যা আছে তা দিয়েই ওটা করতাম। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৭) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ এরা সেই লোক যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নাবুওয়াত দান করেছি। আর এদের কারণেই আমি আমার বান্দাদেরকে নি'আমাত ও দীনের অধিকারী করেছি। বিশেষ করে মাক্কার অধিবাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ১১/৫১৫, ৫১৬) এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীদের উক্তি। সুতরাং যদি এই লোকেরা অর্থাৎ মাক্কাবাসী নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের স্থলে এমন লোকদেরকে নিয়োগ করব যারা

ওটা অস্বীকার করবেনা, বরং তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এখন ঐ অস্বীকারকারীরা কুরাইশই হোক অথবা অন্য কেহই হোক, আরাবী হোক কিংবা আজমীই হোক অথবা আহলে কিতাবই হোক, ওদের স্থলে অন্য জাতিকে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণকে এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তাদেরকে নিয়োগ করব। তারা আমার কোন কথাকেই এমন কি একটি অক্ষরকেও অস্বীকার করবেনা এবং প্রত্যাখ্যানও করবেনা। বরং তারা কিয়ামাত পর্যন্ত কুরআনুল হাকীমের সমস্ত আয়াতের উপরই বিশ্বাস রাখবে। আয়াতগুলি স্পষ্ট মর্ম বিশিষ্টই হোক অথবা অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট হোক। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে তার ঐ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা পেয়েছেন তাঁর দয়া/করুনা, রাহমাত ও হিদায়াত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

أُوْلَـــئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ উল্লিখিত নাবীরা এবং তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোন এমনই লোক, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন, সুতরাং তুমি তাদের অনুসরণ কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যখন এই আদেশ, তখন তাঁর উম্মাততো তাঁরই অনুসারী, সুতরাং তাদের উপরও যে এই আদেশই প্রযোজ্য এটা বলাই বাহুল্য।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল– সূরা ص এ কি সাজদাহ রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ হতে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করে বলেন ঃ তিনি (আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাঃ) তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত।

মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন, ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) এ সম্পর্কে আরও জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪)

قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا হে নাবী! তুমি লোকদেরকে বলে দাও, আমি তোমাদের কাছে এই কুরআন প্রচারের বিনিময়ে কোন কিছুই যাঞ্চা করছিনা।

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশের ভাণ্ডার, যেন তারা এর মাধ্যমে গুমরাহী থেকে হিদায়াতের দিকে আসতে পারে এবং কুফরী ছেড়ে ঈমান আনতে পারে।

৯১। এই লোকেরা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। কেননা তারা বলল ঃ আল্লাহ কোন মানুষের উপর কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি; তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা রূপে যে কিতাব মূসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশ গোপন করছ। (ঐ কিতাব দ্বারা) তোমাদেরকে বহু বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা জানতেনা। তুমি বলে দাও ঃ তা আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে তাদের বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক।	٩١. وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
৯২। আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুব বারাকাতময় কিতাব এবং পূর্বের সকল	٩٢. وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ

কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে, যেন তুমি কেন্দ্রীয় মাক্কা নগরী এবং ওর চতুস্পার্শ্বস্থ জনপদের লোকদেরকে ওর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর। যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে তারা এই কিতাবকেও বিশ্বাস করবে এবং ওর প্রতি ঈমান আনবে, আর তারা নিয়মিতভাবে সালাতও আদায় করে।	يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

মানুষ ছাড়া অন্য কারও প্রতি অহী নাযিল করা হয়নি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, তারা যখন আল্লাহর রাসূলকে অবিশ্বাস করল তখন বুঝা গেল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদার হক আদায় করলনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১১/৫২৪) আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঐ নির্বোধদের উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেননি। শানে নুযূল হিসাবে প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। কেননা এ আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর ইয়াহুদীরা এ কথা বলতনা যে, মানুষের উপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। কেননা তারা এটা স্বীকার করে যে, তাওরাত মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মাক্কার অধিবাসী কুরাইশ ও আরাবরাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করত। তাদের দলীল ছিল এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ এবং মানুষের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২) আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. قُل لَّوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا

'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। বল ঃ মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাককেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৪-৯৫) এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ আল্লাহর যেরূপ মর্যাদা দেয়া উচিত তা তারা দেয়নি। অর্থাৎ তারা বলল যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেননি।

قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আল্লাহ মূসার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। যে কিতাব লোকদের উপর নূর ও হিদায়াত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। মূসা (আঃ) কর্তৃক পেশকৃত কিতাব 'তাওরাত' কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা এবং সবাই এ কথা অবগত যে, মূসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) কিতাব আল্লাহ কর্তৃকই অবতারিত ছিল, যদ্বারা মানুষ হিদায়াতের আলো লাভ করত এবং সন্দেহের অন্ধকারে সোজা সরল পথ খুঁজে পেত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا তোমরা তাওরাতকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, কিন্তু তা থেকে কপি করে অন্য কাগজে লিখতে গিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্ধনও করতে রয়েছ। আর বলতে রয়েছ যে, এটাও আল্লাহরই আয়াত। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, কিছু কিছু প্রকৃত আয়াত প্রকাশ করছ বটে, কিন্তু অধিকাংশ আয়াতকেই তোমরা গোপন করছ। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ এই কিতাবের মাধ্যমে তোমরা এমন কিছু জেনেছ যা তোমরাও জানতেনা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও। অর্থাৎ

হে কুরাইশের দল! কে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে অতীতের সংবাদ রয়েছে এবং ভবিষ্যত বাণীও বিদ্যমান আছে? যেগুলি না তোমরা জানতে, আর না তোমাদের বাপ-দাদারা জানত। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এর উত্তর তুমি নিজেই প্রদান কর যে, এই কুরআন আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। এটা হচ্ছে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীরের বর্ণনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক। অবশেষে মৃত্যুর পর তাদের বিশ্বাসের চক্ষু খুলে যাবে এবং পরিশেষে তারা জানতে পারবে যে, চূড়ান্ত সাফল্য তাদের, নাকি আল্লাহভীরু বান্দাদের। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَهَـٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ এই কুরআন হচ্ছে অত্যন্ত বারাকাতময় এবং এই কিতাব পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে। এ কিতাব তিনি এই জন্যই অবতীর্ণ করেছেন যেন তুমি এর মাধ্যমে মাক্কা এবং ওর চতুস্পার্শ্বে বসবাসকারী আরাব গোত্রগুলোকে এবং আরাব ও অনারাবের আদম সন্তানদেরকে কুফর ও শির্‌কের ভয়াবহ পরিনাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করতে পার। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَـٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আন। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) এবং

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলি আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের কেহকেই দেয়া হয়নি। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, প্রত্যেক নাবী নির্দিষ্টভাবে নিজের কাওমের নিকটেই প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আমি সারা বিশ্ববাসীর কাছেই প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এই কিতাবের (কুরআনের) উপরও বিশ্বাস রাখে যা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ তারা এমনই মু'মিন যে, তারা স্বীয় সালাতসমূহের পাবন্দী করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সঠিক সময়ে

সালাত আদায় করা তাদের উপর ফার্‌য করেছেন তারা সেইভাবেই সালাত আদায় করে।

৯৩। আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলে ঃ আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার উপর প্রকৃত পক্ষে কোন অহী নাযিল করা হয়নি এবং যে ব্যক্তি এও বলে ঃ যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন, তদ্রূপ আমিও আনয়ন করছি। আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবুল করা হতে অহংকার করেছিলে।	٩٣. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ
৯৪। আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে-	٩٤. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ

ছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশ-কারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা আল্লাহর শরীক দাবী করতে; বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্কতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে।	كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অহী প্রাপ্তির দাবী করে সে হল সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারীদের চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? সে তাঁর শরীক স্থাপন করছে বা বলছে যে, তাঁর সন্তান রয়েছে, কিংবা দাবী করছে যে, আল্লাহ তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, অথচ তাকে পাঠানো হয়নি। ইকরিমাহ (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি মুসাইলামা কায্‌যাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১১/৫৩৩-৫৩৫)

وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে বলে, আল্লাহ যেমন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আমিও তদ্রূপ অবতীর্ণ করতে পারি। অর্থাৎ সে দাবী করছে যে, আল্লাহর মত সেও অহী অবতীর্ণ করতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا قَالُوا۟ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ ۙ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩১)

মৃত্যুর সময় এবং বিচার দিবসে অপরাধীদের অবস্থা

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ হে নাবী! তুমি যদি ঐ সময়ের অবস্থা দেখতে, যে সময় যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় পরিবেষ্টিত হবে! وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ মালাইকা প্রহার করার জন্য হাত উঠাবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ

তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ

এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ২) যাহহাক (রহঃ) ও আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে শাস্তির জন্য হাত উঠানো। (তাবারী ১১/৫৩৯) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ

তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৫০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ ঐ মালাইকা তাদের দেহ থেকে প্রাণ বের করার জন্য তাদের দিকে তাঁদের হাত প্রসারিত করবেন। তারা তাদেরকে

আঘাত/প্রহার করবেন এবং বলবেন, তোমরা তোমাদের প্রাণগুলো বের করে দাও। যখন কাফিরদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হবে তখন মালাইকা তাদেরকে শাস্তি, শৃংখল, জাহান্নাম, গরম পানি এবং আল্লাহর গযবের সংবাদ প্রদান করবেন। তখন তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করবে এবং তাদের দেহের মধ্যে এদিক ওদিক লুকাতে চেষ্টা করবে। সেই সময় মালাইকা তাদেরকে প্রহার করতে থাকবেন যে পর্যন্ত না তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসে। আর তারা বলবেন ঃ

أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ নিজেদের প্রাণগুলো বের করে দাও। তোমরা যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে তারই শাস্তি স্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে। মু'মিন ও কাফিরদের মৃত্যু সম্পর্কীয় বহু হাদীস অথবা মুতওয়াতির বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে পার্থিব জগতে ও পরকালে সঠিক কথার উপর অটল রাখবেন।

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ

যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৭) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৪) এ কথা তাদেরকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে। যেমন আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ

আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৮) তিনি আরও বলেন ঃ

وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ

আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৪) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইব্‌ন আদম (আদম সন্তান) বলে ঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদতো এতটুকুই যা তুমি খেয়ে

শেষ করেছ, যা পরিধান করে পুরানো করেছ এবং যা দান-খাইরাত করেছ এবং যা জমা করেছ (উত্তম আমলের মাধ্যমে)। এ ছাড়া তোমার সমস্ত সম্পদ অন্যের জন্য। (তুমি রেখে গেলে)।' (মুসলিম ৪/২২৭৩)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন, কিয়ামাত দিবসে আদম সন্তানকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসা হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তুমি (পৃথিবীতে) যা সংগ্রহ করেছিলে তা কোথায়? সে উত্তর দিবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমি যা কিছু উপার্জন করেছি তা সবই দুনিয়ায় চিরতরে রেখে এসেছি। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি এখানের জন্য তোমার অগ্রে কি কি (সৎ আমল) পাঠিয়েছ? তখন সে জানতে পারবে যে, তার নিজের জন্য আখিরাতের উদ্দেশে সে কিছুই প্রেরণ করেনি। হাসান বাসরী (রহঃ) অতঃপর নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ *আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছো, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ।* ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ এর দ্বারা তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হচ্ছে। কেননা তারা দুনিয়ায় মূর্তির পূজা করত এবং মনে করত যে, ওগুলি পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে তাদের জন্য উপকারী হবে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। পথভ্রষ্টতা শেষ হয়ে যাবে, মূর্তিগুলোর রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ

أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬২) তাদেরকে আরও বলা হবে ঃ

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদাত করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৯২-৯৩) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজ-কর্মে আমার শরীক। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে! তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণকারীরা বলবে ঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রূপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা আগুন হতে উদ্ধার পাবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬-১৬৭) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা

একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫) আর এক স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقِيلَ ٱدْعُوا۟ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৪) আরও বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟

আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৮)

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

আর যে সব মিথ্যা মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩০)

৯৫। নিশ্চয়ই দানা ও বীজ দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং তিনিই প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে নিগর্তকারী; তিনিইতো আল্লাহ, তাহলে তোমরা কোথায় যাচ্ছো?	٩٥. إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ
৯৬। তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব	٩٦. فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ

পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ।	ٱلْعَلِيمِ
৯৭। আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার স্থল ভাগে এবং সমুদ্রে। নিশ্চয়ই আমি প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।	٩٧. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ তিনি যমীনের বপনকৃত দানাকে উপরে এনে চৌচির করে দেন এবং তার থেকে বিভিন্ন প্রকারের সব্জি ও বর্ধনশীল উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। ওগুলির রং পৃথক, আকৃতি এবং কান্ড পৃথক। فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى এর তাফসীরে বলা হয়েছে যে, তিনি একটা প্রাণহীন জিনিসের মধ্য থেকে একটা প্রাণযুক্ত জিনিস অর্থাৎ উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন এবং জীবন্ত থেকে নির্জীব সৃষ্টি করেন। যেমন বীজ ও দানা যা হচ্ছে নির্জীব জিনিস, এটা থেকে তিনি জীবন্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩)

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রাণহীন ডিম হতে জীবন্ত মুরগী সৃষ্টি হয়, কিংবা এর বিপরীত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পাপাচারের ঔরষে সৎ সন্তানের জন্মলাভ এবং সৎ ব্যক্তির ঔরষে পাপাচার ছেলের জন্মলাভ। কেননা সৎ ব্যক্তি জীবিতের সাথে তুলনীয় এবং পাপী লোক

মৃতের সাথে তুলনীয়। এ ছাড়া আরও বহু অর্থ হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ এ সবকিছু আল্লাহই করে থাকেন যিনি হচ্ছেন এক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছ? সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কারও ইবাদাত করার কারণ কি? আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তাতো তিনিই। যেমন তিনি অত্র সূরার শুরুতেই বলেছেন ঃ

وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১) অর্থাৎ তিনি দিনের আলোকের মধ্য থেকে রাতের অন্ধকারকেও বের করেন, আবার তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনের আলোকে বের করেন যা সারা প্রান্তকে উজ্জ্বলময় করে। রাত শেষে অন্ধকার দূর হয় এবং উজ্জ্বল দিন প্রকাশিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) এভাবে মহান আল্লাহ পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিসগুলি সৃষ্টি করে স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেন যে, তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনকে বের করেন। وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا রাতকে তিনি বিশ্রামকাল করেছেন যেন সবকিছু তাতে শান্তি ও আরাম লাভ করতে পারে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلضُّحَىٰ. وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১-২) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا. وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

শপথ দিনের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে। শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে। (সূরা শাম্‌স, ৯১ ঃ ৩-৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫) যেমন তিনি বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ

সূর্য এবং চাঁদ আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই আদেশে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা তারই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি মহাপরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। কেহ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনা। কেহই তাঁর অগোচরে থাকতে সক্ষম নয়, সেটা যমীন কিংবা আসমানের অণু পরিমাণই জিনিস হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা যেখানেই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন সেখানেই তিনি বাক্যকে عَزِيْزٌ ও عَلِيْمٌ শব্দ দ্বারাই শেষ করেছেন। যেমন এখানেও (৬ ঃ ৯৬) ঐ নিয়মের ব্যক্তিক্রম ঘটেনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ. وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৭-৩৮)

মহান আল্লাহ যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই তারকাগুলি প্রথমতঃ হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্য, দ্বিতীয়তঃ এগুলি শাইতানদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় এবং তৃতীয়তঃ এগুলির মাধ্যমে স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চেনা যায়। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের কেহ কেহ বলেছেন যে, তারকারাজি সৃষ্টির মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি কেহ মনে করেন যে, এই তিনটি উদ্দেশ্য ছাড়া আরও উদ্দেশ্য রয়েছে তাহলে তিনি ভুল বুঝেছেন এবং কুরআনের আয়াতের উপর বাড়াবাড়ি করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সত্য ও ন্যায়কে চিনে নিয়ে অসত্য ও অন্যায়কে পরিহার করে।

৯৮। তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (প্রত্যেকের জন্য) একটি স্থান অধিক দিন থাকার জন্য এবং একটি স্থান অল্প দিন থাকার জন্য রয়েছে, এই নিদর্শনসমূহ আমি তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে।	٩٨. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ
৯৯। আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, ওর সাহায্যে	٩٩. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ

সব রকমের উদ্ভিদ আমি (আল্লাহ) উৎপন্ন করি; অতঃপর তা থেকে সবুজ শাখা বের করি, ফলতঃ তা থেকে আমি উপর্যুপরি উত্থিত বীজ উৎপন্ন করি। এবং খেজুর বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ ওর পুষ্পকণিকা থেকে ছড়া হয় যা নিম্ন দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর আঙ্গুরসমূহের উদ্যান এবং যাইতুন ও আনার যা পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত। প্রত্যেক ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন ওটা ফলে এবং ওর পরিপক্ক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য কর। এই সমুদয়ের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে তাদেরই জন্য যারা ঈমান রাখে।	ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ তিনিই তোমাদেরকে একটি আত্মা আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১)

فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ এ দু'টি শব্দের ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবূ আবদুর

রাহমান আস সুলামী (রহঃ), কায়িস ইব্‌ন আবূ হাযিম (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা মায়ের গর্ভকে বুঝানো হয়েছে। আর مُسْتَوْدَعٌ শব্দ দ্বারা পিতার পিঠকে (কটিদেশ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/৫৬৫-৫৭০) ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ কিছু মনীষীর মতে مُسْتَقَرٌّ হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থান এবং مُسْتَوْدَعٌ হচ্ছে মৃত্যুর পর পরকালের অবস্থান।

قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ আমি নিদর্শনসমূহ ঐসব লোকের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি যারা বুঝে অর্থাৎ আল্লাহর কালাম ও ওর অর্থ সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞান রাখে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً তিনিই সেই আল্লাহ যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ওর সাহায্যে তিনি সব রকমের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। তারপর তা থেকে সবুজ শাখা বের করেন অর্থাৎ চারাগাছ উৎপন্ন করেন। অতঃপর তাতে তিনি দানা ও ফল সৃষ্টি করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ

এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩০) এর ফলেই ভূমিতে শস্য ও সবুজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঐসব গাছে আবার দানা ও ফল সৃষ্টি হয়। ওগুলির মধ্য থেকে আমি এমন দানা বের করে থাকি যা গুচ্ছ হিসাবে একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ দ্বারা ঐ ছোট ছোট খেজুর গাছ বুঝানো হয়েছে যেগুলির গুচ্ছ মাটির সাথে লেগে থাকে। (তাবারী ১১/৫৭৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ 'আঙ্গুরের বাগানসমূহ' অর্থাৎ আমি যমীনে আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। মহান আল্লাহ খুরমা ও আঙ্গুরের বর্ণনা দিয়েছেন। কেননা হিজাযবাসীদের কাছে এ দু'টি ফলই সর্বোত্তম ফল বলে গণ্য হয়। শুধু হিজাযবাসী নয়, বরং সারা দুনিয়ার লোক এ দু'টি ফলকে সর্বোত্তম ফল মনে করে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৭) এটা হচ্ছে মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার আয়াত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ

তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৪) তিনি আরও বলেন ঃ

انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ আমি যাইতুন ও আনারেরও বাগান করে দিয়েছি যা পাতা ও আকৃতির দিক দিয়ে একে অপরের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বটে, কিন্তু ফল, গঠন, স্বাদ এবং স্বভাব ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক! (তাবারী ১১/৫৭৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যখন ফল পেকে যায় তখন ঐগুলির প্রতি লক্ষ্য কর! অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ যে, তিনি কিভাবে ওগুলিকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। ফল ধরার পূর্বে গাছগুলিতো জ্বালানী কাঠ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এই কাঠের মধ্য থেকেই মহান আল্লাহ এসব সুমিষ্ট খুরমা, আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল বের করেছেন! যেমন তিনি বলেন ঃ

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শষ্যক্ষেত্র, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খর্জুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে বলেন ঃ হে লোকেরা! এগুলি আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতা ও পূর্ণ নৈপুন্যের পরিচয় বহন করছে। ঈমানদার লোকেরাই এগুলি বুঝতে পারে এবং তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করে থাকে!

১০০। আর এই (অজ্ঞ) লোকেরা	١٠٠. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ

জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ আল্লাহই ঐগুলিকে সৃষ্টি করেছেন, আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর জন্য পুত্র কন্যা রচনা করে; তিনি মহিমান্বিত (পবিত্র), এদের আরোপিত বিশেষণগুলি হতে বহু উর্ধ্বে তিনি।	وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ

মূর্তি পূজকদের তিরস্কার প্রদান

এখানে মুশরিকদের কথাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক বানিয়ে নেয় এবং শাইতানের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তারাতো মূর্তিগুলোর পূজা করত, তাহলে শাইতানের পূজা করার ভাবার্থ কি? উত্তরে বলা যাবে যে, তারাতো শাইতান কর্তৃক পথভ্রষ্ট হয়ে এবং তার অনুগত হয়েই মূর্তিপূজা করত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا. لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শাইতান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে,

কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৭-১২০) যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا

হে আমার পিতা! শাইতানের ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০-৬১) কিয়ামাতের দিন মালাইকা বলবেন ঃ

سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪১) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ এই মুশরিকরা শাইতানদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তাদেরকেও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তারা আল্লাহর সাথে তাঁরই মাখলূক বা সৃষ্টিকে কি করে পূজা করছে! যেমন ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

সে বলল ঃ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং

তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৫-৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ তারা না জেনে, না বুঝে আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা সাব্যস্ত করে। এখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে বিভ্রান্তির ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে। যেমন ইয়াহুদীরা বলে যে, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র, অথচ তিনি একজন পয়গম্বর। আর খৃষ্টানরা বলে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং আরাবের মুশরিকরা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা বলত। এই অত্যাচারীরা যে উক্তি করছে, আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

خَرَقُوا শব্দের অর্থ হচ্ছে, তারা মন দ্বারা গড়িয়ে নিয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা অনুমান করে নিয়েছে। আউফী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে–তারা মীমাংসা করে নিয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তারা মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়েছে। ভাবার্থ হল এই যে, যাদেরকে তারা ইবাদাতে শরীক করে নিচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। যিনি আল্লাহ, কি করে তাঁর পুত্র, কন্যা কিংবা স্ত্রী থাকতে পারে! এ জন্যই তিনি বলেন ঃ তিনি মহিমান্বিত, তাদের আরোপিত বিশেষণগুলো হতে বহু ঊর্ধ্বে।

১০১। তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সঙ্গিনীই কেহ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তাঁর ভাল রূপে জ্ঞান রয়েছে।	١٠١. بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

'বাদী' (بَدِيع) শব্দের অর্থ

আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা। এ দু'টি সৃষ্টি করার সময় কোন নমুনা তাঁর সামনে ছিলনা। মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন, বিদ'আতকে বিদ'আত বলার কারণ এই যে, পূর্ব যুগে এর কোন

নযীর ছিলনা। (তাবারী ২/৫৪০) মানুষ কোন আমলকে নিজের পক্ষ থেকে আবিষ্কার করে নিয়ে ওকে সাওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ আল্লাহর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁরতো জীবন সঙ্গিনী নেই। সন্তানতো দু'টি অনুরূপ জিনিসের মাধ্যমে জন্মলাভ করে! আর আল্লাহর অনুরূপ কেহই নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۝ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছ। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৮৯)

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁরই সৃষ্ট জীব কিরূপে তাঁর স্ত্রী হতে পারে? তাঁর মর্যাদার সমতুল্যতো কোন কিছু নেই। কি রূপে তাঁর সন্তান জন্ম লাভ করতে পারে? আল্লাহর সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

১০২। তিনি আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা'বুদ নেই, প্রত্যেক বস্তুরই স্রষ্টা তিনি, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর, তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল।	١٠٢. ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ
১০৩। কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।	١٠٣. لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

আল্লাহ সবার প্রভু/রাব্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ তিনিই তোমাদের প্রভু যিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

তিনিই প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর একাত্মবাদ স্বীকার করে নাও। তাঁর কোন সন্তান নেই, পিতা নেই, জীবন সঙ্গিনী নেই এবং সমতুল্যও কেহ নেই।

لا إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বূদ নেই, প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা তিনিই। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করবে। প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি রক্ষক। প্রত্যেক জিনিসের তিনি তদারককারী। তিনিই জীবিকা দান করেন। রাত ও দিন তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

সবার প্রভু আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ কারও দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারেনা। এই মাসআলায় পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের থেকে সহীহ, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, পরকালে চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যাবে বটে, কিন্তু দুনিয়ায় তাঁকে দেখা যাবেনা। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে এটাই প্রমাণিত আছে। যেমন মাসরূক (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় রাব্বকে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলাতো বলছেন ঃ তাঁকে কারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারেনা, আর তিনি সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী। (৬ ঃ ১০৩) (ফাতহুল বারী ৮/৪৭২, মুসলিম ১/১৫৯৬, ৬/৪৯; তিরমিযী ৮/৪৪১, নাসাঈ ৬/৩৩৫)

আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যাননা এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়। তিনি দাঁড়িপাল্লা দাঁড় করে রেখেছেন। দিনের আমলগুলি রাতের পূর্বে এবং রাতের আমলগুলি দিনের পূর্বে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে আলো বা আগুন। যদি উহা সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে তাঁর জ্যোতি সারা সৃষ্ট বস্তুকে জ্বালিয়ে দিবে। (মুসলিম ১/১৬২)

পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) বলেছিলেন ঃ 'হে মূসা! কোন প্রাণী আমার ঔজ্জ্বল্য পেয়ে জীবিত থাকতে পারেনা এবং কোন শুষ্ক বস্তু ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারেনা।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে এলো তখন সে বলল ঃ আপনি মহিমাময়, আপনার পবিত্র সত্তার কাছে আমি তাওবাহ করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৩) এই আয়াত কিয়ামাত দিবসে তাঁর দর্শনকে অস্বীকার করেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের উপর নিজকে প্রকাশ করবেন তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী। দৃষ্টিসমূহ তা পূরাপুরিভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবেনা। এ কারণেই لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ এ আয়াতের আলোকে আয়িশা (রাঃ) আখিরাতে দেখতে পাওয়ার প্রতি স্বীকৃতি দান করেন এবং দুনিয়ায় দেখাকে অস্বীকার করেন। সুতরাং *'ইদরাক'* যা অস্বীকার করছে তা হচ্ছে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও দর্শন পাওয়া যা পৃথিবীতে কোন মানব বা মালাইকার পক্ষে সম্ভব নয়।

ইরশাদ হচ্ছে وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী। কেননা তিনিই মানুষের চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি তা পরিবেষ্টন করতে পারবেননা কেন? তিনি বলেন ঃ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেননা? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১৪) আবার এও হতে পারে যে, 'সকল দৃষ্টি' বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন এই যে, কেহই তাকে (ইহজীবনে) দেখতে পাবেনা, কিন্তু তিনি তাঁর সকল সৃষ্ট জীবকে দেখতে রয়েছেন। আবুল আলিয়া (রহঃ) وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী এবং অনুদঘাটন থেকে উদঘাটনকারী। মহান আল্লাহ লুকমানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬)

১০৪। এখন নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য দর্শনের উপায়সমূহ পৌঁছেছে, অতএব যে ব্যক্তি নিজের গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করবে সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে, আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর আমিতো তোমাদের প্রহরী নই।	١٠٤. قَدۡ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَنۡ أَبۡصَرَ فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ عَمِيَ فَعَلَيۡهَاۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيۡكُم بِحَفِيظٖ
১০৫। এ রূপেই আমি নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করি, যেন লোকেরা না বলে - তুমি কারও নিকট থেকে পাঠ করে নিয়েছ, আর যেন আমি একে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য প্রকাশ করে দিই।	١٠٥. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسۡتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

দলীল-প্রমাণ বা بَصَائِر এর অর্থ

بَصَائِر শব্দের অর্থ হচ্ছে দলীল প্রমাণাদী এবং নিদর্শনাবলী যা কুরআনুম মাজীদে রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলি অনুযায়ী কাজ করল সে নিজেরই উপকার সাধন করল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَا

অতএব যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই পথে আসবে; আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে তার পথভ্রষ্টতা তারই উপরে বর্তাবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৮) এ জন্যই এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَنۡ عَمِيَ فَعَلَيۡهَا যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ

বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ وَمَا أَنَا۠ عَلَيۡكُم بِحَفِيظٖ হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমিতো তোমাদের প্রহরী নই। আমি শুধুমাত্র একজন প্রচারক। হিদায়াতের মালিকতো আল্লাহ। তিনি যাকে চান হিদায়াত করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ এ রূপেই আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে থাকি। যেমন তিনি এই সূরায় একাত্মবাদের বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেও যে, মুশরিক ও কাফিরেরা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি এইসব কথা পূর্ববর্তী কিতাবগুলো হতে নকল করেছেন এবং ওগুলো শিখে আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ১২/২৭)

তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্‌ন কাইসান (রহঃ) বলেন যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ 'দারাস্তা' অর্থ হচ্ছে পাঠ করা এবং তর্ক-বির্তক করা। (তাবারানী ১১/১৩৭) কাফিরদের অস্বীকার এবং ঔদ্ধ্যততার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আর একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ إِفۡكٌ ٱفۡتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيۡهِ قَوۡمٌ ءَاخَرُونَۖ فَقَدۡ جَآءُو ظُلۡمٗا وَزُورٗا. وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٱكۡتَتَبَهَا فَهِيَ تُمۡلَىٰ عَلَيۡهِ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلٗا

কাফিরেরা বলে ঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে; অবশ্যই তারা যুল্‌ম ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা

সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪-৫) মিথ্যাবাদী কাফিরদের নেতা ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগিরাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ

সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল এবং ঘোষণা করল, এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। এটাতো মানুষেরই কথা। (৭৪ ঃ ১৮-২৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ আমি একে জ্ঞানবান লোকদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকি যারা সত্যকে জেনে নেয়ার পর ওর অনুসরণ করে এবং মিথ্যা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। কাফিরদের পথভ্রষ্টতা এবং মু'মিনদের সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কৌশল ও যৌক্তিকতা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا

তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

এটা এ জন্য যে, শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের হৃদয় পাষাণ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

আমি তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ। আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিরেরা বলবে ঃ আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (৭৪ ঃ ৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪) কুরআন মু'মিনদের জন্য যে হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা যে তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এ সম্পর্কে বহু আয়াত

রয়েছে। এ জন্যই এখানে তিনি বলেন ঃ 'এ রূপেই তিনি নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন ধারায় বিশ্বাসীদের জন্য প্রকাশ করেন এবং তাঁর ইচ্ছাধীনেই মানুষের সৎ পথ কিংবা অসৎ পথ প্রাপ্তি।

১০৬। তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ করে চল, তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা'বূদ নেই, আর অংশীবাদীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।	١٠٦. ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ
১০৭। আর আল্লাহর যদি অভিপ্রায় হত তাহলে এরা শির্ক করতনা; আর আমি তোমাকে এদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত নও।	١٠٧. وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ وَمَا جَعَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

অহীর অনুসরণ করার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাতকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ তোমরা অহীরই অনুসরণ কর এবং ওর উপরই আমল কর। কেননা এটাই সত্য এবং এতে কোন ভেজাল বা মিশ্রণ নেই। বলা হয়েছে ঃ

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ আর তোমরা এই মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চল, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তারা যে কষ্ট দিচ্ছে তা সহ্য করে নাও যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে আল্লাহ তাদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম করেন। জেনে রেখ যে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার মধ্যে আল্লাহর নৈপুন্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা

করলে সারা দুনিয়াবাসীই হিদায়াত লাভ করত এবং মুশরিকরা শির্কই করতনা। এর মধ্যে মহান আল্লাহর বিশেষ নিপুণতা রয়েছে। তিনি যা কিছু করেন তাতে প্রতিবাদ করার অধিকার কারও নেই। বরং তাঁর কাছেই সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। হে নাবী! আমি তোমাকে তাদের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিনি। তাদের মনে যা আসে তাই তাদেরকে বলতে ও করতে দাও। আমি তোমার উপর তাদের দেখা শোনার ভার অর্পণ করিনি। তুমি তাদেরকে আহার্যও প্রদান করছনা। তোমার কাজতো শুধু প্রচার করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (৮৮ ঃ ২১-২২) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০)

১০৮। এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত (পূজা-অর্চনা) করে তোমরা তাদেরকে গালাগালি করনা, তাহলে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে। আমিতো এ রূপেই প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্য তাদের 'আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তারা কি কি কাজ করেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।	١٠٨. وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

দেব-দেবীদের গালি দিতে নিষেধাজ্ঞা, যাতে কাফিরেরা আল্লাহকে গালি না দেয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে, তাঁরা যেন মুশরিকদের দেবতাগুলোকে গালাগালি না করে। এতে কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও এর ফলে ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাদের দেবতাদেরকে গালি দিলে তারাও মুসলিমদের প্রভু আল্লাহকে গালি দিবে। মুশরিকরা বলত ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আপনারা আমাদের দেবতাদের গালি দেয়া হতে বিরত থাকুন, নতুবা আমরাও আপনাদের প্রভুর নিন্দা করব।' তাই আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের দেবতাদেরকে গালি দিতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করলেন। (তাবারী ১২/৩৪)

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুসলিমরা কাফিরদের মূর্তিগুলোকে গালি দিতেন। তখন কাফিরেরাও হাকীকত না বুঝে বৈরীভাব নিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে মন্দ বলত। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তারা অজ্ঞতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালি দিতে শুরু করবে।' (আবদুর রাযযাক ২/২১৫) সুতরাং তাদের দেবতাদেরকে গালি দেয়ার যৌক্তিকতা থাকলেও এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা এতে বিবাদ বিসম্বাদ আরও বেড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে তার মাতা-পিতাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত!' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন লোক কি তার মাতা-পিতাকে গালি দিতে পারে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'যে কোন লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন লোকটি গালিদানকারীর পিতাকে গালি দেয় এবং যে কোন লোকের মাকে গালি দেয়, সে তখন এর মাকে গালি দেয়, সুতরাং প্রথম লোকটি যেন নিজের মাতা-পিতাকেই গালি দিল।' (ফাতহুল বারী ১০/৪১৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ এভাবেই আমি প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। অর্থাৎ যেমন এই কাওম মূর্তির প্রতি আসক্তিকেই পছন্দ করেছে, তদ্রূপ পূর্ববর্তী উম্মাতও পথভ্রষ্ট ছিল এবং তারাও নিজেদের আমলকেই পছন্দ করত।

আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন এবং তাতেই নিপুণতা নিহিত থাকে। ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ শেষ পর্যন্ত মানুষকে

আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেইদিন তারা তাদের দুনিয়ার কৃত কার্যগুলি ভাল কি মন্দ তা জানতে পারবে। যদি সেগুলি ভাল হয় তাহলে তারা ভাল বিনিময় পাবে এবং যদি মন্দ হয় তাহলে মন্দ বিনিময়ই প্রাপ্ত হবে।

১০৯। আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে শপথ করে তারা বলে ঃ কোন নিদর্শন (মু'জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে; তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শনগুলি সমস্তই আল্লাহর অধিকারে, আর (হে মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা!	١٠٩. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ
১১০। আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব।	١١٠. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

মু'জিযা দেখতে চাওয়া এবং এরপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি

মুশরিকরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন মু'জিযা দেয়া হয় এবং তার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তাহলে ঈমান আনব। তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে

দাও, মু'জিযাতো আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে মু'জিযা প্রদান করবেন, ইচ্ছা না করলে করবেননা।

কেহ কেহ বলেছেন যে, يُشْعِرُكُمْ দ্বারা মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন তাদেরকে বলছেন, যে ঈমানযুক্ত কথাগুলি বারবার শপথ করে বলা হচ্ছে সেগুলি কি তোমরা প্রকৃতই সত্য মনে করছ?

বলা হয়েছে যে, وَمَا يُشْعِرُكُمْ দ্বারা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। 'হে মু'মিনগণ! তোমরা কি জান যে, এই নিদর্শনগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরেও এরা ঈমান আনবেনা?'

... وَمَا يُشْعِرُكُمْ এই আয়াতের লুকায়িত ভাবার্থ হচ্ছে, হে মু'মিনগণ! তোমাদের কাছে এর কি প্রমাণ আছে যে, এরা এদের চাওয়া নিদর্শন ও মু'জিযা দেখে অবশ্যই ঈমান আনবে?

مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

'আমি যখন তোকে সাজদাহ করতে (আদমকে) আদেশ করলাম তখন কোন বস্তু তোকে নতঃ শির হতে নিবৃত্ত করল?' (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২)

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

'যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত।' (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৫) এই আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ওহে ইবলীস! কিসে তোকে সাজদাহ করা হতে বিরত রাখল? অথচ আমিতো তোকে তা করতে আদেশ করেছি। দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যে জনপদ ধ্বংস করা হয়েছে তা আর কখনও ওর অস্তিত্বে ফিরে আসবেনা। এখন (৬ ঃ ১০৯) আয়াতের ভাবার্থ দাড়াচ্ছে এই যে, হে বিশ্বাসীগণ! কিসে তোমাদের এই ধারনা জন্মেছে যে, যদি অবিশ্বাসীদের প্রতি নিদর্শন অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা তা বিশ্বাস করবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে আমি তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও কুফরীর কারণে আল্লাহ তা'আলা

তাদের অন্তর এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবেন। তারা এখন কিছুই মানতে রাজী নয়। তাদের মধ্যে ও ঈমানের মধ্যে বিচ্ছেদ এসে গেছে। তারা সারা দুনিয়ার নিদর্শন ও মু'জিযা দেখলেও ঈমান আনবেনা। যেমন প্রথমবার তাদের মধ্যে ও তাদের ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা যা বলবে তা বলার পূর্বেই আল্লাহ ওর সংবাদ দিয়েছেন এবং তারা যে আমল করবে, পূর্বেই তিনি সেই খবর দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪)

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ

যাতে কেহকেও বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৬)

لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তাহলে আমি সৎ কর্মশীল হতাম। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যদি তাদেরকে দুনিয়ায় পুনরায় ফিরিয়ে দেয়াও হয় তথাপি তখনও তারা হিদায়াতের উপর থাকবেনা। তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়াও হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৮) অর্থাৎ দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার পরেও তারা পূর্বের মতই ঈমান আনবেনা। কেননা এই সময়ের ন্যায় ঐ সময়েও আল্লাহ তাদের অন্তর ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবেন এবং আবারও তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিবেন।

সপ্তম পারা সমাপ্ত।

১১১। আমি যদি তাদের কাছে মালাকও অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের	١١١. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ

সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুও যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।	ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যারা শপথ করে করে বলে যে, তারা কোন নিদর্শন ও মু'জিযা দেখতে পেলে অবশ্যই ঈমান আনবে, তাদের প্রার্থনা যদি আমি কবূল করি এবং তাদের উপর মালাইকাও অবতীর্ণ করি যারা রাসূলদেরকে সত্যায়িত করবে এবং তোমার (মুহাম্মাদ সঃ) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করবে, তথাপিও তারা ঈমান আনবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا

অথবা আল্লাহ ও মালাক/ফেরেশতাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯২)

قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ

তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করিনা কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১) আর যদি মালাইকাও তাদের কাছে এসে কথা বলে এবং রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে ও সমস্ত জিনিসের ভান্ডার

তাদের কাছে এনে জমা করে দেয়, তথাপি তারা ঈমান আনবেনা। قُبُلًا শব্দটিকে কেহ কেহ قَاف এ যের দিয়ে এবং بَاء কে যবর দিয়ে পড়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আবার কেহ কেহ দু'টিকেই পেশ দিয়ে পড়েছেন, যার কারণে অর্থ দাঁড়িয়েছে ঃ দলে দলে লোক এসেও যদি রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে তথাপিও তারা ঈমান আনবেনা। হিদায়াত দানতো একমাত্র আল্লাহর হাতে। যতই লোক হোক না কেন তাদেরকে হিদায়াত করতে পারবেনা। তিনি যা চান তা'ই করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩) যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

১১২। আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর, ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। তোমার রবের ইচ্ছা হলে, তারা এমন কাজ করতে পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলিকে	١١٢. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

বর্জন করে চলবে।	
১১৩। যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা তাদের অন্তরকে ঐ দিকে অনুরক্ত হতে দাও; এবং তারা যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আর তারা যেসব কাজ করে তা যেন তারা আরও করতে থাকে।	١١٣. وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ

প্রত্যেক নাবীরই শত্রু ছিল

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার যেমন বিরোধিতাকারী ও শত্রু রয়েছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরও বিরোধিতাকারী ও শত্রুতাকারী ছিল। সুতরাং তুমি তাদের বিরোধিতার কারণে দুঃখিত হয়োনা। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও বলেন ঃ

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

তোমার সম্বন্ধেতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। তোমার রাব্ব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ

এভাবেই প্রত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। তোমার জন্য তোমার রাব্ব পথ প্রদর্শক, সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩১) ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এই কুরাইশরা আপনার সাথে শত্রুতা করবে এবং যে নাবীই আপনার অনুরূপ কথা স্বীয় উম্মাতকে বলেছেন তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। [বুখারী ৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ নাবীদের শত্রুরা হচ্ছে মানুষ ও জিনদের মধ্যকার শাইতানরা। আর শাইতান এমন সবাইকেই বলা হয় যাদের দুষ্টামির কোন নযীর থাকেনা। ঐ রাসূলদের শত্রুতা ঐ শাইতানরা ছাড়া আর কে'ই বা করতে পারে যারা তাঁদেরই জাতি ও শ্রেণীভুক্ত? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জিনদের মধ্যেও শাইতান আছে এবং মানুষের মধ্যেও শাইতান রয়েছে। তারা নিজ নিজ দলভুক্তদেরকে পাপকাজে কুমন্ত্রণা শিক্ষা দিয়ে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا তারা একে অপরকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর, ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে। ফলে দীনহীন লোকেরা ধোকায় পরে ও প্রতারিত হয়ে বিপথে ধাবিত হয়। একমাত্র তোমার রাব্ব যাকে চান তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা। কারণ তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাইতানের কিছুই করণীয় নেই। فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের বানোয়াট রচনাগুলিকে বর্জন কর। এ আয়াত দ্বারা মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে, তারা যেন দুষ্ট লোকদের অন্যায় আচরণে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে। কারণ তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহই তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট।

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ উক্তির অর্থ এই যে, যারা পরকালের উপর বিশ্বাস করেনা তারা এসব শাইতানের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের বন্ধু ও সহায়ক হয়ে যায়। (তাবারী ১২/৫৮) তারা একে অপরকে খুশি করতে থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ

তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর, তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা, শুধু প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারীকে ব্যতীত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৬১-১৬৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে'ই তা পরিত্যাগ করে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৮-৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ হে নাবী! যদি তারা শাইতান হতে বিভ্রান্ত হতে থাকে এবং লোকেরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তারা যা উপার্জন করতে রয়েছে তা তাদেরকে উপার্জন করতে দাও। (তাবারী ১২/৫৯)

১১৪। (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) তাহলে কি আমি আল্লাহকে বর্জন করে অন্য কেহকে মীমাংসাকারী ও বিচারক রূপে অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে এই কিতাবকে বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ করেছেন! আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা জানে যে, এই কিতাব তোমার রবের পক্ষ হতেই যথার্থ ও সঠিকভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়োনা।	١١٤. أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ
১১৫। তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেহই নেই, তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।	١١٥. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলেন, أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً হে নাবী! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমি কি আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে ছাড়া আর কেহকেও

বিচারক ও মীমাংসাকারী রূপে অনুসন্ধান করব? অথচ তিনি তোমাদের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। শুধু তোমাদের জন্য নয়, বরং এই কিতাব তিনি আহলে কিতাবদের জন্যও অবতীর্ণ করেছেন। ইয়াহুদী ও নাসারারা সবাই এটা জানে যে, এই কিতাব সত্য সত্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তোমাদের ব্যাপারে তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নাবীগণের মাধ্যমে শুভ সংবাদ জানানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়োনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

অতঃপর (হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৪) এই আয়াতটি শর্তরূপে এসেছে, আর শর্ত প্রকাশিত হওয়া যরুরী নয়। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সন্দেহও করিনা এবং জিজ্ঞেস করারও আমার প্রয়োজন নেই।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً হে নাবী! তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, যা কিছু তিনি বলেন তার সবই সত্য। (তাবারী ১২/৬৩) তা যে সত্য এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারেনা। আর যা কিছু তিনি হুকুম করেন তা ইনসাফ ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা। তিনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা বাতিল ও ভিত্তিহীনই হয়ে থাকে। তিনি খারাপ ও অন্যায় থেকেই বিরত থাকতে বলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

আর সে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর হুকুম পরিবর্তনকারী কেহই নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন এবং তাদের সমুদয় কাজ সম্পর্কে তিনি

পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক আমলকারীর আমলের বিনিময় তিনি আমল অনুযায়ীই দিয়ে থাকেন।

১১৬। তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারাতো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে, আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।	١١٦. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
১১৭। কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে তা তোমার রাব্ব নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন, আর তিনি তাঁর পথের পথিকগণ সম্পর্কেও খুব ভালভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।	١١٧. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

বেশীর ভাগ লোকই বিভ্রান্ত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ বানী আদমের অধিকাংশের অবস্থা বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ

তাদের আগেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৭১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। মজার কথা এই যে, তাদের আমলের উপর তাদের নিজেদেরই সন্দেহ রয়েছে। তারা মিথ্যা ধারণার উপর বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। তারা অনুমানে কথা বলছে এবং সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছে।

خَرْصٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্দাজ ও অনুমান করা। বৃক্ষ ও চারা গাছের অনুমান করাকে বলা হয় خَرْصُ النَّخْلِ বা খেজুর গাছের অনুমান করণ।

আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিভ্রান্ত পথিককে তিনি ভালভাবেই জানেন। এ জন্যই তিনি বিভ্রান্তকারীর জন্য বিভ্রান্ত হওয়ার পথকে সহজ করে দেন।

هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ আর যারা সুপথ প্রাপ্ত, তিনি তাদের সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের জন্যও হিদায়াতকে সহজ করে দেন। যে জিনিস যার জন্য সমীচীন তাই তিনি তার জন্য সহজ করে দেন।

১১৮। অতএব যে জীবকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাহ করা হয়েছে তা তোমরা আহার কর, যদি তোমরা আল্লাহর বিধানের প্রতি ঈমান রাখ।	١١٨. فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ
১১৯। যে জন্তুর উপর যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তা আহার না করার তোমাদের কাছে কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আল্লাহ তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে নিরূপায় অবস্থায় তোমরা উক্ত হারাম বস্তুও আহার করতে পার, নিঃসন্দেহে কোন দীনী জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ইচ্ছা, বাসনা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে অনেকে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে, নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব	١١٩. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ

সীমা লংঘনকারীদের সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকিফহাল।	

আল্লাহর নামে যবাহ করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন যে, কোন জীবকে যবাহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা হলে তারা সেই জীবের গোশত খেতে পারে। অর্থাৎ যে জন্তুকে আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাহ করা হয় তা হারাম। যেমন কাফির কুরাইশরা মৃত জন্তুকে ভক্ষণ করত এবং যে জন্তুগুলোকে মূর্তি ইত্যাদির নামে যবাহ করা হত সেগুলোকেও খেত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবেনা কেন? তিনিতো হারাম জিনিসগুলো তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় পতিত হলে সবকিছুই তোমাদের জন্য হালাল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মতবাদের উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ তারা কিভাবে নিজেদের জন্য এবং গাইরুল্লাহর নামে যবাহকৃত জন্তুকে হালাল করে নিয়েছে? তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতার কারণে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পিছনে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ ঐ সব সীমা অতিক্রমকারীকে ভালরূপেই অবগত আছেন।

১২০। তোমরা প্রকাশ্য পাপ কাজ পরিত্যাগ কর এবং পরিত্যাগ কর গোপনীয় পাপ কাজও। যারা পাপ কাজ করে তাদেরকে অতি সত্বরই তাদের মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়া হবে।	١٢٠. وَذَرُواْ ظَٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ

ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত পাপকাজ পরিত্যাগ কর। মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা ঐ পাপ কাজকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে করা হয়। (তাবারী ১২/৭৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং কম/বেশি পাপের কাজ বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১২/৭২) অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৩) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ যারা পাপের কাজ করে, তাদেরকে সত্বরই তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে, সেই কাজ প্রকাশ্যভাবেই হোক বা গোপনীয়ভাবেই হোক। নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে اِثْمٌ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার অন্তরে যা খট্‌কা লাগে এবং তুমি এটা পছন্দ করনা যে, লোকের কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ুক তাই اِثْمٌ বা পাপ। (মুসলিম ৪/১৯৮০)

১২১। আর যে জন্তু যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না তা তোমরা আহার করনা। কেননা এটা গর্হিত বস্তু, শাইতানরা নিজেদের সঙ্গী সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে পারে। যদি তোমরা তাদের 'আকীদাহ্ বিশ্বাস ও কাজে আনুগত্য কর তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।	١٢١. وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে যবাহ করা খাদ্য হালাল নয়

এই আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, যখন কোন জন্তুকে যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হবেনা তখন সেটা হালাল নয়, যদিও যবাহকারী মুসলিম হয়। দলীল হিসাবে তাঁরা পেশ করেছেন শিকার সম্পর্কীয় নিম্নের আয়াতটি ঃ

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

তারা (শিকারী জন্তু) যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলিকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪)

মহান আল্লাহ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ দ্বারা আরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বলা হয়েছে যে, এরূপ যবাহকৃত জন্তু খাওয়া গর্হিত কাজ। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করা গর্হিত কাজ। আর যবাহ করা ও শিকার করার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার যে হাদীসগুলি এসেছে সেগুলি হচ্ছে আদী ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) ও আবূ সা'লাবাহ (রহঃ) বর্ণিত হাদীস। তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

'যখন তোমরা তোমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশে পাঠাবে এবং পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ বলবে তখন যদি কুকুর তোমাদের জন্য শিকার ধরে নিয়ে আসে তাহলে তা তোমরা খেতে পার।' (ফাতহুল বারী ৯/১৩৭, ৫২৪; মুসলিম ৩/১৫২৯, ১৫৩২) রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি শিকারীর দ্বারা ধৃত প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবাহ করার সময় যদি আল্লাহর নাম নেয়া হয় তাহলে তা থেকে তোমরা আহার কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের জন্য প্রত্যেক সেই অস্থি বা হাড্ডি হালাল যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৪৬, মুসলিম ৩/১৫৫৮) জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান আল বাযালী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈদ-উল-আযহার দিন যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে যবাহ করল, তার উচিত, সে যেন ঈদের সালাতের পর পুনরায় আর একটি পশু কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেনি সে যেন সালাতের পর আল্লাহর নাম নিয়ে কুরবানীর পশু যবাহ করে।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৪৬, মুসলিম ৩/১৫৫১)

শাইতানের কু-মন্ত্রণা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ শাইতানরা তাদের বন্ধুদের কাছে তাদের কথাগুলো অহী করে থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, তারা (তাদের বন্ধুরা) যেন তোমাদের (মুসলিমদের) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে।' ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক ইব্‌ন উমারকে (রাঃ) বলল ঃ 'মুখতারের এই দাবী যে, তার কাছে নাকি অহী আসে?' ইব্‌ন উমার (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'সে সত্য কথাই বলেছে।' অতঃপর তিনি ... إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ এই আয়াতটি পাঠ করেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১৩৭৯)

আবূ যামীল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি একদা ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে বসেছিলাম। সেই সময় মুখতার হাজ্জ করতে এসেছিল। তখন একটি লোক ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে এসে বলে, 'হে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)! আবূ ইসহাক (অর্থাৎ মুখতার) ধারণা করছে যে, আজ রাতে নাকি তার কাছে অহী এসেছে।' এ কথা শুনে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'সে সত্য বলেছে।' আমি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তাকে সত্যায়িত করছেন! অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অহী দুই প্রকার। একটি হচ্ছে আল্লাহর অহী এবং অপরটি হচ্ছে শাইতানের অহী। আল্লাহর অহী আসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এবং শাইতানের অহী এসে থাকে তার বন্ধুদের নিকট। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করেন। (তাবারী ১২/৮৬) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে অনুরূপ উক্তিও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার لِيُجَادِلُوكُمْ এ উক্তি সম্পর্কে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, 'যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা আহার করনা' প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ শাইতান তার ভক্ত-অনুরক্তদের বলতে থাকে, তোমরা যা হত্যা কর তা থেকে খাও এবং আল্লাহর নামে যেগুলি যবাহ করা হয় তা থেকে খেওনা। (তাবারী ১২/৮১)

সুদ্দী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বলেছিল ঃ 'তোমরা এই দাবী করছ যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা কর,

অথচ আল্লাহর হত্যাকৃত জীব তোমরা খাওনা, কিন্তু নিজের হত্যাকৃত জীব খাচ্ছ।' (তাবারী ১২/৮১)

আল্লাহর আদেশের উপর কেহকে অগ্রাধিকার দেয়া শির্ক

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ তোমরা যদি তাদের দলীলের প্রতারণায় পড়ে যাও তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা তাদেরকে মেনে চল, অর্থাৎ মৃত পশু থেকে আহার কর তাহলে তোমরা মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকেই একই মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১২/৮০) যেমন তিনি বলেন ঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩১) তখন আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারাতো পুরোহিত নেতাদের ইবাদাত করেনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'ঐ নেতা ও পুরোহিতরা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিয়েছে, আর ঐ লোকগুলো এদের কথা মেনে নিয়েছে। ইহাই হচ্ছে তাদের ইবাদাত করা।' (তিরমিযী ৮/৪৯২)

১২২। এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? এ রূপেই কাফিরদের জন্য তাদের	١٢٢. أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا

কার্যকলাপ মনোমুগ্ধকর করে দেয়া হয়েছে।	يَعْمَلُونَ

মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করছেন যে, মু'মিন ব্যক্তি, যে প্রথমে মৃত ছিল অর্থাৎ পথভ্রষ্টতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, হয়রান ও পেরেশান ছিল, তাকে তিনি জীবিত করলেন, অর্থাৎ তার অন্তরে ঈমানরূপ সম্পদ দান করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাওফীক প্রদান করলেন। তার জন্য তিনি একটা নূর বা আলোর ব্যবস্থা করলেন, যার সাহায্যে সে পথ চলতে পারে। এখানে যে নূরের কথা বলা হয়েছে, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে তা হচ্ছে কুরআনুল কারীম। এ কথা বর্ণনা করেছেন আল আউফী (রহঃ) এবং ইব্ন আবী তালহা (রহঃ)। (তাবারী ১২/৯১৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ঐ নূর হচ্ছে ইসলাম। (তাবারী ১২/৯১) তবে বিশ্লেষণের দিক দিয়ে উভয়েই সঠিক। এই মু'মিন কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে স্বীয় অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে? সে সেই অন্ধকার থেকে কোনক্রমেই আলোর পথে বের হয়ে আসতে পারছেনা বা সেখান থেকে বের হওয়া তার জন্য কখনও সম্ভবই নয়। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি ওর উপর আলো বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি ঐ নূর বা আলো পেল সে হিদায়াত লাভ করল। আর যে ওটা পেলনা সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্টই থেকে গেল।' (আহমাদ ২/১৭৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে ঝুকে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে? (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২২) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু' ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? তবুও কি তোমরা বুঝনা? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ. وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ. وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ. إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ। আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৯-২৩) এ বিষয়ের উপর কুরআনুল হাকীমে বহু আয়াত রয়েছে। আমরা এর পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কেন নূরকে এক বচনে এবং অন্ধকারকে বহু বচনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করেছি। আল্লাহতো সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং সকল অংশীদার হতে তিনি মুক্ত।

১২৩। আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার	١٢٣. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ

নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত নিজেদের বিরুদ্ধেই। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারেনা।	قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
১২৪। তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা। রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। এই অপরাধী লোকেরা অতি সত্বরই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে।	١٢٤. وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ

পাপাচারী কাফিরদের ষড়যন্ত্র এবং ওর পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার দেশের বড় বড় লোকেরা যেমন পাপী ও কাফির রূপে প্রমাণিত হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ হয়ে আছে এবং অন্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করছে, আর তোমাকে তোমার শহর থেকে বিতারিত করেছে এবং তোমার বিরোধিতায় ও শত্রুতায় অগ্রগামী হয়েছে, তদ্রূপ তোমার পূর্বের রাসূলদের সাথেও ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা শত্রুতা করেছিল। অতঃপর তারা যে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল তাতো অজানা নয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ

এভাবেই প্রত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا

যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৬)

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা আনুগত্য স্বীকারের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আববাস (রাঃ) أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমি সমাজের অভিশপ্ত লোককে তাদের নেতৃত্ব দান করি, ফলে তারা অনাচার-অরাজকতা সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় কঠিন শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে আমি ধ্বংস করি। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا এ আয়াতের অর্থ করেছেন নেতৃত্ব। (তাবারী ১২/৯৪) আমি বলি যে, আল্লাহ তা'আলার নিম্নের আয়াতটিও প্রযোজ্য ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ. وَقَالُوا۟ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরও বলত ঃ আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৪-৩৫) মহান আল্লাহ কাফিরদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

(সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩) مَكْرٌ শব্দের এখানে ভাবার্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের বাজে ও অসৎ কথা দ্বারা লোকদেরকে বিভ্রান্তির পথে ডেকে থাকে। যেমন নূহের (আঃ) কাওম সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا

তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩১-৩৩) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে উল্লিখিত مَكْرٌ এর ভাবার্থ হচ্ছে আমল বা কাজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ তারা শুধু নিজেদেরকে নিজেরা প্রবঞ্চিত করছে, অথচ তারা এই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারছেনা। অর্থাৎ এই প্রতারণা এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করার শাস্তি তাদের নিজেদেরই

উপর পতিত হবে এটা তারা মোটেই বুঝতে পারছেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ

এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা। (২৯ ঃ ১৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। হায়! তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ ঐ লোকদের কাছে যখন আমার কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, আমরা কখনও ঈমান আনবনা যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে ঐ সমস্ত নিদর্শন পেশ করা হয় যেগুলি আল্লাহর (পূর্ববর্তী) রাসূলদের প্রদান করা হয়েছিল। তারা বলত, দলীল হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মালাইকা/ফেরেশ্‌তাগণও কেন আগমন করেননা, যেমন তাঁরা রাসূলদের কাছে অহী পৌঁছিয়ে থাকেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১)

اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ। নাবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে রাসূল হওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহ ভালরূপেই জানেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

এবং তারা বলে ঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? (সূরা

যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১-৩২) তারা বলল, আমাদের মধ্যে যিনি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী এবং সম্মানীত তার উপর কেন কুরআন নাযিল করা হলনা, যিনি مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ মাক্কা এবং তায়েফ এ দু'টি শহরের যে কোন একটি শহরের অধিবাসী? অভিশপ্ত কাফিরেরা এ কথা এ জন্য বলত যে, আসলে তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় চোখে দেখত। আসলে তারা ছিল সত্য ত্যাগকারী অবাধ্য সম্প্রদায়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ

কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রূপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে; তারা বলে ঃ 'এই কি সে যে তোমাদের দেবতাগুলির সমালোচনা করে?' অথচ তারাইতো 'রাহমান' এর উল্লেখের বিরোধিতা করে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৬) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً

তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪১)

কাফিরেরাও রাসূলের (সাঃ) চারিত্রিক গুণাগুণ স্বীকার করত

ঐ দুর্ভাগারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাযীলাত, বংশ মর্যাদা, গোত্রীয় সম্মান এবং তাঁর জন্মভূমি মাক্কার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। আল্লাহ, সমস্ত মালাইকা এবং মু'মিনদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর দুরুদ বর্ষিত হোক। এমন কি ঐ লোকগুলো তাঁর নাবুওয়াত লাভের পূর্বেও

তাঁর মধুর ও নির্মল চরিত্রের এভাবে স্বীকারোক্তি করেছিল যে, তাঁকে আল-আমীন (বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও আমানাতদার) উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কাফিরদের নেতা আবূ সুফিয়ান পর্যন্ত তাঁর সত্যবাদিতায় এত প্রভাবান্বিত ছিলেন যে, যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর বংশ সম্পর্কে তাকে (আবূ সুফিয়ানকে) জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন তিনি নিঃসংকোচে উত্তর দেন, আমাদের মধ্যে তিনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক।' তারপর হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এর পূর্বে কখনও তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছিলেন কি?' আবূ সুফিয়ান উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'না।' যাহোক, এটা খুবই দীর্ঘ হাদীস। এর দ্বারা রোম সম্রাট প্রমাণ লাভ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এসব হচ্ছে তাঁর নাবুওয়াত ও সত্যবাদিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের মধ্য হতে ইসমাঈলকে (আঃ) মনোনীত করেছেন, বানী ইসমাঈলের মধ্য হতে বানী কিনানাকে মনোনীত করেছেন, বানী কিনানার মধ্য হতে কুরাইশকে বেছে নিয়েছেন, কুরাইশের মধ্য হতে বানী হাশিমকে পছন্দ করেছেন এবং বানী হাশিমের মধ্য হতে আমাকে মনোনীত করেছেন।' (আহমাদ ৪/১০৭, মুসলিম ৪/১৬৮২) সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'বানী আদমের উত্তম যুগ একের পর এক আসতে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঐ উত্তম যুগও এসে গেছে যার মধ্যে আমি রয়েছি।' (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ *ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে।* এটা রিসালাতের অনুসরণ করা থেকে অহংকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করা হতে বঞ্চিত গর্বকারীর জন্য কঠিন ধমক। আল্লাহর কাছে তাকে চিরকালের জন্য ঘৃণিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। অনুরূপভাবে যেসব লোক অহংকার করবে, কিয়ামাতের দিন তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনাই রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৬০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদের

মন্দ কাজের কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' কেননা প্রতারণা সাধারণতঃ গোপনীয়ই হয়ে থাকে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঠকবাজী ও প্রতারণা করাকে مَكْرٌ বলা হয়। এর প্রতিশোধ হিসাবেই মকরকারীকে কিয়ামাতের দিন পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ তাদের এই ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার কারণেই আল্লাহর নিকট হতে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তাই বলে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কারও উপর মোটেই অত্যাচার করেননা। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্‌ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

সেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (৮৬ ঃ ৯) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামাতের দিন একটা পতাকা থাকবে এবং ওটা তার নিতম্বের সাথে লেগে থাকবে। বলা হবে, ওটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক।' (ফাতহুল বারী ৬/৩২৭, মুসলিম ৪/১৩৬১) এতে হিকমাত এই রয়েছে যে, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা যেহেতু গোপনীয়ভাবে হয়ে থাকে সেহেতু জনগণ তার থেকে সতর্ক থাকার সুযোগ পায়না এবং সে যে প্রতারক এটা তারা জানতেই পারেনা। এ কারণেই কিয়ামাতের দিন ওটা নিজেই একটা পতাকা হয়ে যাবে এবং সেটা প্রতারকের প্রতারণার কথা ঘোষণা করতে থাকবে।

১২৫। অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত করে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তিনি তার অন্তঃকরণ সংকুচিত করে দেন - খুবই সংকুচিত করে দেন,	١٢٥. فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ

এমনভাবে সংকুচিত করেন যেন মনে হয় সে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবেই যারা ঈমান আনেনা তাদেরকে আল্লাহ কলুষময় করে থাকেন।	فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ আল্লাহ যাকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন তার অন্তরকে তিনি ইসলামের জন্য খুলে দেন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা তার জন্য সহজ করে দেন। এটা ওরই নিদর্শন যে, তার ভাগ্যে মঙ্গল লিখিত আছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٖ مِّن رَّبِّهِۦ

আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে সে কি তার সমান (যে এরূপ নয়) । (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২২) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং উহা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। ওরাই সৎ পথ অবলম্বনকারী। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ ও ঈমান কবূল করার মত প্রশস্ততা তার অন্তরে আনয়ন করেন। আবূ মালিক (রহঃ) ও অন্যান্যদের মতে এ ভাবার্থই বেশি প্রকাশমান।

وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন তার অন্তরকে তিনি খুবই সংকীর্ণ করে দেন। অর্থাৎ সে এতদূর পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে যে, তার অন্তর হিদায়াতের জন্য মোটেই প্রশস্ত থাকেনা। ঈমান সেখানে পথ পায়না। হাকাম ইব্‌ন আবান (রহঃ) বলেন,

ইকরিমাহ (রহঃ) كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء এ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন যে, আদম সন্তান যেমন সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বাকাশে পৌঁছতে সক্ষম হবেনা তেমনি তাওহীদ এবং ঈমানের স্বাদ তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে পৌঁছবেনা যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তা তাদের হৃদয়ে পৌঁছানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (দুররুল মানসুর ৩/৩৫৬)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ এটা হল ঐ ধরনের যে, আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী কাফিরদের অন্তরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের ভাগ্যলিপির লিখন থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারেনা এবং ঈমান আনার পথ তাদের জন্য রুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঈমান আনার ব্যাপারে হৃদয়ের যে প্রশস্ততা দরকার তা তাদের নেই, যেমনটি কোন মানুষের আকাশে উর্ধ্বারোহন করার ক্ষমতা এবং শক্তি নেই। (তাবারী ১২/১০৯) তিনি كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার হৃদয় সংকুচিত করেন এবং তার ঈমান আনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শাইতানকে তার সহচর করে দেন এবং শাইতানী কাজ তার পছন্দনীয় হয়ে যায়, যেমন সে পছন্দ করে ঐ সমস্ত লোকদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে। শাইতান তাদের এই পাপ কাজকে শোভনীয় করে তোলে এবং হিদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে ফেলে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে رِجْس অর্থ হচ্ছে শাইতান। (তাবারী ১২/১১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ শব্দ দ্বারা ঐ সকলকেই বুঝায় যাদের ভিতর ভাল কোন কিছু নেই। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, 'রিজস' শব্দের অর্থ হচ্ছে নিদারুন যন্ত্রনা। মানুষের ভিতর যারা জিনদের বন্ধু তারা আল্লাহর কাছে এ উত্তর দিবে, যখন দুষ্ট জিনদের প্ররোচনায় বিপথগামী হওয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হতে থাকবে।

১২৬। আর এটাই হচ্ছে তোমার রবের সহজ সরল পথ, আমি উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা	١٢٦. وَهَٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسۡتَقِيمٗا ۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا

করে দিয়েছি।	ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
১২৭। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে এক শান্তির আবাস তাদের কৃতকর্মের কারণে, তিনিই হচ্ছেন তাদের অভিভাবক।	١٢٧. لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন দীন ও হিদায়াতের মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের রবের এটাই সরল সহজ পথ। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! এই দীন, যা আমি তোমাকে প্রদান করেছি, সেই অহীর মাধ্যমে, যাকে কুরআন বলে, এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ। যেমন আলী (রাঃ) কুরআনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, ওটা হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম, আল্লাহর দৃঢ় রজ্জু এবং বিজ্ঞানময় বর্ণনা। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ فَصَّلْنَا الآيَات لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ আমি কুরআনের আয়াতগুলিকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা ঐ লোকেরাই উপকৃত হবে যাদের জ্ঞান ও বিবেক রয়েছে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাগুলিকে গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা করে এবং ওগুলি বুঝার চেষ্টা করে, তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন জান্নাত ও শান্তির ঘর রয়েছে। জান্নাতকে দারুস সালাম বা শান্তির ঘর বলার কারণ এই যে, যেমন তারা দুনিয়ায় শান্তির পথে চলছে, তেমনই কিয়ামাতের দিনেও তারা শান্তির ঘর লাভ করবে। আল্লাহ তাদের রক্ষক, সাহায্যকারী ও শক্তিদানকারী। কেননা তারা ভাল আমল করে থাকে।

১২৮। আর যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, সেদিন তিনি বলবেন ঃ হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্যে অনেককে বিভ্রান্ত করে অনুগামী করেছ, আর ওদের মধ্যে যাদের মানুষের সাথে	١٢٨. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ

বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তারা স্বীকারোক্তিতে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। হায়! আপনি আমাদের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন তা এসে গেছে! তখন (কিয়ামাত দিবসে) আল্লাহ (সমস্ত কাফির জিন ও মানুষকে) বলবেন ঃ জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান, তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন (তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে) তোমাদের রাব্ব অতিশয় সম্মানিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান।	وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا হে মুহাম্মাদ! ঐ দিনকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ঐ জিন ও শাইতানদেরকে এবং তাদের মানব বন্ধুদেরকে, তারা দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত করত এবং যাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করত, আর দুনিয়ার মজা উপভোগের ব্যাপারে একে অপরের কাছে অহী পাঠাত, তাদের সকলকে সমবেত করবেন এবং বলবেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ হে জিন ও শাইতানের দল! তোমরা মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রকারে বিভ্রান্ত করেছিলে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০-৬২)

وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ আর তাদের মানব বন্ধুরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আপনার কথা সত্য। আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের দ্বারা উপকার লাভ করেছি। (৬ ঃ ১২৮)

হাসান (রহঃ) বলেন, এই উপকার লাভ করা ছিল এই যে, ঐ শাইতানরা আদেশ করত আর এই মূর্খ ও অজ্ঞ মানুষেরা ওর উপর আমল করত। (দুররুল মানসুর ৩/৩৫৭) ইব্‌ন জুরাইজ (রহঃ) বলেন, অজ্ঞতার যুগে কোন লোক সফররত অবস্থায় কোন উপত্যকায় পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে বলত ঃ 'আমি এই উপত্যকার সবচেয়ে বড় জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' এটাই হত ঐ সব মানুষের উপকার লাভ। কিয়ামাতের দিন তারা এরই ওযর পেশ করবে। আর জিনদের মানুষদের নিকট থেকে উপকার লাভ করা এই যে, মানুষ তাদের সম্মান করত এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। ফলে মানুষের নিকট থেকে তাদের মর্যাদা লাভ হয়। তাই তারা বলত ঃ 'আমরা জিন ও মানুষের নেতা। আর আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ঐ ওয়াদা পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেছি।' এর দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'এখন জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের ও তোমাদের বন্ধুদের বাসস্থান, যার মধ্যে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। তারপর আল্লাহ যা চাবেন তাই করবেন।'

১২৯। এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে (কাফিরদেরকে) তাদের কৃতকর্মের ফলে পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশালী বানিয়ে দিব।	١٢٩. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

কাফিরেরা একে অপরের সাহায্যকারী

আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এ আয়াতে যে খারাপ

কৃতকর্মীদের কথা বলা হয়েছে তারা হচ্ছে জিন ও মানব উভয়ের মধ্য হতে। (তাবারী ১২/১১৯) অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদেরকে একে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেন যাদের আমল একই রূপ হয়ে থাকে। সুতরাং এক মু'মিন অপর মু'মিনের বন্ধু হয়ে থাকে, সে যেমনই হোক এবং যেখানেই থাকনা কেন। পক্ষান্তরে এক কাফির অন্য এক কাফিরের বন্ধু হয়ে থাকে সে যেখানেই থাক এবং যেমনই হোকনা কেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'এভাবেই আমি এক যালিমকে অপর যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই।' অর্থাৎ জিনের যালিমদেরকে মানব যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই।

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬) কোন কবি বলেছেন ঃ এমন কোন হাত নেই যার পরে আল্লাহর হাত থাকেনা এবং এমন কোন যালিম নেই যাকে অন্য যালিমের সাথে লেনদেন বা আদান প্রদান করতে হয়না।

আয়াতে কারীমার অর্থ এই দাঁড়ালো ঃ যেভাবে আমি পথভ্রষ্টকারী জিন ও শাইতানদেরকে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত মানবদের বন্ধু বানিয়েছি, তেমনিভাবে যালিমদের মধ্য হতে এক জনকে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেই এবং তারা একে অপরের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। আর আমি তাদের অত্যাচার, দুষ্টামি এবং বিদ্রোহের প্রতিফল একে অপরের দ্বারা প্রদান করি।

১৩০। (কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই নাবী রাসূল আসেনি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা	١٣٠. يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى

করত এবং আজকের এ দিনের ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষাত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করেনি? তারা জবাব দিবে ঃ হ্যাঁ, আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি (অর্থাৎ আমরা অপরাধ করেছি), পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত করেছিল। আর তারাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।	وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ

মানুষ ও জিন সবার কাছেই নাবী প্রেরণ করা হয়েছে

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাফির জিন ও মানবকে সতর্ক করে বলছেন ঃ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ হে জিন ও মানব গোষ্ঠী! আমি কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব, তোমাদের কাছে আমার নাবীরা এসে কি তাদের নাবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেনি? এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, নাবী-রাসূলগণ শুধুমাত্র মানব জাতি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য কোন জাতি হতে নয়, যেমনটি বলেছেন মুজাহিদ (রহঃ), ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) এবং সালফে সালিহীনদেরও অনেকে। (তাবারী ১২/১২২) রাসূলগণ যে শুধু মানুষের মধ্য থেকেই হয়েছেন এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তিতেই রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যেরূপ আমি নূহ ও তৎপরবর্তী নাবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুণ, সুলাইমানের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাঊদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মূসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলেছেন। আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৩-১৬৫)। আর ইবরাহীমের (আঃ) যিক্‌র সম্পর্কিত কথা আল্লাহ তা'আলার নিম্ন উক্তিতেও রয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (২৯ ঃ ২৭) এর দ্বারা জানা গেল যে, ইবরাহীমের (আঃ) পরে নাবুওয়াত ও কিতাবকে তাঁর সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর কোন লোকেরই এই উক্তি নেই যে, ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বে নাবুওয়াত জিনদের মধ্যে ছিল এবং তাঁকে প্রেরণ করার পরে তাদের নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। মোট কথা, জিনদের মধ্যে নাবুওয়াত থাকা ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বেও প্রমাণিত হচ্ছেনা এবং তাঁর পরেওনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) জিনদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৯-৩২) জামিউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা আর রাহমান পাঠ করেন এবং তাতে নিম্নের আয়াত পাঠ করেন ঃ

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৩১) (তিরমিযী ৯/১৭৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَـــذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا হে মানব ও জিন

সমাজ! তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূলগণ আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলি তোমাদেরকে পড়ে শোনাত এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত? তারা উত্তরে বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমরা স্বীকার করছি যে, আপনার রাসূলগণ আমাদের কাছে আপনার বাণী প্রচার করেছিলেন এবং আমাদেরকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্পর্কে ভয়ও দেখিয়েছিলেন, আর তাঁরা আমাদেরকে এ কথাও বলেছিলেন যে, আজকের এ দিন (অর্থাৎ কিয়ামাত) অবশ্যই সংঘটিত হবে।

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত রেখেছিল। পার্থিব জীবনে তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও মু'জিযাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কেননা তারা পার্থিব জীবনের সুখ সম্ভোগে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে গ্রেপ্তার হয়ে পড়েছিল। আর কিয়ামাতের দিন তারা নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।

১৩১। এই রাসূল প্রেরণ এ জন্য যে, তোমার রাব্ব কোন জনপদকে উহার অধিবাসীরা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেননা।	١٣١. ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَٰفِلُونَ
১৩২। আর প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ 'আমলের কারণে মর্যাদা লাভ করবে, তারা কি 'আমল করত সে বিষয়ে তোমার রাব্ব উদাসীন নন।	١٣٢. وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ হে রাসূল! এরূপ কখনও হতে পারেনা যে, তোমার প্রভু আল্লাহ কোন গ্রাম বা শহরকে অন্যায়ভাবে এমন অবস্থায় ধ্বংস করবেন যখন ওর অধিবাসীবৃন্দ সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। তিনি বলেন

ঃ আমি এভাবে ধ্বংস করিনা, বরং তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করি এবং কিতাব অবতীর্ণ করি। এভাবে আমি তাদের ওযর পেশ করার সুযোগ শেষ করে দেই, যাতে কেহকেও অন্যায়ভাবে পাকড়াও করা না হয় এবং তার কাছে তাওহীদের দা'ওয়াত না পৌঁছে থাকে। আমি লোকদের জন্য কোন ওযর পেশ করার সুযোগ বাকী রাখিনি। আমি যদি কোন কাওমের উপর শাস্তি পাঠিয়ে থাকি তাহলে তা তাদের কাছে রাসূল পাঠানোর পর। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৪) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য স্থানে বলেন ঃ

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا

যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ৮-৯) এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا প্রত্যেক সৎ ও অসৎ আমলকারীর জন্য আমল অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে। যার যেরূপ আমল সেই অনুপাতে সে প্রতিফল পাবে। যদি আমল ভাল হয় তাহলে পরিণাম ভাল হবে, আর যদি আমল খারাপ হয় তাহলে পরিণামও খারাপ হবে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, ঐ কাফির জিন ও মানবের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেক

কাফিরের জন্য জাহান্নামে তার পাপের পরিমান অনুযায়ী শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ

প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের এবং আল্লাহর পথে বাধা দানকারীদের। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ *(তারা কি 'আমল করত সে বিষয়ে তোমার রাব্ব উদাসীন নন)* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তারা যা করছে সেই বিষয়ে তোমার রাব্ব সবই অবগত, তিনি (তাঁর মালাইকার মাধ্যমে) সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখছেন, যাতে তারা যখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে তখন যেন তিনি যথাযথ প্রতিদান দিতে পারেন। (তাবারী ১২/১২৫) এই লোকগুলো আল্লাহর ইলমের মধ্যে রয়েছে। যখন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তিনি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা জর্জরিত করবেন।

১৩৩। তোমার রাব্ব অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল, তাঁর ইচ্ছা হলে তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন।	١٣٣. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

১৩৪। তোমাদের নিকট যে বিষয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও দুর্বল করতে পারবেনা।	١٣٤. إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
১৩৫। তুমি বলে দাও ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় 'আমল করতে থাক, আমিও 'আমল করছি, অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার পরিণাম কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা।	١٣٥. قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ

অস্বীকারকারী কাফিরদের ধ্বংস অনিবার্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার রাব্ব সমস্ত মাখলূকাত হতে সর্ব দিক দিয়েই অমুখাপেক্ষী। সমস্ত ব্যাপারে সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাছাড়া তিনি মহান ও দয়ালুও বটে। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩)

ইরশাদ হচ্ছে, যদি তোমরা তাঁর আদেশ নিষেধ অমান্য কর তাহলে তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, অতঃপর যে কাওমকে চাইবেন তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যাতে এই অন্য কাওম তাঁর বাধ্য ও অনুগত হয়।

كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এই কাজের উপর তিনি পূর্ণ

ক্ষমতাবান, তাঁর কাছে এটা খুবই সহজ। যেমন তিনি পূর্ব যুগকে ধ্বংস করে ওদের স্থলে অন্য কাওমকে আনতে সক্ষম। তিনি বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

হে লোক সকল! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৫-১৭) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াকূব ইব্ন উতবাহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি আবান ইব্ন উসমানকে (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, ذُرِّيَّة মূলকেও (সন্তান-সন্ততিও) বলা হয় এবং বংশকেও বলা হয়। (দুররুল মানসুর ৩/৩৬১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে তুমি জানিয়ে দাও যে, কিয়ামাত সম্পর্কে তাদেরকে যে কথার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্য অবশ্যই পালিত হবে। তোমরা আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা। তিনিতো এ কাজের উপর ক্ষমতাবান যে, তোমরা মাটি হয়ে যাওয়ার পর এবং তোমাদের হাড়গুলো পচে গলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ হে

নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক, আমিও আমল করছি। কার পরিণাম কল্যাণকর তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। এটা ভয়ানক ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ যদি তোমরা ধারণা কর যে, তোমরা সঠিক পথেই রয়েছ তাহলে ঐ পথেই চল এবং আমিও আমার পথে চলছি। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَـٰمِلُونَ. وَٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ

যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল ঃ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি। এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২১-১২২)

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে কার পরিণাম কল্যাণকর। জেনে রেখ যে, যালিমরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর জন্য বহু শহর জয় করিয়েছেন, দেশসমূহের উপর তাঁকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, বিরুদ্ধবাদীদের মাথা নীচু করিয়েছেন, সারা মাক্কাবাসীর উপর তাঁকে বিজয় দান করেছেন এবং সমস্ত আরাব উপদ্বীপের উপর তাঁর শাসন কায়েম করেছেন। অনুরূপভাবে ইয়ামান ও বাহরাইনের উপরও তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সবকিছু তাঁর জীবদ্দশায়ই সংঘটিত হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শহরসমূহ এবং বিভিন্ন ভূখণ্ড বিজিত হতে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তোমরা যা কর সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ. يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৫১-৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫)

১৩৬। আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট!	١٣٦. وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَـٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

কিছু শিরকী আমল

এখানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে যারা বিদআত, শির্ক ও কুফরী ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং মাখলূকাতকে তাঁর শরীক বানিয়েছিল। অথচ প্রত্যেক জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন সেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা! এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ লোকগুলো জমির উৎপাদন এবং পশুর বংশ থেকে যা কিছু পাচ্ছে তার একটা অংশ আল্লাহর নামে নির্ধারণ করছে এবং নিজেদের ভিত্তিহীন ধারণা মতে বলছে ঃ এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু শরীকদের নামে যেগুলো রয়েছে সেগুলোতো আল্লাহর জন্য খরচ করা হয়না, পক্ষান্তরে যেগুলি আল্লাহর নামে রয়েছে সেগুলি তাদের শরীকদের প্রয়োজনে ব্যয় করা হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই শত্রুরা যখন শস্যক্ষেত হতে শস্য সংগ্রহ করত কিংবা খেজুর বৃক্ষ হতে খেজুর লাভ করত তখন তারা ওগুলির কতক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করত এবং কতক অংশ মূর্তির জন্য নির্ধারণ করত। অতঃপর যেগুলো মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করত সেগুলো রক্ষিত রাখত। অতঃপর আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অংশ যদি কোন মূর্তির জন্য নির্ধারিত অংশে পড়ে যেত তাহলে তা ঐভাবেই রেখে দিত এবং বলত ঃ আল্লাহ সম্পদশালী, তিনি মূর্তির মুখাপেক্ষী নন। পক্ষান্তরে মূর্তির জন্য নির্ধারিত অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা অংশে পড়ে গেলে আল্লাহর অংশ হতে নিয়ে ওটা দ্বারা মূর্তির অংশ পূরণ করত এবং বলত ঃ এটা আমাদের দেব-দেবীরই হক এবং এরা দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী। আল্লাহর জন্য নির্ধারিত জমির পানি বাড়তি হলে তা তারা মূর্তির জন্য নির্ধারিত কর্ষণকৃত জমিকে ভিজিয়ে দিতে ব্যবহার করত এবং ওটাকে মূর্তির জন্যই নির্দিষ্ট করত। তারা 'বাহিরাহ','সাইবাহ', 'হাম' এবং 'ওয়াসীলাহ' পশুগুলোকে মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করত এবং দাবী করত যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই তারা ঐ পশুগুলো দ্বারা উপকার লাভ করা হারাম মনে করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا (*আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে)* মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ১২/১৩৩) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কোন

জন্তু যবাহ করলে আল্লাহর নামের সাথে মূর্তি/প্রতিমার নামও উচ্চারণ করত। ঘটনাক্রমে যদি শুধু আল্লাহর নামই নেয়া হত এবং মূর্তির নাম না নেয়া হত তাহলে তারা ঐ জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতনা। পক্ষান্তরে মূর্তি/প্রতিমার জন্য নির্ধারিত জন্তু যবাহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম নিতনা, শুধু প্রতিমার নাম নিত। অতঃপর তিনি سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (তাদের ফাইসালা ও বণ্টননীতি কতইনা জঘন্য!) এই আয়াতটি পাঠ করেন।

প্রথমতঃ তারা বণ্টনেই ভুল করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক জিনিসের রাব্ব ও সৃষ্টিকর্তা। তিনিই রাজ্যাধিপতি। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে। তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বূদ নেই। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাধীন। এরপর যে বিকৃত বণ্টন তারা করল সেখানেও তারা সঠিক পন্থা অবলম্বন করলনা, বরং তাতেও যুল্ম ও অন্যায় করল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ

তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত, এবং তাদের জন্য ওটাই যা তারা কামনা করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ

তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজ্ম, ৫৩ ঃ ২১-২২)

১৩৭। আর এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা তাদের সন্তান হত্যা করাকে শোভণীয় করে দিয়েছে, যেন তারা তাদের সর্বনাশ করতে পারে এবং তাদের কাছে তাদের	١٣٧. وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ

ধর্মকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। আল্লাহ চাইলে তারা এসব কাজ করতে পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলিকে ছেড়ে দাও।	لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

মূর্তি পূজকদের সন্তানদেরকে শাইতান হত্যা করতে প্রলুব্ধ করে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ শাইতানরা তাদেরকে বলেছে যে, আল্লাহর জন্য মূর্তি/প্রতিমাদের থেকে পৃথক একটা অংশ নির্ধারণ করা একটা পছন্দনীয় কাজ। তদ্রূপ দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং লজ্জার ভয়ে কন্যাদেরকে জীবিত প্রোথিত করাও সে তাদের কাছে শোভনীয় করেছে। তাদের শরীক শাইতানরাই তাদেরকে পরামর্শ দিত যে, তারা যেন দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা খুবই পছন্দনীয় কাজ মনে করত। (তাবারী ১২/১৩৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ শাইতানদের থেকে মূর্তি পূজকদের সংগী-সাথীরা আদেশ করত যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে জীবিত কাবর দেয়। তা না হলে তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (তাবারী ১২/১৩৬) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, শাইতান তাদেরকে আদেশ করত তারা যেন তাদের কন্যা সন্তানদেরকে মেরে ফেলে। এভাবে তারা لِيُرْدُوهُمْ নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। হয় তাদের ধ্বংস করার নিয়াতই থাকত অথবা তাদের কাছে দীন সন্দেহপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তারা এ জন্যও সন্তানদেরকে হত্যা করত যে, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় তাদেরকে পেয়ে বসত এবং তাদেরকে প্রতিপালন করতে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তারা ভয় করত। এসব ছিল শাইতানেরই কারসাজী। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা এরূপ করতনা। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর ইচ্ছায়ই হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণ নৈপুন্য। তাঁর কাজে কেহ প্রতিবাদ করতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকেও ছেড়ে দাও এবং তাদের মিথ্যা মা'বূদদেরকেও ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ও তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন।

১৩৮। আর তারা বলে থাকে ঃ এই সব নির্দিষ্ট পশু ও ক্ষেতের ফসল সুরক্ষিত, কেহই তা আহার করতে পারবেনা, তবে যাদেরকে আমরা অনুমতি দিব (তারাই আহার করতে পারবে), আর (তারা বলে) এই বিশেষ পশুগুলির উপর আরোহণ করা ও ভার বহন নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আর কতকগুলি বিশেষ পশু রয়েছে যেগুলিকে যবাহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনা, শুধু আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশে। আল্লাহ এসব মিথ্যা আরোপের প্রতিফল অতি সত্বরই দান করবেন।	١٣٨. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

কুরাইশ মুশরিকরা কিছু পশু তাদের জন্য হারাম করেছিল

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, حِجْرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে হারাম বা নিষিদ্ধ অর্থাৎ যাকে তারা 'ওয়াসীলাহ' রূপে হারাম করে নিয়েছিল। (তাবারী ১২/১৪৩) তারা বলত ঃ এই পশু, এই ক্ষেত্রের ফসল হারাম, আমাদের অনুমতি ছাড়া এটা

কেহ খেতে পারেনা। তারা যে নিজেদের উপর এভাবে হারাম করে নিত এবং কাঠিন্য আনয়ন করত এটা শাইতানের পক্ষ থেকে ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিলনা। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, তারা তাদের দেবতাদের খাতিরেই ওগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ

তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিয্ক পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৯) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আল্লাহ না বাহীরাহর প্রচলন করেছেন, না সাইবাহ্‌র; না ওয়াসীলাহর আর না হা'মীর; কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, আর অধিকাংশই (ধর্ম) জ্ঞান রাখেনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ঐ পশুগুলোকে বাহীরাহ, সাইবাহ, ওয়াসীলাহ এবং হাম বলা হত যেগুলোর পিঠে বোঝা বহন করানোকে তারা নিজেদের উপর হারাম করেছিল, কিংবা ঐ পশুগুলোকে বলা হত যেগুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম নিতনা, ভূমিষ্ট হওয়ার সময়েও না এবং যবাহ করার সময়েও না। আবূ বাক্‌র ইব্ন আইয়ায (রহঃ) বলেন যে, আসিম ইব্ন আবী নাযুদ (রহঃ) বলেন, আবূ ওয়াইল (রহঃ) বলেছেন ঃ 'কতগুলো পশুর উপর সাওয়ার হওয়া হারাম ছিল এবং কতগুলো পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হতনা।' এই আয়াতে কোন্ পশু হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা কি আপনারা জানেন? এর দ্বারা বাহীরাহ পশুগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর উপর সাওয়ার হয়ে তারা হাজ্জে যেতনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা আল্লাহর নাম নিতনা যখন ওগুলোর উপর সাওয়ার হত, বোঝা উঠাত, ওগুলোর দুধ পান করত এবং ওগুলোর দ্বারা বংশ বৃদ্ধিও করত। (তাবারী ১২/১৪৫) এ সবই হচ্ছে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ। আল্লাহর এটা হুকুমও

নয় এবং এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমও নয়। অতএব আল্লাহ তাদেরকে এই মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

১৩৯। আর তারা এ কথাও বলে থাকে যে, এই সব বিশেষ পশুগুলির গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা বিশেষভাবে তাদের পুরুষদের জন্য রক্ষিত, আর তাদের নারীদের জন্য ওটা হারাম; কিন্তু গর্ভ হতে প্রসূত বাচ্চা যদি মৃত হয় তাহলে নারী-পুরুষ সবাই তা ভক্ষণে অংশী হতে পারবে। তাদের কৃত এই সব বর্ণনার প্রতিদান অতি সত্বরই আল্লাহ তাদেরকে দিবেন, নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।	١٣٩. وَقَالُوا۟ مَا فِى بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

আবূ ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল হুযাইল (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরেরা যে বলত, 'এই পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট।' এর দ্বারা পশুর দুধ উদ্দেশ্য। তারা কোন কোন পশুর দুধ মহিলাদের উপর হারাম করে দিত এবং পুরুষেরা পান করত। যদি ভেড়ার নর বাচ্চা হত তাহলে তা যবাহ করে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেত, নারীদেরকে দিতনা। তাদেরকে বলত ঃ 'তোমাদের জন্য এটা হারাম।" মাদী বাচ্চা হলে ওটাকে যবাহ করতনা, বরং পালন করত। আর যদি মৃত বাচ্চা হত তাহলে পুরুষ-নারী সবাই মিলিতভাবে খেত। আল্লাহ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (তাবারী ১২/১৪৭) সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/১৪৮)

শা'বী (রহঃ) বলেন যে, 'বাহীরাহ' পশুর দুধ শুধুমাত্র পুরুষেরাই পান করত। কিন্তু বাহিরাহ থেকে কোন পশু মরে গেলে পুরুষদের সাথে নারীদেরকেও অংশ দেয়া হত। ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন

যায়িদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ উহারা হচ্ছে সাইবাহ এবং বাহিরাহ। (তাবারী ১২/১৪৮) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ (*তাদের কৃত এই সব বর্ণনার প্রতিদান অতি সত্বরই আল্লাহ তাদেরকে দিবেন*) সম্পর্কে বলেন ঃ এই শাস্তি দেয়ার কারণ হল তাদের মিথ্যা কথা বলার জন্য। (তাবারী ১২/১৫২) এ বিষয়টি অন্য একটি আয়াতের মাধ্যমে সত্যায়িত করা হয়েছে।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَالٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

তোমাদের জিহ্বা থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরূপ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলনা - এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবেনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় কাজে ও কথায় বড়ই বিজ্ঞানময় এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের ভাল ও মন্দ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করবেন।

১৪০। যারা নিজেদের সন্তান-দেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার কারণে হত্যা করেছে আর আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাঁর প্রদত্ত রিয্‌ককে হারাম করে নিয়েছে, তারা নিশ্চিত রূপে পথভ্রষ্ট হয়েছে; বস্তুতঃ তারা হিদায়াত গ্রহণ করার পাত্রও ছিলনা।	١٤٠. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন যে, যারা এসব কাজ করে তারা ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়ার ক্ষতি এই যে, সন্তান-দেরকে হত্যা করে তারা ধ্বংসের মুখে নিপতিত হল, তাদের ধন-সম্পদে সংকীর্ণতা এসে গেল, আর নিজেদের পক্ষ থেকে তারা যে নতুন প্রথা চালু করল তার ফলে ঐ উপকারী বস্তুগুলি হতে তারা বঞ্চিত হল। পরকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্বরূপ এই যে, তারা সবচেয়ে জঘন্য বাসস্থানের অধিকারী হল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'যদি তোমরা আরাবদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচয় লাভ করতে আগ্রহী হও তাহলে সূরা আন'আমের ১৩০ নং আয়াতের পরে পাঠ কর قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ এই আয়াত।" (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৬)

১৪১। আর সেই আল্লাহই নানা প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন যার কতক স্বীয় কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়, আর কতক কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়না; আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর তিনি যাইতুন (জলপাই) ও আনারের (ডালিমের) বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন যা দৃশ্যতঃ অভিন্ন হলেও স্বাদে	١٤١. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

বিভিন্ন, এই সব ফল তোমরা আহার কর যখন ওতে ফল ধরে, আর তা হতে শারীয়াতের নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন করনা। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারী ও সীমা লংঘনকারীকে ভালবাসেননা।	مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ
১৪২। আর চতুস্পদ জন্তুগুলির মধ্যে কতকগুলি (উঁচু আকৃতির) ভারবাহী রয়েছে; আর কতকগুলি রয়েছে ছোট আকৃতির, গোশত খাওয়ার ও চামড়া দ্বারা বিছানা বানানোর যোগ্য। আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তোমরা তা আহার কর, আর শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	١٤٢. وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

আল্লাহই খাদ্য, বীজ, পশু ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা। শস্য, ফল-ফলাদি এবং চতুস্পদ জন্ত, যেগুলো মুশরিকরা ব্যবহার করত এবং নিজেদের ধারণা প্রসূত উপায়ে ওগুলো বন্টন করে কোনটাকে হালাল, আর কোনটাকে হারাম বানিয়ে নিত। এ সবই আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এসব ফলের কতগুলি স্বীয় কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয় এবং কতগুলি কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়না, এ সবগুলিরই তিনি সৃষ্টিকর্তা। مَعْرُوْشَتٍ হচ্ছে ঐসব গুল্মলতা যেগুলি মাঁচার উপর ছড়ানো অবস্থায় থাকে, যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। আর غَيْرَ مَعْرُوْشَتٍ ঐ সব

ফলদার বৃক্ষ যেগুলি জংগলে ও পাহাড়ে জন্মে। ওগুলি এক রকমও হয় এবং বিভিন্ন রকমও হয়। অর্থাৎ দেখতে একরূপ, কিন্তু স্বাদে পৃথক। (তাবারী ১২/১৫৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ যখন গাছগুলিতে ফল পাকে তখন তোমরা সেই ফলগুলি আহার কর। আর ফসল কাটার সময় গরীব মিসকীনদেরকে দেয়ার যে হক আছে তা আদায় কর। কেহ কেহ এর দ্বারা ফার্‌য যাকাত অর্থ নিয়েছেন। আর যেটা শীষ বা গুচ্ছ থেকে খসে পড়বে সেটাও মিসকীনদের হক। (আবদুর রায্‌যাক ২/২১৯)

ইব্‌ন মুবারাক (রহঃ) বলেছেন যে, সুরাইক (রহঃ) বলেছেন, সালিম (রহঃ) বলেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, গরীবদেরকে শষ্য প্রদান এবং তাদের পশুদের খাদ্য হিসাবে খড়কুটা প্রদান করার আদেশ দেয়া হয়েছিল তখন যখন যাকাতের বিধান জারী ছিলনা। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে যাকাত ফার্‌য হওয়ার পূর্বের হুকুম যে, মিসকীনদের জন্য ছিল এক মুষ্টি পরিমাণ এবং জীব-জন্তুর জন্য ছিল চারা-ভুষি। আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের নিন্দা করেছেন যারা ফসল কাটত, কিন্তু তা থেকে গরীব মিসকীনদেরকে কিছুই দান করতনা। যেমন 'সূরা নূন' এ এক বাগানের মালিকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ. فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ. فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ. أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ. فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ. أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ. وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ. قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَٰوَمُونَ. قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ. عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ. كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল এবং তারা ইন্‌শাআল্লাহ বলেনি। অতঃপর তোমার রবের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে ওটা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল ঃ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে তরিৎ বাগানে চল। অতঃপর তারা চললো নিম্ন স্বরে কথা বলতে বলতে। অদ্য যেন তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম - এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল ঃ আমরাতো দিশা হারিয়ে ফেলেছি! না, আমরাতো বঞ্চিত! তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছনা কেন? তখন তারা বলল ঃ আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করছি, আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী। আমরা আশা রাখি, আমাদের রাব্ব এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম। শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর, যদি তারা জানত! (সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ১৭-৩৩)

অপচয় করায় নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ তোমরা অপব্যয় করে সীমালংঘন করনা, নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেননা। অর্থাৎ দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিতে শুরু করনা। কোন কোন লোক ফসল কাটার সময় এত বেশি দান করত যে, সেটা অপব্যয়ের মধ্যে পড়ে যেত। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تُسْرِفُواْ অপব্যয় করনা।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতটি সাবিত ইব্‌ন কায়িস ইব্‌ন শাম্মাসের (রহঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যখন তিনি খেজুর গাছ থেকে ফল আহরণ করছিলেন। ফসল তোলার সময় তিনি ঘোষণা

করেন ঃ 'আজ যে কেহই আমার কাছে আসবে আমি তাকেই প্রদান করব।' শেষ পর্যন্ত এত বেশি লোক এসে গেল যে, একটা ফলও তাঁর কাছে অবশিষ্ট রইলনা। সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেননা। ইব্‌ন জুরাইয বলেন ঃ এর ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক কাজেই অপব্যয় ও সীমালংঘন নিষিদ্ধ। সঠিক কথা এটাই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন দূষণীয়। তবে এখানে যে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলা হয়েছে তা খাওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তিত, যা আয়াতের ধরণে অনুমিত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যখন ফল পেকে যাবে তখন সেই ফল আহার কর এবং ফসল কাটার সময় গরীবদেরকে তাদের হক প্রদান কর, আর সীমালংঘন করনা অর্থাৎ তোমরা খাওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা। কেননা খুব বেশি খাওয়া বুদ্ধি-বিবেক ও দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوٓاْ

আর খাও এবং পান কর। তবে অপব্যয় ও অমিতাচার করবেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩১) সহীহ বুখারীতে রয়েছে ঃ তোমরা বাড়াবাড়ি ও অহংকার প্রদর্শন বাদ দিয়ে খাও, পান কর এবং পরিধান কর।

গৃহ পালিত পশু-পাখির উপকারিতা

মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তি ঃ وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا আল্লাহ তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের বোঝা বহন ও সাওয়ারীর কাজে লাগে, যেমন উট। শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেছেন যে, আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন যে, 'ভার বহনকারী পশু' বলতে উটকে বুঝানো হয়েছে যাকে সাধারণতঃ বিভিন্ন বোঝা বহন করার কাজে ব্যবহার করা হয়। আর فَرْش *'ফারস'* বলতে ছোট উটকে বুঝানো হয়েছে। আল হাকিম (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৭) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদের (রহঃ) ধারণা এই যে, حَمُوْلَة হচ্ছে সাওয়ারীর জন্তু এবং فَرْشٌ হচ্ছে ঐ পশু যাকে যবাহ করে গোশত আহার করা

হয় বা ওর দুধ পান করা হয়। ছাগল বোঝা বহন করেনা, বরং ওর গোশত খাওয়া হয় এবং ওর পশম দিয়ে কম্বল ও বিছানা বানানো হয়। (তাবারী ১২/১৮১) আবদুর রাহমান (রহঃ) এই আয়াতের যে তাফসীর করেছেন সেটাই সঠিক বটে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তিও এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১-৭২) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ

অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৬) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮০)

গৃহ পালিত পশু-পাখির গোশত আহার কর, কিন্তু শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা

আল্লাহ তা'আলার উক্তি كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ফল ফলাদি, ফসল, চতুস্পদ জন্তু ইত্যাদি প্রদান করেছেন সেগুলি তোমরা খাও, এগুলি আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবিকা বানিয়েছেন। وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ তোমরা শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা যেমন এই মুশরিকরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তারা কোন কোন আহার্যকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সেতো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا

হে আদম সন্তান! শাইতান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত হতে বহিস্কৃত করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৭) তিনি আরও বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে নিজের শাইতানী সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, যেন তোমরা জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাও। হে বানী আদম! শাইতান যেন তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলে, যেমন সে তোমাদের মাতা-পিতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল এবং তাদের দেহ থেকে পোশাক সরিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা কি আমাকে ছেড়ে শাইতানকে ও তার সন্তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিবে? অথচ তারাতো তোমাদের শত্রু।

অত্যাচারীদের জন্য বড়ই জঘন্য বিনিময় রয়েছে।' কুরআনুল কারীমে এই বিষয়ের বহু আয়াত রয়েছে।

১৪৩। এই পশুগুলি আট প্রকার রয়েছে, ভেড়ার এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ এবং বকরীর এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি উভয় পুরুষ পশুগুলিকে হারাম করেছেন, নাকি উভয় স্ত্রী পশুগুলিকে, অথবা স্ত্রী দু'টির গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন? তোমরা জ্ঞানের সাথে আমাকে উত্তর দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।	١٤٣. ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۖ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّـُٔونِى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
১৪৪। আর উটের স্ত্রী-পুরুষ দু'টি এবং গরুর স্ত্রী-পুরুষ দু'টি পশু, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি এ দু'টি পুরুষ পশুকে বা এ দু'টি স্ত্রী পশুকে হারাম করেছেন, অথবা উভয় স্ত্রী গরু ও উটের গর্ভে যা রয়েছে তা হারাম করেছেন? আল্লাহ যখন এসব পশু হালাল-হারাম হওয়ার বিধান জারি করেন তখন কি তোমরা হাযির ছিলে? যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে না জেনে (অজ্ঞতাবশতঃ) মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে আল্লাহর	١٤٤. وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ

নামে এরূপ মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ যালিমদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেননা।	كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ

ইসলামের পূর্বে অজ্ঞ আরাবরা কতগুলো পশু নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল এবং ওগুলোর শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ করেছিল। অর্থাৎ 'বাহীরাহ', 'সাইবাহ', 'ওয়াসীলাহ', 'হাম' ইত্যাদি নাম করণের পশুগুলো। তারা এরূপ হারাম করে নিয়েছিল পশুগুলোর মধ্যে এবং ফল-ফলাদির মধ্যেও। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের এসব বাগান, শস্যক্ষেত্র, ভারবাহী পশু, আরোহনযোগ্য পশু ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ চতুস্পদ জন্তুগুলোর প্রকার বর্ণনা করলেন এবং মেষ ও বকরীরও বর্ণনা দিলেন যা সাদা রংয়ের হয়ে থাকে, মেষের বর্ণনা দিলেন যা কাল রংয়ের হয়। ওগুলোর নর ও মাদীরও বর্ণনা করলেন। তারপর উট নর ও মাদী এবং গরু নর ও মাদীর বর্ণনা দিলেন। তিনি এ সমুদয় জন্তুর কোনটাই হারাম করেননি এবং এগুলোর বাচ্চাগুলোকেও না। কেননা তিনি এগুলোকে বানী আদমের খাদ্য, সাওয়ারী, বোঝা বহন, দুগ্ধপান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ

তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬)

أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ এটা দ্বারা কাফিরদের নিম্নের উক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছে ঃ 'এই জন্তুগুলোর পেটে যা রয়েছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য, আমাদের মহিলাদের জন্য এটা হারাম।' এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে নিশ্চিত রূপে বল যে, যে জিনিসগুলি হারাম হওয়ার তোমরা ধারণা করছ, আল্লাহ কিরূপে ওগুলি তোমাদের উপর হারাম করলেন? তোমরা 'বাহীরাহ', 'সাইবাহ' ইত্যাদিকে কেন হারাম করে নিচ্ছ?

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আট জোড়ার মধ্যে দু'টি মেষ এবং দু'টি বকরীর চার জোড়া হল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এগুলির কোনটিকেই আমি হারাম করিনি। এদের বাচ্চা, তা নরই হোক অথবা মাদীই হোক, কোনটাকে হালাল এবং কোনটাকে হারাম কিরূপে বানিয়ে নিচ্ছ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিশ্চিত রূপে বল। এগুলি সবই হালাল। (তাবারী ১২/১৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَـذَا এর দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে তারা মনগড়া নতুন নতুন কথা বলছে। তারা কি হারাম ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিল? আসলে তারা নিজেরাই হারাম বানিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে, তাদের মত অত্যাচারী আর কে হতে পারে? এটা আমর ইব্‌ন লুহাই ইব্‌ন কামআ' সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা সে'ই সর্বপ্রথম নাবীগণের দীনকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং 'সাইবাহ', 'ওয়াসীলাহ', 'হাম' ইত্যাদির ই'তিকাদ বা বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। (ফাতহুল বারী ৮/১৩২)

১৪৫। তুমি বল ঃ অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি; তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়নি তা হারাম করা হয়েছে। কেননা ওটা নাপাক ও শারীয়াত বিগর্হিত বস্তু। কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন ও সীমা লংঘনের উদ্দেশ্য ব্যতীত নিরূপায় হয়ে পড়ে তার পক্ষে ওটাও খাওয়া বৈধ।	١٤٥. قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।	فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিষিদ্ধ বিষয়

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাঁর প্রদত্ত রিয্‌ককে হারাম করে নিয়েছে তাদেরকে তুমি বলে দাও ঃ আমার উপর যে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আমি এমন কিছুই হারাম পাইনি যা তোমরা হারাম করে নিয়েছ, ঐগুলো ছাড়া যেগুলো হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা মায়িদায় এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং হাদীসেও ওগুলোর হারাম হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا এর ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, প্রবাহিত/পতিত রক্ত হারাম, কিন্তু গোস্তের সাথে যে রক্ত মিশে থাকে তা গ্রহণযোগ্য। (তাবারী ১২/১৯৩) আল হুমাইদী (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান (রহঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্‌ন দিনার (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন ঃ আমি যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বললাম, তারা দাবী করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের সময় গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন (এটা কি সত্য)? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হাকাম ইব্‌ন আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করে থাকেন বটে, কিন্তু তাফসীরের জ্ঞান-সমুদ্র অর্থাৎ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ এই আয়াতটি শুনিয়ে থাকেন।' (বুখারী ৯/৫৭০, আবূ দাঊদ ৪/১৬২)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা কোন জিনিস খেত এবং কোন জিনিসকে মাকরূহ ও অপবিত্র মনে করে পরিত্যাগ করত। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আহকাম অবতীর্ণ করলেন। তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে দিলেন। আর যেগুলি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলেন সেগুলি খাওয়ায় কোন পাপ নেই। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটিই পাঠ করলেন। ইহা হল ইব্‌ন

মারদুআইয়ের (রহঃ) বর্ণনা। আবূ দাউদও (রহঃ) এটি তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (আবূ দাঊদ ৩৮০০, হাকিম ৪/১১৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ সাওদাহ বিন্‌তে যামআর (রাঃ) অমুক বকরীটি মারা যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বকরীটি মারা গেছে।' তখন তিনি বললেন ঃ 'তুমি এর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নিলে না কেন?' সাওদাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'বকরী মারা গেলে আমরা ওর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নিতে পারি কি?' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ শুধু বলেছেন **قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ** *তুমি বল ঃ অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি; তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস।* সুতরাং তোমরা এর গোশত খাবেনা, তবে এর চামড়া শুকিয়ে তোমাদের অন্য কাজে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারবে। সাওদাহ (রাঃ) তখন ঐ মৃত বকরীটির চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নেন, যা ছিদ্র হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। (আহমাদ ১/৩২৭, ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭, নাসাঈ ৭/১৭৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ কেহ যদি হারাম বস্তু খেতে বাধ্য হয় এবং একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ে, সে যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এটা করছে তা নয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্তও খাচ্ছেনা, তাহলে তার জন্য এটা খাওয়া বৈধ। **فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এই আয়াতের তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে এবং সেখানে পূর্ণ আলোকপাত করা হয়েছে। এই আয়াতের ধরণে বুঝা যায় যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরিকদের মতবাদ খণ্ডন করা। তারা নিজেদের উপর কতগুলো বস্তু হারাম করে নেয়ার বিদ'আত চালু করেছিল। যেমন 'বাহীরাহ', 'সাইবাহ' ইত্যাদি পশুকে হারাম করণ। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দেন যে,

এসব পশু হারাম হওয়ার কথা কোন জায়গায়ই উল্লেখ নেই। সুতরাং মুসলিমদের এগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকার কোনই প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের মাংস খাওয়া নিষেধ। আর যে পশুকে গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করা হয়েছে সেটাও হারাম। এ কয়টি ছাড়া আল্লাহ আর কোন কিছুই হারাম করেননি। যা থেকে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে সেটাও ক্ষমার্হ। তাহলে আল্লাহ যা হারাম করেননি ওটা তোমরা কোথা থেকে এবং কেনইবা হারাম বানিয়ে নিচ্ছ?

১৪৬। ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।	١٤٦. وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ

বাড়াবাড়ি করার কারণে ইয়াহুদীদের জন্য হালাল খাদ্য নিষিদ্ধ হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবিচ্ছেদ্য নখ বিশিষ্ট পাখি ও প্রাণীকে আমি ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৩) যেমন উট, উট-পাখি, হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا *(আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম)* ইয়াহুদীরা এ ধরণের

খাদ্যকে তাদের জন্য নিষেধ বলে নির্ধারণ করেছিল এ জন্য যে, তা ইসরাঈল (অর্থাৎ ইয়াকূব (আঃ)) নিজের জন্য যেহেতু হারাম করেছিলেন তাই তারাও তাদের জন্য তা হারাম করে নিয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا *কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।* তা হচ্ছে ঐ চর্বি যা পিঠের সাথে লেগে থাকে। (তাবারী ১২/২০২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوِ الْحَوَايَا অন্ত্র বা নাড়ি-ভূরি, বলেছেন আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ)। তিনি আরও বলেন, ষাড় এবং ভেড়ার চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ওদের পিঠের ও নাড়ি-ভূরির চর্বি তাদের জন্য বৈধ ছিল। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, حَوَايَا হচ্ছে নাড়ি-ভূরি। (তাবারী ১২/২০৩) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১২/২০৪)

ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, হাড়ের সঙ্গে যে চর্বি মিশ্রিত থাকে সেটাও হালাল ছিল। অনুরূপভাবে পা, বক্ষ, মাথা এবং চোখের চর্বিও হালাল ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি যে তাদের উপর এই সংকীর্ণতা আনয়ন করেছিলাম তার একমাত্র কারণ ছিল তাদের বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا

আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে যা বর্ণনা করেছি তা সত্য, তারা যে দাবী করে 'ওগুলো আমি হারাম করেছি' তাদের এ কথা সত্য নয়, বরং অনুমানের উপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের উপর এগুলি চাপিয়ে নিয়েছে। (তাবারী ১২/২০৬)

ইয়াহুদীদের চালাকী এবং আল্লাহর শাস্তি

উমার (রাঃ) যখন সংবাদ পান যে, সামুরাহ মদ বিক্রি করেছে তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ সামুরাহকে ধ্বংস করুন! সে কি জানেনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ইয়াহুদীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন, কেননা তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বের করে পরিষ্কার করে বিক্রি করত। (ফাতহুল বারী ৪/৪৮৩, মুসলিম ৩/১২০৭)

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা বিজয়ের বছর বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ্য, মৃত প্রাণী, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় হারাম করে দিয়েছেন।' তখন জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মৃত জন্তুর চর্বি দ্বারা চামড়ায় তেল লাগানো, নৌকায় ঐ চর্বি মাখানো এবং ওটা জ্বালিয়ে আলো লাভ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'না, ওসব ব্যাপারেও হারাম।' তারপর তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুন! কেননা যখন তাদের জন্য চর্বি হারাম করে দেয়া হয় তখন তারা ওটা পরিষ্কার করে বিক্রি করতে শুরু করে এবং ওর মূল্যও নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৪/৪৯৫, মুসলিম ৩/১২০৭, আবূ দাঊদ ৩/৩৫৬, তিরমিযী ৪/৫২১, নাসাঈ ৭/৩০৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/৭৩২)

১৪৭. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَٰسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ	**১৪৭। সুতরাং এ সব বিষয়ে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমাদের রাব্ব সুপ্রশস্ত করুণাময়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তির বিধান কখনই প্রত্যাহার করা হবেনা।**

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ হে মুহাম্মাদ! তোমার বিরুদ্ধবাদী দল ইয়াহুদী এবং মুশরিকরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রাব্ব বড়ই করুণাময়! এ কথা বলে তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, তারাও যেন তাঁর সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক করুণা যাঞ্চা করে, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাদেরকে তাওফীক প্রদান করা হবে। কেননা যদি তিনি অনুগ্রহ না করেন তাহলে পাপী ও অপরাধীদের থেকে আল্লাহর শাস্তি কেহই টলাতে পারবেনা। এখানে আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় প্রদর্শন উভয়ই হচ্ছে। ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করনা, নতুবা তাঁর শাস্তিতে পাকড়াও হয়ে যাবে। সব জায়গায়ই আল্লাহ তা'আলা আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় প্রদর্শন এক সাথেই এনেছেন। যেমন এই সূরার শেষে রয়েছে ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা এবং নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৫) অর্থাৎ তিনি লোকদের পাপরাশি ক্ষমাকারী, আবার তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদানকারীও বটে। অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্বতো শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৬) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০)

غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ

যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাওবাহ কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৩) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ

তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। (৮৫ ঃ ১২-১৪) এ সম্পর্কীয় আরও বহু আয়াত রয়েছে।

১৪৮। মুশরিকরা (তোমার কথার উত্তরে) অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতামনা, আর না আমাদের বাপ-দাদারা করত, আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতামনা। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফিরেরা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ তোমাদের কাছে কি কোন দলীল প্রমাণ আছে? থাকলে আমার সামনে পেশ কর। তোমরা ধারণা ও অনুমান ব্যতীত আর কিছুরই অনুসরণ করনা, তোমরা সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা ছাড়া আর কিছুই বলছনা।	١٤٨. سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ
১৪৯। তুমি বলে দাও ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করতেন।	١٤٩. قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ
১৫০। তুমি আরও বল ঃ আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দিবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে এসো। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়	١٥٠. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ

তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবেনা, তুমি এমন লোকদের খেয়াল খুশির (বাতিল ধ্যান ধারণার) অনুসরণ করনা যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, পরকালের প্রতি ঈমান আনেনা এবং তারা অন্যান্যদেরকে নিজেদের রবের সমমর্যাদা দান করে।	حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

একটি কু-ধারণা ও উহা খন্ডন

এখানে একটা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা নিজেদের শির্ক ও হালালকে হারাম করে নেয়া সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাদের শির্ক ও হারাম করে নেয়া সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছেন। সেই সন্দেহ ছিল এই যে, তারা বলত ঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের মনকে পরিবর্তন করতে পারতেন, তিনি আমাদেরকে ঈমানের তাওফীক প্রদানে সক্ষম ছিলেন এবং আমাদের প্রতিবন্ধক হয়ে তিনি আমাদেরকে কুফরী থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু এরূপ যখন তিনি করেননি তখন এটা প্রমাণিত হল যে, তিনি এটাই চান এবং আমাদের দ্বারা এই কাজ তিনি করাতে চেয়েছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এ কাজে তিনি সম্মত আছেন। তারা বলে ঃ

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا ... আল্লাহ চাইলে আমরা শির্ক করতামনা এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না, আর না আমরা কোন জিনিসকে হারাম করে নিতাম। অনুরূপভাবে তারা বলত ঃ

لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم

দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতামনা। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২০) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم এরূপই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। ভাবার্থ এই যে, এভাবেই পূর্ববর্তী লোকেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছিল। আর

এটা হচ্ছে খুবই নিম্ন মানের, ভিত্তিহীন ও ছেলেমানসী যুক্তি। যদি এটা সঠিক হত তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের উপর কখনও আল্লাহর শাস্তি আসতনা এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতনা। আর মুশরিকদেরকে প্রতিশোধের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হতনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি ঐ কাফির ও মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমরা কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তোমাদের কাজে সন্তুষ্ট? যদি তোমাদের এ দাবীর পিছনে কোন দলীল থাকে তাহলে তা পেশ কর। তোমরা কখনও এটা প্রমাণ করতে পারবেনা। তোমরা শুধু অনুমান ও মিথ্যা ধারণার পিছনে পড়ে রয়েছ। ধারণা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজে বিশ্বাস। তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ *তুমি বল ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।* কেহকে হিদায়াত দেয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ। **فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ** তিনি যাকে ইচ্ছা এবং যাকে তিনি পছন্দ করেন সে'ই হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। তিনিতো বিশ্বাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি রয়েছে কাফিরদের প্রতি। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর সমবেত করতেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৫)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। কিন্তু যার প্রতি

তোমার রবের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯)

যাহহাক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয় তাকে ক্ষমা করার তিনি ছাড়া আর কেহ নেই। অবশ্যই বান্দার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তার অন্য কারও প্রয়োজন নেই। তথাপিও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَـذَا *তুমি আরও বল ঃ আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দিবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে এসো।*

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমাদের দাবীর অনুকূলে সাক্ষী থাকে তাহলে তাদেরকে হাযির কর, যারা সাক্ষ্য দিবে যে হ্যাঁ, আল্লাহ এসব জিনিস হারাম করেছিলেন। فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ আর যদি তারা এ ধরনের মিথ্যুক সাক্ষী হাযিরও করে তাহলে হে নাবী! তুমি কিন্তু এরূপ সাক্ষ্য দিবেনা। কেননা তাদের এ সাক্ষ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তুমি ঐ লোকদের সঙ্গী হয়োনা যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখেনা এবং স্বীয় প্রভু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকে তাঁর শরীক ও সমকক্ষ বানিয়ে নেয়।

১৫১। লোকদেরকে বল ঃ তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা।	١٥١. قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই; আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক, আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন - যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা। এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।	وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

দশটি নির্দেশ

ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ অসীয়াতের প্রতি লক্ষ্য করতে চায় সে যেন উল্লিখিত আয়াতগুলি পাঠ করে। দাউদ আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শা'বী (রহঃ) বলেছেন, আলকামাহ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোবাসনা এবং বাণী জানতে চায় সে যেন নিচের এ আয়াতটি পাঠ করে। قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا *লোকদেরকে বল ঃ তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরা আন'আমে কতগুলি আয়াত রয়েছে স্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট এবং ঐগুলিই হচ্ছে কিতাবের মূল। অতঃপর তিনি ... قُلْ تَعَالَوْاْ এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তিরমিযী ৮/৪৪৬) আল হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে লিখেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সূরা আন'আমে অতি পরিস্কারভাবে কয়েকটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে এবং ঐ আয়াতগুলি হচ্ছে কিতাবের মূল। ঐ আয়াতগুলি হচ্ছে قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ হতে

وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ পর্যন্ত। আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৭) মুসতাদরাক গ্রন্থে আল হাকিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেন যে, উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কে আমাদের থেকে তিনটি কাজের দীক্ষা গ্রহণ করবে?' অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। পাঠ শেষ করে তিনি বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি এই কথাগুলি যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এগুলি পালনে ত্রুটি করবে, খুব সম্ভব আল্লাহ তাকে দুনিয়ায়ই শাস্তি প্রদান করবেন। আর যদি তিনি শাস্তিটাকে পরকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখেন তাহলে তখন তাঁর মর্জির উপর নির্ভর করবে। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন, অথবা ক্ষমা করে দিবেন।' আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ, কিন্তু তারা এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৮)

এর তাফসীর নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এই মুশরিকদেরকে বলে দাও, যারা গাইরুল্লাহর উপাসনা করছে এবং আল্লাহর হালাল জিনিসকে হারাম করে নিচ্ছে, আর নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করছে তাদেরকে শাইতান বিভ্রান্ত করেছে এবং তারা মনগড়া কথা বলছে। (তাদেরকে বল ঃ) এসো, আমি তোমাদেরকে বলে দেই যে, আল্লাহ কোন্ জিনিসগুলিকে হারাম করেছেন। আমি এসব কথা ধারণা ও অনুমান করে বলছিনা, বরং আল্লাহ আমার কাছে যে অহী করেছেন সেই অনুযায়ীই বলছি।

কোন অবস্থায়ই শির্‌ক করা যাবেনা

বলা হয়েছে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক বানিওনা। আয়াতের ভাষার ধরণে বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে اَوْصَكُمْ শব্দটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ اَوْصَكُمْ اَنْ لاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ এইরূপ রয়েছে। এ জন্যই আয়াতের শেষে রয়েছে ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শির্‌ক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আমি বললাম ঃ যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে।' আমি তিনবার এই প্রশ্ন করি। প্রতিবারেই তিনি এই উত্তরই দেন এবং তৃতীয়বারে বলেন ঃ 'যদিও সে ব্যভিচার করে, অথবা চুরি করে এবং মদ্যপান করে (তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।' (বুখারী ১২৩৭, মুসলিম ৯৪)

মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থের কোন কোন লেখক বর্ণনা করেছেন, আবূ যার (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে দু'আ করবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে ক্ষমা করতে থাকব যা কিছু পাপ তোমার দ্বারা হোক। আর আমি তোমার পাপরাশিকে মোটেই গ্রাহ্য করবনা। তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবীপূর্ণ পাপরাশি নিয়ে আস তাহলে আমি তোমাকে পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা প্রদান করব, যদি তুমি আমার সাথে কেহকেও শরীক না করে থাক এবং ইবাদাতে আমার সাথে অন্যকে না ডাক। যদি তোমার পাপরাশি আকাশ ভর্তিও হয় এবং তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব।' (আহমাদ ৫/১৭২, তিরমিযী ৯/৫২৪) কুরআনুল কারীমে এর সাক্ষ্য মিলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৬) সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক না করে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/৯৪) এ সম্পর্কীয় বহু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে।

মাতা-পিতার প্রতি দয়ার্দ্র হতে হবে

ইরশাদ হচ্ছে وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের মাতা-পিতার সাথে সৎ ও উত্তম ব্যবহার করবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাধারণভাবে নিজের আনুগত্যের সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ. وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখি হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সেই বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪-১৫) অতঃপর মাতা-পিতার মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থা হিসাবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ আল্লাহ প্রদান করলেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا

আর যখন আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৩) এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু আয়াত রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন আমলটি উত্তম?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'সময় মত সালাত আদায় করা।' ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন ঃ 'মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।' আমি বললাম ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আল্লাহর

পথে জিহাদ করা।' ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি যদি প্রশ্ন আরও বাড়াতাম তাহলে তিনি উত্তরও বাড়িয়ে দিতেন। (ফাতহুল বারী ২/১২, মুসলিম ১/৮৯)

সন্তানদেরকে হত্যা করা নিষেধ

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা, কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার্য দান করি।

মাতা-পিতা এবং তাদের মাতা-পিতাদের (দাদা-দাদী) প্রতি বিনম্র ও দায়িত্বশীল হওয়ার আদেশ দেয়ার পর এবার আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সন্তান-সন্ততিদের প্রতি দয়াশীল হওয়ার আদেশ করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের ছেলে মেয়েদেরকে হত্যা করনা। শাইতানরা মুশরিকদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল বলে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করত। তারা লজ্জায় কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করত। আবার দারিদ্রতার ভয়ে কোন কোন পুত্র সন্তানকেও হত্যা করত। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন পাপটি সবচেয়ে বড়?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'তা হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর জন্য শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনিই তোমাকে (এবং ঐ শরীককে) সৃষ্টি করেছেন!' ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ 'তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহারে শরীক হবে।' আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ 'তা এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে।' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮) (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯৮)

উপরে বর্ণিত 'ফাকর' বা দারিদ্রকে 'ইমলাক' বলা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা مِّنْ إِمْلَاقٍ এর অর্থ করেছেন 'দারিদ্রতা'। (তাবারী ১২/২১৭) এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, গরীব হয়ে যাবে এই ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩১) ওখানে জীবিকার আগে শিশুদের নাম নেয়া হয়েছে। কেননা সেখানে ব্যবস্থাপনায় তারাই উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ তাদেরকে জীবিকা পৌঁছানোর কারণে তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদেরকে হত্যা করনা। কারণ সকলেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর রয়েছে। কিন্তু এখানে যেহেতু দারিদ্র্য বিদ্যমান রয়েছে এ জন্য এখানে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দান করে থাকি। কারণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে তোমাদেরকে জীবিকা আমিই দান করেছি, সুতরাং নিজেদের জীবিকার ভয় করনা।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ তোমরা অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনীয়ই হোক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৩)

এর তাফসীর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ (৬ ঃ ১২০) এই উক্তির মধ্যে করা হয়েছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর চেয়ে

লজ্জাশীল আর কেহ হতে পারেনা। এ জন্যই তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত নির্লজ্জতাকে হারাম করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/১৪৬, মুসলিম ৪/২১১৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর (রহঃ) বলেন, ওয়াররাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ 'আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর-পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ

তোমরা কি সা'দের (রাঃ) লজ্জাশীলতায় বিস্ময় বোধ করছ! আল্লাহর শপথ! আমি সা'দ (রাঃ) অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল এবং আল্লাহ আমার চেয়ে বেশি লজ্জাশীল। এ জন্যই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নির্লজ্জতাকে হারাম করে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১১, মুসলিম ২/১১৩৬)

বিধিবদ্ধ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা। গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা পৃথকভাবে এর নিষেধাজ্ঞা আনয়ন করেছেন। নতুবা এটা প্রকাশ্য ও গোপনীয় নির্লজ্জতার নিষিদ্ধতারই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ হাদীসে ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কোন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তবে তিনটির যে কোন একটির কারণে হত্যা করা যায়। (১) বিবাহিত ব্যভিচারী, (২) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ (অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা) এবং (৩) দীন পরিত্যাগ করে যে জামা'আত থেকে দূরে সরে যায় ও দলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করে।' (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২)

'মু'আহীদ' অর্থাৎ ঐ সমস্ত অমুসলিম যাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি রয়েছে তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (ফাতহুল বারী ১২/৩৭০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন ঃ যার সাথে মুসলিমদের নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যদি কোন (মুসলিম) ব্যক্তি হত্যা করে তাহলে সে যেন আল্লাহর কাছ থেকে তার জন্য পাওয়া নিরাপত্তা ধ্বংস করে ফেলল। এ ক্ষেত্রে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা, যদিও এ ঘ্রাণ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। (তিরমিযী ৪/৬৫৮, ইব্ন মাজাহ ২/৮৯৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

১৫২। আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা, আর আদান-প্রদান, পরিমান-ওজন সঠিকভাবে করবে, আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব/কর্তব্য) অর্পণ করিনা, আর তোমরা যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ কথা বলবে, আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর।	١٥٢. وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা যাবেনা

'আতা ইব্নুস সায়িব (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যখন নিম্নের আয়াত দু'টি নাযিল হয় ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ...

আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা ... (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫২)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا

যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে ... (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০)

'ইয়াতীমের সম্পদ খেওনা' এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন যার বাড়ীতে কোন ইয়াতীম ছিল সে সেই ইয়াতীমের খাদ্য ও পানীয়কে নিজের খাদ্য ও পানীয় হতে পৃথক করে দেয় এই ভয়ে যে, না জানি ইয়াতীমের খাদ্য তার খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। এমন কি ইয়াতীমের আহার করার পর যা অবশিষ্ট থাকত তা তারা তারই জন্য উঠিয়ে রেখে দিত, যেন সে আবার তা আহার করে। এর ফলে খাবার নষ্ট হয়ে যেত। এটা ছিল উভয়ের জন্যই অমঙ্গল। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সম্পর্কে আলোচনা করে। সেই সময় মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী পাঠান ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ

তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ তাদের হিত সাধন করাই উত্তম; এবং যদি তোমরা তাদেরকে সম্মিলিত করে নাও তাহলে তারা তোমাদের ভাই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২০) (আবূ দাঊদ ৩/২৯১)

حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ *(আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত)* শা'বী (রহঃ), মালিক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এর অর্থ করেছেন পূর্ণ বয়স্ক হওয়া। (তাবারী ১২/২২৩)

সঠিক পরিমাপ ও ওযনে মালামাল বিক্রি করতে হবে

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ আদান প্রদানে পরিমাণ ও ওযন তোমরা সঠিকভাবে করবে। মাপ ও ওযনে ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কঠোরভাবে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, সেই মহান দিনে; যে দিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের রবের সম্মুখে! (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ১-৬) পূর্বে একটি জাতি মাপে ও ওযনে বেঈমানী করার কারণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব-কর্তব্য) অর্পণ করিনা। যে ব্যক্তি হক আদায়ে পূরাপুরি চেষ্টা করল, তথাপি পূর্ণ মাত্রায় আদায় করতে পারলনা, তার কোন পাপ নেই এবং এজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবেনা।

সত্য সাক্ষী দিতে হবে

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ বলবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিধানসমূহ পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮) অনুরূপভাবে সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা কথায় ও কাজে ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিকটবর্তী আত্মীয়দের জন্যই হোক কিংবা দূরবর্তী লোকদের জন্যই হোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রত্যেকের জন্য সর্বাবস্থায় ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর নামে দেয়া ওয়াদা পূরণ করতে হবে

ইরশাদ হচ্ছে وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۟ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ কর। এটা পূরণ করার স্বরূপ হচ্ছে, তোমরা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চল এবং

তাঁর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আমল কর। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা।

ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর এবং পূর্বের অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাক। (তাবারী ১২/২২৫)

১৫৩. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ	**১৫৩। আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও।**

আল্লাহর সরল সঠিক পথে চলে অন্য পথকে পরিহার করতে হবে

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) وَلَا تَتَّبِعُوا۟ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ *(এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে)* এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, নিম্নের আয়াতটিও সমার্থবোধক ঃ

أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ

তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। (৪২ ঃ ১৩) আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নাসীহাত করছেন যে, তারা যেন জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দলে দলে ভাগ হয়ে না যায়। পূর্ববর্তী লোকেরা দীনের ব্যাপারে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে

পড়েছিল এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। (তাবারী ১২/২২৯)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে স্বহস্তে একটি রেখা টানেন। তারপর বলেন ঃ 'এটা হচ্ছে আল্লাহর সরল সোজা পথ।' অতঃপর তিনি ডানে ও বামে আরও কতগুলি রেখা টানেন এবং বলেন ঃ 'এগুলি হচ্ছে ঐসব রাস্তা যেগুলির প্রত্যেকটির উপর একজন করে শাইতান বসে রয়েছে এবং ঐ দিকে (মানুষকে) আহ্বান করছে।' অতঃপর তিনি وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ ১/৪৬৫) আল হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৮)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং আবদ ইব্‌ন হুমাইদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তিনি এভাবে তাঁর সামনে একটা রেখা টানেন এবং বলেন ঃ 'এটি হচ্ছে আল্লাহর পথ।' অতঃপর ডানে ও বামে দু'টি করে রেখা টানেন এবং বলেন ঃ 'এগুলো হচ্ছে শাইতানের পথ।' তারপর মধ্যভাগের রেখার উপর স্বীয় হাতটি রাখেন এবং ... وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটিই পাঠ করেন। (আহমাদ ৩/৩৯৭)

একটি লোক ইব্‌ন মাসঊদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'সিরাতে মুস্তাকীম কি?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এক প্রান্তে রেখে বিদায় নিয়েছেন, অপর প্রান্ত শেষ হয়েছে জান্নাতে। এর ডান দিকে বিভিন্ন পথ রয়েছে এবং বাম দিকেও অনেক পথ রয়েছে। পথগুলোর উপর কতগুলো লোক অবস্থান করছে এবং যাঁরা তাদের পাশ দিয়ে গমন করছে তাদেরকে তারা নিজেদের দিকে আহ্বান করছে। সুতরাং যারা তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের পথ অবলম্বন করছে তাদের শেষ গন্তব্য হবে জাহান্নাম। আর যারা সরল সোজা পথ অবলম্বন করে চলবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।' অতঃপর ... وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটি পাঠ করলেন। (তাবারী ১২/২৩০)

নাওয়াস ইব্‌ন সামআ'ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা সিরাতে মুস্তাকীমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এর দু'দিকে দু'টি প্রাচীর রয়েছে এবং তাতে খোলা দরজা রয়েছে। দরজাগুলোর উপর পর্দা লটকান রয়েছে। সোজা রাস্তাটির দরজার উপর আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী একটি লোক বসে আছে এবং বলছে ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা সবাই এই সরল সোজা পথে চলে এসো। এদিক ওদিক যেওনা।' আর একটি লোক রাস্তার উপর থেকে ডাক দিতে রয়েছে। যখনই কোন লোক ঐ দরজাগুলোর কোন একটি দরজা খোলার ইচ্ছা করছে তখনই সে তাকে বলছে ঃ 'সর্বনাশ! ওটা খুলনা। যদি তুমি দরজাটি খুলে দাও তাহলে তুমি ওর মধ্যে প্রবেশ করেই ফেলবে।'

এই সরল সোজা পথটি হচ্ছে ইসলাম। আর প্রাচীর দু'টি হচ্ছে আল্লাহর বেঁধে দেয়া নির্ধারিত সীমা। খোলা দরজাগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধ রাস্তাসমূহ। রাস্তার মাথায় যে বসে আছে ওটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর রাস্তার উপর থেকে যে ডাক দিচ্ছে সে হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সতর্ককারী অন্তর যা প্রত্যেক মুসলিমের রয়েছে। (আহমাদ ৪/১৮২, তিরমিযী ৮/১৫২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ এখানে আল্লাহর পথ অর্থাৎ দীনের কথা উল্লেখ করার সময় এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ দীন একটিই হতে পারে, এর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। দীনবিহীন অন্য মতবাদকে তিনি বহু বচনে বর্ণনা করেছেন। কারণ তা অনেক মত ও পথে বিভক্ত। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী - ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭)

১৫৪। অতঃপর মূসাকে আমি এমন কিতাব প্রদান করেছিলাম, যা ছিল সৎ ও পুণ্য	١٥٤. ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى

কর্মপরায়ণদের জন্য পূর্ণাঙ্গ কিতাব। আর তাতে ছিল প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ সম্বলিত আল্লাহর রাহমাতের প্রতীক স্বরূপ, যাতে তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে পারে।	ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
১৫৫। আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বারাকাতময় ও কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।	١٥٥. وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

তাওরাত ও কুরআনের প্রশংসা

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ এ আয়াতটি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাওরাত এবং এর বাহককে (নাবী মূসাকে) উল্লেখ করে বলেন ঃ

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ *আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে।* কখনও কখনও আল্লাহ সুবহানাহু কুরআন ও তাওরাতের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا

এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব - আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ এই কিতাব - এর সমর্থক, আরাবী ভাষায়। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১২) এই সূরারই প্রথম দিকে তিনি বলেন ঃ

قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا

তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা রূপে যে কিতাব মূসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশ গোপন করছ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯১) এর পরেই তিনি বলেন ঃ

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ

আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুব বারাকাতময় কিতাব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯২) এখন মুশরিকদের ব্যাপারে বলছেন ঃ

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ

অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য এসে গেল, তারা বলতে লাগল ঃ মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল অনুরূপ তাকে দেয়া হলনা কেন? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৮) তাই আল্লাহ তা'আলা এখন বলছেন ঃ

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ

কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল ঃ উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং তারা বলেছিল ঃ আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৮) এরপর মহান আল্লাহ জিনদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, তারা তাদের কাওমকে বলেছিল ঃ

يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ

হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩০)

وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ

অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ লিখে দিয়েছি, (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৫)

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً আমি মূসাকে দিয়েছিলাম একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব যদ্বারা সে তার প্রয়োজনীয় আইন কানূন তৈরী করে সকলকে পরিচালিত করতে সক্ষম ছিল। অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ

অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৫) । অতঃপর তিনি বলেন ঃ عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ তা ছিল তাদের জন্য উত্তম দান স্বরূপ। অর্থাৎ তাতে যা বলা হয়েছে তা মেনে চলে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হতে পারে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?. (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০)

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর নেতা করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ

আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনিত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً এতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ রয়েছে। আর এটা হচ্ছে হিদায়াত ও রাহমাত। আশা করা যায় যে,

তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. وَهَـٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা হচ্ছে বারাকাতময় ও কল্যাণময়, সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করে চল এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। এতে কুরআনের অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে স্বীয় কিতাবের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এতে চিন্তা ও গবেষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

১৫৬। যেন তোমরা না বলতে পার - ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।	١٥٦. أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ
১৫৭। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখনতো তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে	١٥٧. أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ

এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য!	بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنۡهَاۗ سَنَجۡزِي ٱلَّذِينَ يَصۡدِفُونَ عَنۡ ءَايَٰتِنَا سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصۡدِفُونَ

কুরআন হল বান্দাদের প্রতি আল্লাহর আহ্বানের দলীল

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এ কারণে যে, যেন তোমরা বলতে না পার ঃ আমাদের পূর্বেতো ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়নি। তাদের ওযর আপত্তি শেষ করে দেয়ার জন্যই এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوۡلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ

তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৭) (তাবারী ১২/২৩৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, طَائِفَتَيْنِ বা দু'টি দল হচ্ছে ইয়াহুদী ও নাসারা। (তাবারী ১২/২৪০) এটা হচ্ছে মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনেরও উক্তি।

وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ অর্থাৎ আমরা এই ইয়াহুদী ও নাসারাদের ভাষাতো বুঝিনা, কাজেই আমরা গাফেল ছিলাম এবং তাদের মত সঠিক আমল করতে পারিনি। আর তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার ঃ

أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ যদি আমাদের উপরও আমাদের ভাষায় কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা এই

ইয়াহুদী ও নাসারাদের চেয়ে বেশি হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম। তাই আমি তাদের এই ওযর আপত্তি খতম করে দিলাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَئِن جَآءَهُمۡ نَذِيرٞ لَّيَكُونُنَّ أَهۡدَىٰ مِنۡ إِحۡدَى ٱلۡأُمَمِۖ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪২) তাই তিনি বলেন ঃ 'এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত ও রাহমাতযুক্ত কিতাব এসে গেছে।' এই কুরআনে আযীম তোমাদের ভাষায়ই অবতারিত, এতে হালাল ও হারাম সবকিছুরই বর্ণনা রয়েছে। এটা ঐ বান্দাদের জন্য রাহমাত, যারা এর অনুসরণ করে এবং সদা আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকে।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার থেকে এড়িয়ে চলে তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে? সে নিজেওতো কুরআন থেকে উপকার লাভ করলনা বা আহকাম মেনেই চললনা, এমন কি অন্যান্য লোকদেরকেও আল্লাহর আয়াতের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে দিল এবং হিদায়াতের পথ প্রাপ্তি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করল। صَدَفَ সম্বন্ধে ইহা হল সুদ্দীর (রহঃ) ব্যাখ্যা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে. صَدَفَ *সাদাফা* এর অর্থ হল সে পিছন ফিরে চলে গেল। যেমন সূরার শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তারা নিজেরাও ঈমান আনা থেকে বিরত থাকছে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখছে। তারা নিজেদের জীবনকে নিজেদের হাতেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।'

১৫৮। তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে মালাইকা (ফেরেশতা) আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাব্ব আসবেন? অথবা তোমার রবের	١٥٨. هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَوۡ يَأۡتِيَ رَبُّكَ

কোন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে? যেদিন তোমার রবের কতক নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই দিনের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি অথবা যারা নিজেদের ঈমান দ্বারা কোন সৎ কাজ করেনি তখন তাদের ঈমান আনায় কোন উপকার হবেনা, তুমি এসব পাপিষ্ঠকে জানিয়ে দাও ঃ তোমরা (এরূপ আশা নিয়ে) প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও প্রতীক্ষা করছি।	أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ

কাফিরেরা কিয়ামাত দিবসের প্রতীক্ষায় রয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যারা তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করছে, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনকে অস্বীকার করছে এবং তাঁর দা'ওয়াত প্রচারে বাঁধা সৃষ্টি করছে ঃ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ *তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে মালাইকা আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাব্ব আসবেন?* রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী কাফিরদেরকে হুমকি দেয়া হচ্ছে, তোমরাতো শুধু এরই অপেক্ষা করছ যে, তোমাদের কাছে মালাইকা আসবে কিংবা স্বয়ং তোমাদের রাব্ব আসবেন, এটা কিয়ামাতের দিন অবশ্যই হবে, অথবা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শন তোমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে! তবে যখন ঐ নিদর্শনগুলি প্রকাশ হয়ে পড়বে তখন কারও ঈমান আনায় তার কোন উপকারে আসবেনা। আর এটা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিয়ামাতের আলামত হিসাবে অবশ্যই প্রকাশ পাবে এবং লোকেরা তা অবলোকন করবে। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। আর যখন লোকেরা এ অবস্থা অবলোকন করবে তখন সারা দুনিয়াবাসীর এটার প্রতি

বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং তারা ঈমান আনবে। আর যদি পশ্চিম দিক হতে সূর্যের আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে ঈমান না এনে থাকে তাহলে তখনকার ঈমান আনায় কোনই ফল হবেনা।' (ফাতহুল বারী ৮/১৪৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি তিনটি জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে ওগুলি প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কেহ ঈমান এনে না থাকলে তখন ঈমান আনা বিফল হবে এবং পূর্বে ভাল কাজ না করে থাকলে তখন ভাল কাজ করে কোনই লাভ হবেনা। প্রথম নিদর্শন হচ্ছে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে *'দাব্বাতুল আরদ'* এর প্রকাশ।' (তাবারী ১২/২৬৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে এ বিষয়ে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 'ধুম্রের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (আহমাদ ২/৪৪৫)

অপর একটি হাদীস ঃ আমর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ তিনজন মুসলিম মাদীনায় মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি কিয়ামাতের নিদর্শনাবলীর আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলেন যে, দাজ্জাল বের হওয়া কিয়ামাতের প্রথম আলামত। অতঃপর লোকগুলো আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমরের (রাঃ) কাছে আগমন করেন এবং মারওয়ানের কাছে যা শুনেছিলেন তা তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। তিনি (ইব্‌ন আমর) তখন বললেন ঃ 'মারওয়ানতো কিছুই বলেননি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যা শুনে স্মরণ করে রেখেছি, তা'ই তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। তিনি বলেছেন ঃ প্রথম নিদর্শন এই যে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তারপর প্রত্যুষে দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব অথবা কোন একটি প্রথমে এবং অন্যটি এরপরে প্রকাশ পাবে।' (আহমাদ ২/২০১)

অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমার মনে হয় প্রথম যে ঘটনা ঘটবে তা হল পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া। সুতরাং তাকে অনুমতি দেয়া হয় যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার আদেশ না করেন। ঐ দিনও যথারীতি সূর্য আরশের নীচে গিয়ে সাজদাহ করার পর পুনরায় পূর্ব দিকে উদিত হওয়ার প্রার্থনা করবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কোন সাড়া পাবেনা এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী (ঐ রাত) প্রলম্বিত হতে থাকবে এবং সূর্য অনুধাবন করবে যে, যদি তাকে অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবেনা।

সূর্য বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! পূর্ব সীমাতো এখান থেকে অনেক দূরে, আমি কিভাবে মানুষের কল্যাণে লাগব? দিগন্ত রেখা কালো অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। যখন উদয়ের জন্য অনুমতি চাওয়া হবে তখন বলা হবে, তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে উদিত হও। সুতরাং সে তখন ওখান থেকেই মানুষের উপর আবির্ভূত হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমও (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) তাদের সুনান গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪/২২৬০, ৪/৪৯০ ও ২/১৩৫৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ এর অর্থ হচ্ছে, অবিশ্বাসী কাফিরেরা এরপর ঈমান আনবে, কিন্তু তাদের ঐ ঈমান আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেননা। পূর্বেই যারা ঈমান এনেছিল এবং উত্তম আমল করেছিল তাদের ঐ আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা ভাল আমল না করে এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাওবাহও না করে তাহলে ঈমান আনা কবূল হবেনা। এ বিষয়ে একটি হাদীস পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে আলোচিত আয়াতেও বলা হয়েছে أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا সে যদি পূর্বেই ঈমান এনে উত্তম আমল না করে থাকে তাহলে এ পরিস্থিতিতে ঈমান এনে ভাল আমল করায় কোনো ফায়দা সে পাবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ হে নাবী! তুমি বলে দাও, তোমরা ঐ দিনের অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি। এটা কাফিরদের প্রতি কঠিন সতর্ক বাণী, যারা ঈমান ও তাওবাহ থেকে উদাসীন রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ সময় এসে গেছে। ইহা ঐ সময়ের ঘটনা যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে। কিয়ামাত যে অতি সত্ত্বরই ঘটতে যাচ্ছে তার বিভিন্ন আলামত একের পর এক অতি পরিস্কারভাবে প্রকাশ হতে থাকবে। এ বিষয়েই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিক ভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহতো এসেই পড়েছে! কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫)

১৫৯. إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ	**১৫৯। নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই, তাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সমর্পিত, পরিশেষে তিনিই তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন।**

ধর্মের ব্যাপারে বিভক্তি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে

মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও নাসারাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। (তাবারী, ১২/২৬৯-৭০) আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে ইয়াহুদী ও নাসারারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের ফলে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আগমনের পর তাঁকে বলা হল ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (*নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই*) (তাবারী ১২/২৬৯) এরা হচ্ছে বিদআতী, সন্দেহ পোষণকারী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।

তবে প্রকাশ্য কথা এই যে, এ আয়াতটি সাধারণ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই এটা প্রযোজ্য হতে পারে যে আল্লাহর দীনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং দীনের বিরোধী হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য ধর্মের হিদায়াতসহ প্রেরণ করেছেন যেন তিনি সমস্ত দীনের উপর দীন ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। ইসলামের পথ একটাই। তাতে কোন মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নেই। যারা পৃথক দল অবলম্বন করেছে, যেমন বাহাত্তর দল বিশিষ্ট লোকেরা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত-পবিত্র। এ আয়াতটি ঐ আয়াতের মতই, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَالَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৩) হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমরা নাবীরা বৈমাত্রেয় সন্তানদের মত। কিন্তু আমাদের সকলেরই দীন বা ধর্ম একটিই। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) এটাই হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম এবং এটাই হচ্ছে ঐ হিদায়াত যা রাসূলগণ অন্য কেহকে শরীক না করে এক আল্লাহর ইবাদাত সম্পর্কে পেশ করেছেন এবং সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাকে সিরাতে মুসতাকীম বানিয়েছেন। এ ছাড়া সমস্ত কিছুই পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা, মনগড়া ধ্যান-ধারনা এবং মিথ্যা আশা ভরসা। রাসূলগণ ওগুলো থেকে মুক্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে বলেন ঃ لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ হে নাবী! তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

তাদের বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দাও। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক - কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন স্বীয় হুকুম এবং বিচারের মধ্যেও নিজের দয়া-মায়ার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে দিচ্ছেন।

١٦٠. مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ	**১৬০। কেহ কোন ভাল কাজ করলে সে তার দশ গুণ প্রতিদান পাবে, আর কেহ পাপ ও অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে যতটুকু সে করেছে, আর তারা অত্যাচারিত হবেনা।**

উত্তম আমলের সাওয়াবকে বাড়িয়ে দেয়া হয়, আর খারাপ আমলের বদলা ওর সম পরিমান

এ আয়াতে কারীমায় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এর পরবর্তী আয়াত সংক্ষিপ্ত। এ আয়াতের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا

কেহ যদি সৎ কাজ করে তাহলে সে তার কাজ অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৪) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহাকল্যাণময় আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ

'তোমাদের মহামহিমান্বিত আল্লাহ বড় করুণাময়। কেহ যদি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু ঐ কাজ করতে না পারে তবুও তার জন্য একটা

সাওয়াব লিখে নেয়া হয়। আর যদি সে ঐ কাজটি করে তাহলে তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হয় এবং তার ভাল নিয়াতের কারণে এটা বৃদ্ধি হতে হতে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে কেহ যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা করা থেকে বিরত থাকে তাহলে ওর জন্যও একটা সাওয়াব লিখা হয়। আর যদি তা করে ফেলে তাহলে একটা মাত্র পাপ লিখা হয় এবং সেটাও ইচ্ছা করলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। ধ্বংস যাদের তাকদীরে লিখা রয়েছে আল্লাহ তা'আলা শুধু তাদেরকেই ধ্বংস করবেন।' (আহমাদ ১/২৭৯, ফাতহুল বারী ১১/৩৩১, মুসলিম ১/১১৮, নাসাঈ ৪/৩৯৬)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তার জন্য দশটি সাওয়াব রয়েছে এবং আমি তার চেয়েও বেশি প্রদান করব। আর যে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজ করবে, তার অনুরূপ একটি মাত্র পাপ তার জন্য লিখা হবে অথবা আমি ওটাও ক্ষমা করে দিব। যে ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠ পরিমান পাপ করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, কিন্তু আমার সাথে কেহকেও শরীক করবেনা, আমি সেই পরিমাণই ক্ষমা তার উপর নাযিল করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত (নিম্ন বাহু) অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে দু'হাত (পূর্ণ বাহু) অগ্রসর হব। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাব।' (আহমাদ ৫/১৫৩, মুসলিম ৪/২০৬৮)

এটা জেনে নেয়া যরুরী যে, যে ব্যক্তি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করেও তা করলনা ওটা তিন প্রকার। (১) কখনও এরূপ হয় যে, সে আল্লাহর ভয়ে পাপের ইচ্ছা পরিত্যাগ করল। এ প্রকারের লোককেও পাপকাজ থেকে বিরত থাকার কারণে একটি সাওয়াব দেয়া হবে এবং এটা আমল ও নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই তার জন্য একটা সাওয়াব লিখা হয়। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সে আমারই কারণে পাপকাজ পরিত্যাগ করেছে। (২) কখনও এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তি পাপকাজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভুলে গিয়ে অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তা ছেড়ে দেয়। এ অবস্থায় তার জন্য শাস্তিও নেই, প্রতিদানও নেই। কেননা সে ভাল কাজেরও নিয়াত করেনি এবং খারাপ কাজও করে বসেনি। (৩) আবার কখনও এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তি পাপকাজ করে ফেলার চেষ্টা করে থাকে, ওর উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্তু ওকে কাজে পরিণত করতে সে অপারগ হয়ে যায় এবং বাধ্য হয়ে তাকে ওটা ছেড়ে দিতে হয়। এরূপ ব্যক্তি যদিও পাপকাজ করলনা, তবুও তাকে কাজে

পরিণতকারীরূপেই গণ্য করা হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করে তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হবে কেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই সে তার সাথীকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল (কিন্তু পারেনি)।' (বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩)

হাফিয আবুল কাসিম আল তাবারানী (রহঃ) বলেন, আবূ মালিক আল আশ'আরী (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক শুক্রবার থেকে পরবর্তী শুক্রবার এবং আরও তিন দিনের কৃত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا কেহ ভাল কাজ করলে সে ঐ কাজের দশগুণ প্রতিদান পাবে। (তাবারানী ৩/২৯৮)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করল সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।' ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে উল্লিখিত বর্ণনাটি ইমাম আহমাদের (রহঃ)। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আরও যোগ করেছেন ঃ সুতরাং আল্লাহ এ বিষয়ে সত্যায়ন করে আয়াত নাযিল করেন ঃ

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا অতএব একদিনের আমলের পরিবর্তে দশ দিনের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান বলেছেন। (আহমাদ ৫/১৪৬, তিরমিযী ৩/৪৭০, নাসাঈ ৪/২১৮, ইব্‌ন মাজাহ ১/৫৪৫) এই আয়াতের তাফসীরে আরও বহু হাদীস এসেছে। কিন্তু যা বর্ণনা করা হল তা'ই যথেষ্ট।

১৬১। তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত	١٦١. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ

দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।	إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১৬২। তুমি বলে দাও ঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য।	١٦٢. قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১৬৩। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।	١٦٣. لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

ইসলাম হল সরল সোজা পথ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি সংবাদ দিয়ে দাও ঃ

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ আল্লাহ তাঁর নাবীর উপর কিরূপ ইন'আম বর্ষণ করেছেন, তাঁকে সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছেন যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। এটি হচ্ছে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং এটিই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ)। তিনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতেন এবং তিনি কখনও শির্ক করেননি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ

এবং যে নিজকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩০) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ

এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনিত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০-১২৩) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিল্লাতে ইবরাহীমের (আঃ) অনুসরণ করতে বলা হল বলে যে তাঁর উপর ইবরাহীমের (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল তা নয়। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীমের (আঃ) দীনের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর দীনকে আরও সুদৃঢ় করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই ইবরাহীমের (আঃ) দীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। অন্য কোন নাবী তাঁর দীনকে পূর্ণতা দানে সক্ষম হননি। আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো খাতেমুল আম্বিয়া। তিনি সাধারণভাবে আদম সন্তানের নেতা এবং মাকামে মাহ্মূদের উপর তিনি সমাসীন থাকবেন, কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূক তাঁরই দিকে ফিরে আসবে, তাঁকে সুপারিশ করার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করা হবে, এমন কি আল্লাহর বন্ধু স্বয়ং ইবরাহীম খলীলও (আঃ)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম! আল্লাহর কাছে কোন দীন সব চেয়ে প্রিয়?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম।' (আহমাদ ১/২৩৬)

একাগ্রতার সাথে ইবাদাত করার নির্দেশ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ। হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবীকে আদেশ করছেন যে, তিনি যেন ঐ সমস্ত মূর্তিপূজক কাফিরদেরকে জানিয়ে দেন ঃ যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাসনা করে এবং কুরবানী করে তাদের এ ধরনের কাজকে আল্লাহ কখনও গ্রহণ করবেননা। তাঁর জন্য সব ধরণের ইবাদাত হতে হবে শরীকবিহীন এবং একমাত্র তাঁরই জন্য। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (১০৮ ঃ ২)

মুশরিকরা মূর্তির পূজা করত এবং মূর্তির নামেই কুরবানী করত। আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কলুষমুক্ত অন্তঃকরণ নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতে মুসলিমদেরকে হুকুম করছেন। যেমন তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার ইবাদাত-বন্দেগী সব কিছুই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য।' نُسُكٌ হাজ্জ ও উমরা পালনের সময় কুরবানী করাকে বলা হয়।

সব নাবীদেরই একই ধর্ম ছিল ইসলাম

أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ দ্বারা 'ঐ উম্মাতকে' প্রথম মুসলিম বুঝানো হয়েছে বলে কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১২/২৮৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ববর্তী সকল নাবী ইসলামেরই দা'ওয়াত দিতেন। প্রকৃত ইসলাম হচ্ছে আল্লাহকে মা'বূদ মেনে নেয়া এবং তাঁকে এক ও শরীকবিহীন বলে বিশ্বাস করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অতঃপর যদি তোমরা পরোম্মুখই থাক তাহলে আমিতো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিকতো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে, আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭২) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

এবং যে নিজকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন তার রাব্ব তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল ঃ আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় সন্তানদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল ঃ হে আমার বংশধরগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩০-১৩২) ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন; হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০১) মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ. فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

আর মূসা বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা, আর আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে এই কাফিরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৪-৮৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত, আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলিমগণও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّۦنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম ঃ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১১) এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত নাবীকে ইসলামসহ পাঠিয়েছেন। কিন্তু নাবীগণের নিজ নিজ শারীয়াতের বিধি-বিধানে একের থেকে

অন্যের পার্থক্য ছিল। কোন কোন নাবী পূর্ববর্তী নাবীর শাখা ধর্মকে রহিত করে আল্লাহর আদেশে নতুন বিধি-বিধান চালু করেন। সর্বশেষ শারীয়াতে মুহাম্মাদীর মাধ্যমে অন্যান্য সমস্ত দীন রহিত হয়ে যায় এবং দীনে মুহাম্মাদী কখনও রহিত হবেনা, বরং চির বিদ্যমান থাকবে। কিয়ামাত পর্যন্ত এর পতাকা উঁচু হয়েই থাকবে। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমরা নাবীরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু আমাদের সবারই দীন একই। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) আমরা সবাই সেই আল্লাহকে মেনে থাকি যিনি এক ও অংশীবিহীন। আমরা তাঁরই ইবাদাত করি। যদিও আমাদের শারীয়াত বিভিন্ন; কিন্তু এই শারীয়াতগুলি মায়ের মত। যেমন বৈপিত্রেয় ভাই বৈমাত্রেয় ভাই এর বিপরীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ মা এক এবং পিতা পৃথক পৃথক। আর প্রকৃত ভাই একই মা ও একই পিতার সন্তান হয়ে থাকে। তাহলে উম্মাতের দৃষ্টান্ত পরস্পর এক মায়েরই সন্তানের মত।' আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ বলতেন। এরপর নিম্নের দু'আটি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ. أَنْتَ رَبِّ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا لاَّ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِي لِاَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ لاَيَهْدِي لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ

'হে আল্লাহ! আপনি বাদশাহ্। আপনি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস। আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার পাপের কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া আর কেহ পাপরাশি ক্ষমা করতে পারেনা। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেহ আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলে দিতে পারেনা। আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর করে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেহ আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর করতে পারেনা। আপনি কল্যাণময় ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং (পাপ কাজ থেকে) আপনার কাছে তাওবাহ করছি।' (আহমাদ

১/১০২, মুসলিম ১/৫৩৪) তারপর তিনি রুকূ' ও সাজদায় এবং তাশাহ্হুদে যা বলেছিলেন সেগুলি সম্বলিত সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়।

১৬৪। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর রাব্ব! প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে, কেহ কারও কোন বোঝা বহন করবেনা, পরিশেষে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, অতঃপর তিনি তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছিলে সে বিষয়ের মূল তত্ত্ব তোমাদেরকে অবহিত করবেন।	١٦٤. قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِي رَبًّا হে নাবী! মুশরিকদেরকে নির্ভেজাল ইবাদাত ও আল্লাহর উপর ভরসাকরণ সম্পর্কে তুমি বলে দাও, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে স্বীয় রাব্ব বানিয়ে নিব? অথচ তিনিইতো প্রত্যেক বস্তুর রাব্ব। সুতরাং আমি তাঁকেই আমার রাব্ব বানিয়ে নিব। আমার এই রাব্ব একাকীই আমাকে লালন-পালন করে থাকেন, আমার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন এবং আমার প্রতিটি বিষয়ে তিনি আমার সাহায্যকারী। তাই আমি তিনি ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করবনা। কেননা সমস্ত সৃষ্টবস্তু ও সৃষ্টজীব তাঁরই। নির্দেশ প্রদানের হক একমাত্র তাঁরই রয়েছে। মোট কথা, এ আয়াতে ইবাদাতে আন্তরিকতা ও শির্ক বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ রয়েছে। আর কুরআনুল কারীমে এই বিষয়ের পারস্পরিক সংযোগ অধিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। (১ ঃ ৫) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩)

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৯) অন্যত্র বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ৯) এর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত আয়াত আরও রয়েছে।

প্রত্যেকে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى কেহ কোন দুষ্কর্ম করলে ওর পাপের ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, কারও পাপের বোঝা অপর কেহ বহন করবেনা। এই আয়াতগুলির মাধ্যমে এই সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন যে শাস্তি দেয়া হবে তা নিপুণতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই হবে। আমলের প্রতিফল আমলকারীই পাবে। ভাল লোককে ভাল প্রতিদান এবং মন্দ লোককে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। একজনের পাপের কারণে অপরজনকে শাস্তি দেয়া হবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮)

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১২)

এর তাফসীরে আলেমগণ বলেন, কোন লোককে অপর কোন লোকের পাপের বোঝা বহন করতে বলে তার প্রতি অত্যাচার করা হবেনা এবং তার সাওয়াব কিছু কমিয়ে দিয়েও তার উপর যুল্ম করা হবেনা। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ ঃ ৩৮-৩৯) অর্থাৎ খারাপ আমলকারীদেরকে তাদের খারাবীর জন্য কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু উত্তম আমলকারীদের সৎ আমলের বারাকাত তাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) অর্থাৎ পূর্ববর্তীরাও পরবর্তীদের সৎ আমলের সাওয়াব লাভ করবে, কিন্তু তাই বলে পরবর্তীদের প্রতিদান হতে একটুও কম করা হবেনা যেহেতু তারা তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে সৎ আমলের দীক্ষা পেয়েছে। জান্নাতে উচ্চ আসনে সৎ সন্তানদের নিকট তাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও পৌঁছে দেয়া হবে। পুত্রের সাওয়াব পিতাও লাভ করে থাকে, যদিও সে সৎ আমলে পুত্রের সাথে শরীক না থাকে। এ কারণে পুত্রের প্রতিদান কিছু কেটে নেয়া হবে তা নয়, বরং দু'জনকেই সমান সমান বিনিময় প্রদান করা হবে। এমন কি আল্লাহ তা'আলা পুত্রদেরকেও পিতাদের আমলের বারাকাতে তাদের মনযিল পর্যন্ত পৌঁছে থাকেন। এটা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلُّ ٱمْرِيٍٕ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) অর্থাৎ তাকে তার কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করা হবে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ তোমরা যা করতে চাও স্বীয় জায়গায় করতে থাক, আমিও আমার জায়গায় আমার কাজ করব। শেষ পর্যন্ত একদিন তোমাদেরকে আমার কাছে আসতেই হবে। সেই দিন আমি মু'মিন ও মুশরিক সবাইকেই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব এবং তারা দুনিয়ায়

অবস্থানরত অবস্থায় পরকাল সম্পর্কে যে মতানৈক্য পোষণ করত, সেই দিন সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

বল ঃ আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা। বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৫-২৬)

١٦٥. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.	**১৬৫। আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে তিনি যা কিছু দিয়েছেন তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান।**

বিভিন্ন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ (*আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন*) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে ঃ তিনি তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় এবং যুগের পর যুগ পৃথিবীতে বসবাস

করার সুযোগ দিয়েছেন এবং এ ক্রমধারা অব্যাহত আছে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৬০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ

এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? ২৭ ঃ ৬২) অন্যত্র তিনি আরও বলেন ঃ

إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩০) অন্যত্র বলেন ঃ

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ তিনি কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন, অর্থাৎ জীবিকা, চরিত্র, সৌন্দর্য, সমতা, দৃশ্য, দৈহিক গঠন, রং ইত্যাদিতে একে অপরের অপেক্ষা কম-বেশি রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا

আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নিত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩২) কেহ আমীর, কেহ গরীব, কেহ মনিব এবং কেহ তার চাকর। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْءَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ এই মর্যাদার বিভিন্নতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই, ধনীকে ধন দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে ধন-সম্পদের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করেছে এবং গরীবকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে স্বীয় দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ করেছে কি করেনি।

সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট, শ্যামল ও সবুজ। আল্লাহ তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। এখন তিনি দেখতে চান তোমরা কিরূপ আমল করছ। অতএব তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদেরকেও ভয় করে চল। বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম যে ফিতনা সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল নারী সম্পর্কীয়ই।' (মুসলিম ৪/২০৯৮) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ হে মুহাম্মাদ! নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা এবং অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালুও বটে। অর্থাৎ তোমাদের পার্থিব জীবন সত্বরই শেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়ালুও বটে।

এখানে ভয়ও প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং উৎসাহও প্রদান করা হচ্ছে যে, তাঁর হিসাব ও শাস্তি সত্বরই এসে যাবে এবং তাঁর অবাধ্যরা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতাকারীরা পাকড়াও হয়ে যাবে। আর যারা তাঁকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদের অলী এবং তাদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। কুরআনুল হাকীমের অধিকাংশ স্থানে এ দু'টি বিশেষণ অর্থাৎ ক্ষমাশীল ও দয়ালু এক সাথে এসেছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্বতো শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০) উৎসাহ ও আশা প্রদান এবং ভয় প্রদর্শনের অনেক আয়াত রয়েছে। কখনও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করে বান্দাদেরকে উৎসাহ ও আশা প্রদান করেন, আবার কখনও জাহান্নামের বর্ণনা দিয়ে ওর শাস্তি এবং কিয়ামাতের ভয়াবহ দৃশ্য থেকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন। মাঝে মাঝে আবার দু'টির বর্ণনা একই সাথে দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলার তাওফীক প্রদান করেন এবং পাপীদের দল থেকে যেন আমাদেরকে দূরে রাখেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শাস্তি যে কত কঠিন তা যদি মু'মিন জানত তাহলে কেহ জান্নাতের আকাঙ্খা করতনা (সে বলত ঃ যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাই তাহলে এটাই যথেষ্ট)। পক্ষান্তরে আল্লাহর দয়া ও রাহমাত যে কত ব্যাপক তা যদি কাফির জানত তাহলে কেহ জান্নাত থেকে নিরাশ হতনা (অথচ জান্নাততো কাফিরের প্রাপ্যই নয়)। আল্লাহ একশ' ভাগ রাহমাত রেখেছেন। এর মধ্য থেকে একটি মাত্র অংশ সারা মাখলূকাতের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। এই এক ভাগ রাহমাতের কারণেই মানুষ ও জীবজন্তু একে অপরের উপর দয়া করে থাকে। আর নিরানব্বই ভাগ রাহমাত আল্লাহর কাছেই রয়েছে।' এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে তাখরীজ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান বলেছেন। (হাদীস নং ২/৩৩৪, ৪/২১০৯, ৯/৫২৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ মাখলূকাতকে সৃষ্টি করেন তখন আরশের উপর অবস্থিত লাওহে মাহ্ফূযে তিনি লিপিবদ্ধ করেন ঃ 'আমার রাহমাত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত থাকবে।' (মুসলিম ৪/২১০৭)

সূরা আন'আম এর তাফসীর সমাপ্ত।